

# বার্ষিক প্রতিবেদন

## ২০২১-২০২২

### প্রকাশক

খাদ্য অধিদপ্তর  
১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০

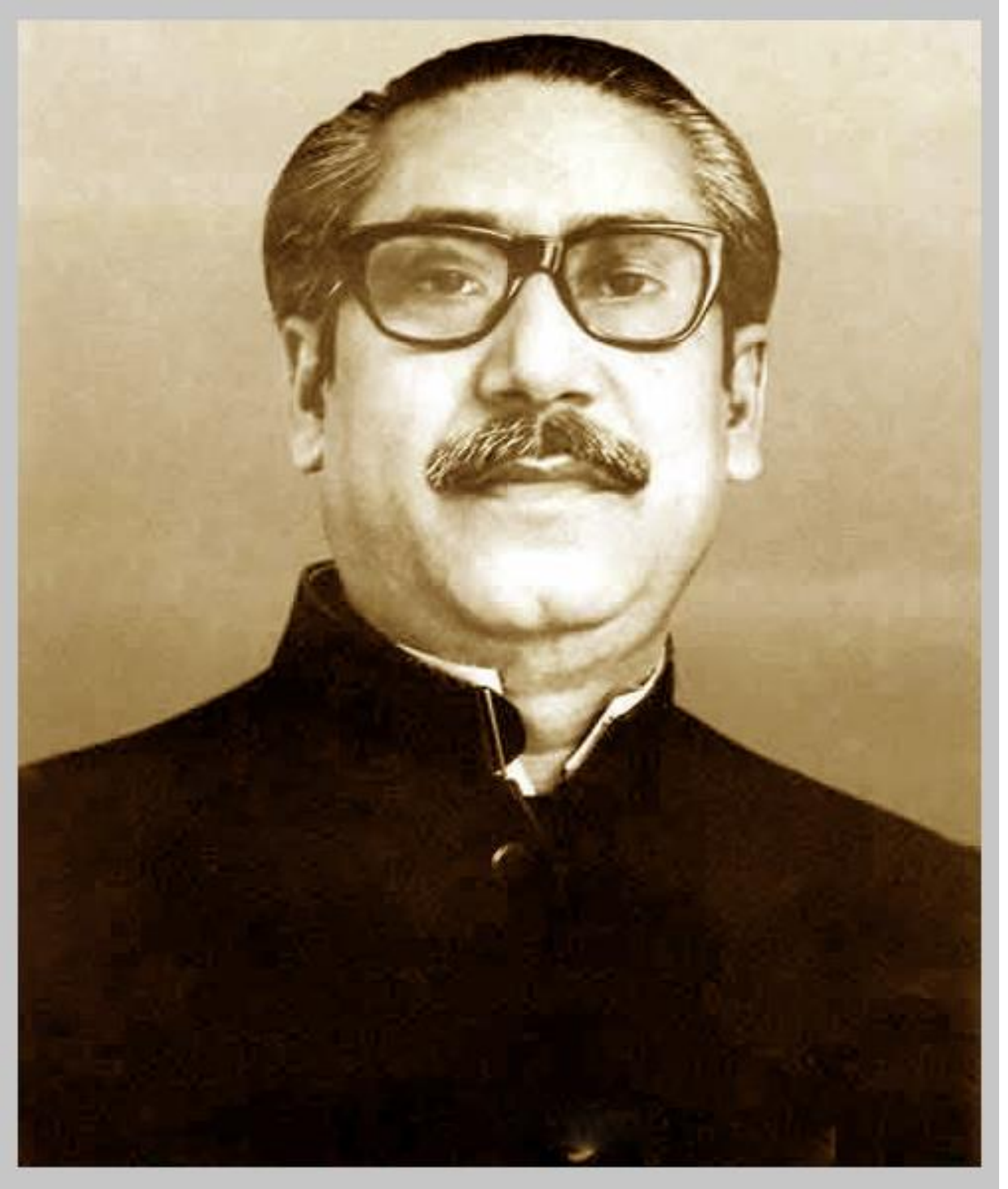
### প্রকাশকাল

মার্চ, ২০২৩

### স্বত্ব

খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত





“আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন।”

-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান





“খাদ্যের চাহিদা পূরণের পর এখন দৃষ্টি পুষ্টির দিকে।”

-প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা





## বাণী



খাদ্য অধিদপ্তর ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে জেনে আমি আনন্দিত। খাদ্য অধিদপ্তরের “বার্ষিক প্রতিবেদন” প্রকাশ অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি। বার্ষিক প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্যাবলী ভবিষ্যত পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়ক হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বাংলাদেশের কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে খাদ্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের দায়িত্ব সকল নাগরিকের খাদ্যের মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা।

সরকারের কার্যবিধি অনুযায়ী জাতির জন্য একটি নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব খাদ্য বিভাগের উপর ন্যস্ত। সব সময় সব শ্রেণির নাগরিকের সুস্থ জীবন যাপনে প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। “জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য”- এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিশ্ব খাদ্য শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত খাদ্য নিরাপত্তার সংজ্ঞা অনুযায়ী নতুন খাদ্যনীতি প্রণয়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থাকে সুসংহত করে দরিদ্র ও দুস্থ পরিবারসমূহের জন্য অধিকতর লক্ষ্যমুখী করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী চলমান করোনা মহামারির মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ ও সময়োপযোগী নির্দেশনায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও জাতীয় পর্যায়ে খাদ্যশস্যের সহজলভ্যতা সন্তোষজনকভাবে বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। চলমান করোনা মহামারির পরিপ্রেক্ষিতে সারাদেশে নিয়মিত ওএমএস এর পাশাপাশি বিশেষ ওএমএস, খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি ও অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে নিম্ন আয়ের কর্মহীন মানুষের খাদ্য সহায়তা নিশ্চিত ও বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখা সম্ভব হয়েছে।

“শেখ হাসিনার বাংলাদেশ, ক্ষুধা হবে নিরুদ্দেশ”- শ্লোগানকে সামনে রেখে সারাদেশে হতদরিদ্রদের জন্য ১৫/- টাকা কেজি দরে চাল বিক্রির কার্যক্রম “খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি” চালু রয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৭.৫০ লাখ মে.টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। জনগনের পুষ্টিস্তর উন্নয়নের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে সরকার বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ প্রেক্ষাপটে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সুনির্দিষ্ট টার্গেট গুপ চিহ্নিত করে মাঠ পর্যায়ে পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রম চালু রয়েছে। শিশু ও নারীর পুষ্টি উন্নয়নমুখী কার্যক্রমসমূহ জোরদার করা হয়েছে। অসহায় জনগোষ্ঠীর পুষ্টিবস্থা উন্নয়নের জন্য খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির মাধ্যমে ১৫১টি উপজেলায় ও ভিজিডি কর্মসূচির মাধ্যমে ১৭০টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সরকার টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তুলতে এবং কৃষকের উৎপাদিত ধানের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে বদ্ধ পরিকর। বিগত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বোরো ও আমন সংগ্রহ মৌসুমে অভ্যন্তরীণভাবে ৩.১৭লাখ মে.টন ধান, ১৮.১৩লাখ মে.টন চাল ও ২০ মে.টন গম সংগ্রহ করা হয়েছে। পাশাপাশি ২০২১-২০২২ অর্থবছরে জি টু জি চুক্তির মাধ্যমে ৬.৮৩লাখ মে.টন চাল ও ৫.৪৬লাখ মে.টন গম আমদানি করা হয়েছে। “ডিজিটাল খাদ্যশস্য সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা ও কৃষকের অ্যাপ” এর মাধ্যমে প্রান্তিক কৃষকদের নিকট হতে সরাসরি ধান ক্রয় করে কৃষকদের ধানের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ২৫৬টি উপজেলায় “কৃষকের অ্যাপ” এর মাধ্যমে ধান ক্রয় করা হয়। এ কার্যক্রম সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে।

দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে সারাদেশে খাদ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে খাদ্য মজুত সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণের জন্য নতুন ৭টি আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সরাসরি কৃষকদের নিকট হতে ধান ক্রয়ের লক্ষ্যে ২০০টি ধানের সাইলো নির্মাণের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। প্রতিটি ৫০০০ মে.টন ধারণক্ষমতার ৩০টি সাইলো পাইলটিং আকারে নির্মাণ প্রকল্প ইতোমধ্যে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন (মুজিববর্ষ) উপলক্ষ্যে সরকার দরিদ্র, অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি এবং দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনগোষ্ঠীর নিরাপদ ও আপদকালীন খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ৮টি বিভাগে ২৩টি জেলার ৫৫টি উপজেলায় ৩(তিন) লাখ হাউজহোল্ড সাইলো (পারিবারিক সাইলো) বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

  
সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি







## বাণী



খাদ্য অধিদপ্তর ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও তার অধিনস্ত দপ্তরসমূহ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

জনসাধারণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। সরকারের এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নে খাদ্য অধিদপ্তর নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি এবং চলমান করোনা মহামারির প্রাদুর্ভাবকালীন উদ্ভূত পরিস্থিতিতে খাদ্য অধিদপ্তর সারাদেশে নিয়মিত ওএমএস এর পাশাপাশি বিশেষ ওএমএস, খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি ও অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে অতিদরিদ্র, দুস্থ ও নিম্ন আয়ের কর্মহীন মানুষের খাদ্য সহায়তা নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে।

“শেখ হাসিনার বাংলাদেশ, ক্ষুধা হবে নিরুদ্দেশ”-শ্লোগানকে সামনে রেখে সারাদেশে ২০১৬ সাল থেকে ৫০ লাখ এর অধিক হতদরিদ্র পরিবারের (প্রায় ২ কোটি জনগোষ্ঠী) মাঝে কর্মাভাবকালীন পাঁচমাস (মার্চ-এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বর-নভেম্বর) ১০/- টাকা কেজি দরে মাসে ৩০ কেজি চাল বিতরণ করা হচ্ছে।

সরকারের নিরাপত্তা মজুত গড়ে তোলা ও কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে খাদ্য অধিদপ্তরের সহায়তা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে ৩,১৬,৯৭৬ মে.টন ধান ও ১৮,১২,৫১৮ মে.টন চাল ও ২০ মে.টন গম সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া বৈদেশিক উৎস হতে ৬,৮৩,০৫১ মে.টন চাল ও ৫,৪৬,১১৯ মে.টন গম আমদানি করা হয়েছে। অন্যদিকে গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে ৭,৫০,০৩৭ মে.টন চাল এবং ওএমএস খাতে ৪,৬৬,৫৫৫ মে.টন চাল ও ৪,২২,৬৮৯ মে.টন আটা বিতরণ করা হয়েছে।

দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির মাধ্যমে ২৫১টি উপজেলায় এবং ভিডলিউবি (ভিজিডি) কর্মসূচিতে ১৭০টি উপজেলায় ভিটামিন এ, বি<sub>১</sub>, বি<sub>৬</sub>, ফলিক এসিড, আয়রন ও জিংকসমৃদ্ধ পুষ্টিচাল বিতরণ করা হচ্ছে। খাদ্যবান্ধব, ওএমএস, ভিডলিউবি (ভিজিডি), ভিজিএফ, জিআর ইত্যাদি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি জোরদার করে দেশের খাদ্যশস্যের সরবরাহ ও বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখা সম্ভবপন্ন হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে নানাবিধ উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। খাদ্য মজুত সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণের জন্য নতুন খাদ্যগুদাম নির্মাণ ও আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণ করা হচ্ছে। বিভিন্ন সেবা সহজিকরণ ও উদ্ভাবনী আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে খাদ্য ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন বিভাগ, অনুবিভাগ এবং শাখা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সন্নিবেশ করে আলাদা আলাদা অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। আমার বিশ্বাস, এ প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য থেকে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থাসহ আগ্রহী সকলেই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বর্তমান সরকারের গৃহীত কর্মকান্ড সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবে।

আমি এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

(মোঃ ইসমাইল হোসেন এনভিসি)

সচিব

খাদ্য মন্ত্রণালয়





## বাণী



খাদ্য অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা। প্রতি অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম সংশ্লিষ্টদের অবহিতকরণই এর উদ্দেশ্যে।

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট খাদ্য বিভাগ প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই দরিদ্র জনগণকে স্বল্পমূল্যে খাদ্য সরবরাহ করে আসছে। কৃষকের উৎপাদিত ধান ও গমের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ ছাড়াও বাজারমূল্য স্থিতিশীল রাখতে খাদ্য বিভাগ নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় ২০১৬ সাল থেকে Public Food Distribution System (PFDS) এর আওতায় খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে সারাদেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে ৫০ লাখের অধিক হতদরিদ্র পরিবারের (প্রায় ২ কোটি জনগোষ্ঠী) মাঝে কর্মভাবকালীন পাঁচ মাস (মার্চ-এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বর-নভেম্বর) প্রতিকেজি ১০ টাকা দরে মাসে ৩০ কেজি চাল বিতরণ করা হচ্ছে। এছাড়া দরিদ্র জনগণের স্বল্পমূল্যে খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, বাজারে চাল ও আটার পর্যাপ্ত সরবরাহ এবং বাজারমূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে ওএমএস কার্যক্রমের আওতায় চাল ও আটা বিক্রয় করা হচ্ছে। খোলা আটার পাশাপাশি ২ কেজির প্যাকেটজাত আটাও সাশ্রয়ী মূল্যে ঢাকা শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বিক্রয় করা হচ্ছে।

সরকারের নিরাপত্তা মজুত গড়ে তোলা ও কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে খাদ্য অধিদপ্তর সহায়তা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে ৩,১৬,৯৭৬ মে.টন ধান ১৮,১২,৫১৮ মে.টন চাল ও ২০ মে.টন গম সংগ্রহ করেছে। এছাড়া বৈদেশিক উৎস হতে ৬,৮৩,০৫১ মে.টন চাল ও ৫,৪৬,১১৯ মে.টন গম আমদানি করা হয়েছে।

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি এবং কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট অতিমারীর ফলে ভবিষ্যতে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তর বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এছাড়া খাদ্য বিভাগের কর্মকান্ড ডিজিটলাইজড করা হচ্ছে।

২০২০-২১ অর্থ বছরে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রথম স্থান অধিকার করার ক্ষেত্রে খাদ্য অধিদপ্তরের ডিজিটলাইজেশনসহ গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

খাদ্য অধিদপ্তরের গৃহীত ২০২১-২০২২ অর্থবছরের কার্যক্রম সম্পর্কে সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তথা সকল অংশীজনকে সঠিক তথ্য ও সুস্পষ্ট ধারণা প্রদানে এ প্রতিবেদন সক্ষম হবে। অধিদপ্তরের কার্যক্রম আরও সম্প্রসারিত হোক, ভাবমূর্তি উজ্জল হোক এই কামনার পাশাপাশি এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোঃ শাখাওয়াত হোসেন  
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা





## আমাদের কথা

দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। স্বাধীনতা লাভের পরই আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল দেশমাতৃকা পুনর্গঠনসহ বিদ্যমান জনগোষ্ঠীর খাদ্যের সংস্থান করা। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে উদ্ভূত খাদ্য সমস্যার আশু সমাধান হয়। বাংলাদেশ শগুণে শগুণে উন্নয়নের মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে আজ সম্মানজনক দেশ ও রাষ্ট্র হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে বাংলাদেশের উত্তরণ ঘটেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার মাধ্যমে আরেক ধাপ এগিয়ে যাবে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি। ইতোমধ্যে সরকারের রূপকল্প-২০২১ সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। এটি সম্ভব হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু তনয়া দেশরত্ন শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে, বাংলাদেশের সাহসী এবং অগ্রগতিশীল উন্নয়ন কৌশল গ্রহণের ফলে যা সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কাঠামোগত রূপান্তর ও উল্লেখযোগ্য সামাজিক অগ্রগতির মাধ্যমে বাংলাদেশকে দ্রুত উন্নয়নের পথে নিয়ে এসেছে। ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশে উন্নীত করার অভিপ্রায়ে আসন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকার ইতোমধ্যেই কৌশলগত পরিকল্পনা নির্ধারণ করছে। এরই অংশ হিসেবে সরকার নির্ধারিত টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার কার্যক্রম বাস্তবায়নে খাদ্য অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।

খাদ্য অধিদপ্তরের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন একটি বছরের কার্যক্রমের সামগ্রিক চিত্র। দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দেশে খাদ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে খাদ্য মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য “আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ” প্রকল্পের আওতায় দেশের ৮টি কৌশলগত স্থানে মোট ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫ শত মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার ৭টি আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণ কাজ চলমান আছে। অবশিষ্ট ০১টি সাইলোর নির্মাণ কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। ‘সারাদেশে পুরাতন গুদাম মেরামত ও পুনর্বাসন এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ’ প্রকল্পের আওতায় ৩,২১,২৫০ মে.টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন মোট ৫৫০টি গুদাম মেরামত, ১২টি অফিস, ৬টি বাসা, ১টি ডরমেটরি এবং ১টি রেস্ট হাউজ নতুন নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১৯৮টি গুদাম মেরামত করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে ১১৪টি গুদাম মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

সরাসরি কৃষকদের নিকট হতে ধান ক্রয়ের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে ধান শুকানো ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাসহ প্রতিটি ৫০০০ মে.টন ধারণক্ষমতার পাইলটিং আকারে ৩০টি সাইলো নির্মাণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে। দুর্যোগকালীন সময়ে পারিবারিক পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় দেশের ২৩টি জেলার ৫৫টি উপজেলায় ৩.০০ লক্ষ হাউজহোল্ড সাইলো বিতরণ করা হয়েছে।

খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত কাজের তথ্যাবলি নিয়ে প্রকাশিত ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন, খাদ্য শস্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিবহন, সরবরাহ এবং এর কাঠামোগত উন্নয়নের বিভিন্ন তথ্য স্থান পেয়েছে। ভুল ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল। এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে খাদ্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট সদস্যগণকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

প্রতিবেদনটি সম্পর্কে সকলের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে যা এর মানোন্নয়নে সহায়ক হবে।

মোঃ সেলিমুল আজম  
অতিরিক্ত পরিচালক  
অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ

ও

আহবায়ক  
বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা



## সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	সূচিপত্র	১৫-১৭
	সারণির তালিকা	১৮
	লেখচিত্রের তালিকা	১৯
	আলোকচিত্রের তালিকা	২০
	প্রারম্ভিকা	২১-২২
<b>১.০</b>	<b>সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলি</b>	
১.১	সাংগঠনিক কাঠামো	২৩
১.২	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম	২৪
<b>২.০</b>	<b>মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা</b>	
২.১	<b>প্রশাসন বিভাগঃ</b>	২৬
২.১.১	অর্গানোগ্রাম	২৬
২.১.২	সংস্থাপন শাখাঃ	২৬
২.১.২.১	খাদ্য অধিদপ্তরের জনবল সংক্রান্ত তথ্য	২৬
২.১.২.২	খাদ্য অধিদপ্তরের জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য	২৭
২.১.২.৩	বিভিন্ন স্থাপনায় পদ সৃজনের কার্যক্রম	২৯
২.১.২.৪	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২	৩০
২.১.২.৫	মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গৃহিত কার্যক্রম	৩০
২.১.২.৬	কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকার সংক্রান্ত সরকারি সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি	৩০
২.১.৩	তদন্ত ও মামলা শাখাঃ	৩১
২.১.৪	বেতন, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ (পিপিটি) শাখাঃ	৩২
২.২	<b>প্রশিক্ষণ বিভাগঃ</b>	৩৩
২.২.১	অর্গানোগ্রাম	৩৩
২.২.২	বিভাগ পরিচিতি	৩৩
২.২.৩	প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য	৩৩
২.২.৪	প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন পদ্ধতি	৩৩
২.২.৫	বিভাগের কর্মকান্ড	৩৪
২.২.৬	প্রশিক্ষক	৩৫
২.২.৭	করোনাকালীন কর্মকান্ড	৩৫
<b>৩.০</b>	<b>খাদ্য পরিস্থিতি (২০২১-২০২২)</b>	৩৬
৩.১	উৎপাদন ও সরবরাহ পরিস্থিতি	৩৬
৩.২	খাদ্যশস্যের মূল্য পরিস্থিতি	৩৭
৩.২.১	অভ্যন্তরীণ মূল্য পরিস্থিতি	৩৭
৩.২.২	আন্তর্জাতিক মূল্য পরিস্থিতি	৩৯
<b>৪.০</b>	<b>সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনা</b>	
৪.১	<b>সংগ্রহ বিভাগঃ</b>	৪১
৪.১.১	অর্গানোগ্রাম	৪১
৪.১.২	সংগ্রহ বিভাগের কার্যক্রম	৪১
৪.১.৩	২০২০-২০২১ অর্থবছরে সংগ্রহ বিভাগ হতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	৪১
৪.১.৪	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা	৪২
৪.১.৫	বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের সংগ্রহ চিত্র	৪২
৪.২	<b>সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগঃ</b>	৪৪
৪.২.১	অর্গানোগ্রাম	৪৪
৪.২.২	সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ ব্যবস্থা (PFDS)	৪৪
৪.২.৩	আর্থিক খাত	৪৪
৪.২.৩.১	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচী	৪৪

## সূচিপত্র

	৪.২.৩.২ খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয়	৪৫
	৪.২.৩.৩ প্যাকেট আটা বিক্রয়	৪৫
	৪.২.৩.৪ এলইআই খাতে খাদ্যশস্য সরবরাহ	৪৫
	৪.২.৪ অ-আর্থিক (Non-Monetized) খাতে বিতরণ	৪৫
	৪.২.৫ মাসভিত্তিক চাল ও আটার বাজার দর	৪৭
	৪.২.৬ পুষ্টিচাল বিতরণ	৪৮
	৪.২.৬.১ মুজিববর্ষে পুষ্টিচাল বিতরণ	৪৮
	৪.২.৬.২ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে পুষ্টিচাল বিতরণ	৪৮
<b>৪.৩</b>	<b>চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগঃ</b>	
	৪.৩.১ অর্গানোগ্রাম	৪৯
	৪.৩.২ চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ	৪৯
	৪.৩.৩ চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগের মঞ্জুরিকৃত পদ, কর্মরত পদ ও শূণ্য পদের তথ্য	৪৯
	৪.৩.৪ সরকারি গুদাম ও সাইলোসমূহের ধারণক্ষমতা	৫০
	৪.৩.৫ খাদ্যশস্য পরিবহন ঠিকাদারের সংখ্যা	৫০
	৪.৩.৬ খাদ্যশস্য পরিবহন	৫১
	৪.৩.৭ চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে আমদানিকৃত গম খালাসের তথ্য	৫২
	৪.৩.৮ খাদ্যশস্য মজুত	৫২
	৪.৩.৯ গুদাম ভাড়া প্রদান	৫৩
	৪.৩.১০ সফটওয়্যার এর মাধ্যমে খাদ্যশস্যের চলাচলসূচি জারি	৫৪
<b>৪.৪</b>	<b>পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা বিভাগঃ</b>	৫৫
	৪.৪.১ অর্গানোগ্রাম	৫৫
	৪.৪.২ পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা কার্যক্রম	৫৫
	৪.৪.২.১ খাদ্যশস্য পরীক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ	৫৫
	৪.৪.২.২ বস্তার ময়েশচার মিটার ক্রয়	৫৫
	৪.৪.২.৩ আনলোডার ক্রয়	৫৫
	৪.৪.২.৪ কাঠের ডানেজ ক্রয়	৫৫
	৪.৪.২.৫ ইলেকট্রনিক প্লাটফর্ম স্কেল এবং ডিজিটাল স্কেল রক্ষণাবেক্ষণ	৫৬
	৪.৪.২.৬ নতুন লিফট স্থাপন	৫৬
	৪.৪.২.৭ আশুগঞ্জ সাইলোর পুরাতন জেটি অপসারণ	৫৬
	৪.৪.২.৮ সেলাই মেশিন ও এর খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়	৫৬
<b>৪.৫</b>	<b>নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিটঃ</b>	৫৭
	৪.৫.১ অর্গানোগ্রাম	৫৭
	৪.৫.২ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিটের (খাদ্য অধিদপ্তর, বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ের) জনবলের বর্তমান অবস্থা	৫৭
	৪.৫.৩ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিটের কার্যাবলী	৫৭
<b>৫.০</b>	<b>নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিটের আওতায় উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ</b>	৫৮
	৫.১ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ	৫৮
	৫.১.১ আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ প্রকল্প	৫৮
	৫.১.২ সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ	৫৮
	৫.১.৩ খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রিমিক্স কার্নেল মেশিন ও ল্যাবরেটরী স্থাপন এবং অবকাঠামো নির্মাণ	৫৯
	৫.১.৪ দেশের বিভিন্ন স্থানে ধান শুকানো, সংরক্ষণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ আধুনিক ধানের সাইলো নির্মাণ (প্রথম ৩০টি সাইলো নির্মাণ পাইলট প্রকল্প)	৫৯
	৫.১.৫ দেশের বিভিন্ন স্থানে বসবাসরত দরিদ্র, অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনগোষ্ঠীর নিরাপদ খাদ্য সংরক্ষণের জন্য হাউজহোল্ড সাইলো সরবরাহ	৫৯
	৫.১.৬ অননুমোদিত নতুন (পাইপলাইন) প্রকল্প	৫৯
	৫.১.৭ দেশের বিভিন্ন কৌশলগত স্থানে নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ	৫৯



## সূচিপত্র

৬.০	হিসাব ও অর্থ বিভাগ	৬০
৬.১	অর্গানোগ্রাম	৬০
৬.২	বাজেট ব্যবস্থাপনা	৬০
	৬.২.১ খাদ্য অধিদপ্তরের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বাজেট সার-সংক্ষেপ	৬০
	৬.২.২ খাদ্য বাজেটের আওতায় খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণ/বিপণন, লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন	৬২
৭.০	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ	
৭.১	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের অর্গানোগ্রাম	৬৪
৭.২	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের কার্যক্রম	৬৪
৭.৩	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের জনবল ও নিরীক্ষা দল গঠন	৬৪
৭.৪	অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার তৈরী	৬৫
৮.০	এমআইএসএন্ডএম বিভাগ	৬৬
৮.১	এমআইএসএন্ডএম বিভাগের অর্গানোগ্রাম	৬৬
৮.২	এমআইএসএন্ডএম বিভাগের কার্যক্রম	৬৬
	৮.২.১ দৈনিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ	৬৬
	৮.২.২ সাপ্তাহিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ	৬৭
	৮.২.৩ মাসিক প্রতিবেদন	৬৭
	৮.২.৪ আমদানি প্রতিবেদন	৬৭
	৮.২.৪.১ সরকারি চাল ও গম আমদানি	৬৭
	৮.২.৪.২ এলসির মাধ্যমে (নন বাসমতি) চাল আমদানি	৬৭
	৮.২.৪.৩ বেসরকারি চাল ও গম আমদানির তথ্য সংরক্ষণ	৬৭
	৮.২.৫ বিশেষ প্রতিবেদন	৬৭
	৮.২.৬ কেন্দ্রীয় পত্র গ্রহণ ও প্রেরণ শাখা	৬৭
	৮.২.৭ খাদ্য বিভাগীয় কল্যাণ তহবিল	৬৭
	৮.২.৮ কন্ট্রোল রুম	৬৮
৯.০	বাণিজ্যিক হিসাব নিরীক্ষা শাখা	৬৮
৯.১	বাণিজ্যিক নিরীক্ষার কার্যক্রম	৬৮
৯.২	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ও অডিট কার্যক্রম সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম	৬৮
৯.৩	দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি	৬৮
৯.৪	এক্সটার্নাল অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার (EAMS)	৭০
১০.০	আইসিটি কার্যক্রম	৭২
১০.১	কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিটের অর্গানোগ্রাম	৭২
১০.২	কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট	৭২
১০.৩	ইনোভেশন কার্যক্রম	৭৩
১১.০	আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ প্রকল্প এর অগ্রগতি	৭৫-৭৮
১২.০	“সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ (২য় সংশোধিত)” প্রকল্প এর হালনাগাদ অগ্রগতি	৭৯-৮১
১৩.০	খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রিমিক্স কার্নেল মেশিন ও ল্যাবরেটরী স্থাপন এবং অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প এর হালনাগাদ অগ্রগতি	৮২
	১৩.১ কেন এই প্রকল্প	৮২
	১৩.২ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	৮২
	১৩.৩ প্রকল্পের অধীন বাস্তবায়িত প্রধান অঙ্গসমূহ ও বাস্তব অগ্রগতি	৮২
	১৩.৪ কার্নেল তৈরীর কারিগরী পদ্ধতি	৮৩
১৪.০	Smart Bangladesh and Food security	৮৬
১৫.০	Climate Change and Food Security	৮৭-৮৯
১৬.০	শব্দ সংক্ষেপ (Abbreviations)	৯০-৯১

## সারণির তালিকা

সারণি	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মঞ্জুরিকৃত পদসংখ্যা	২৫
০২	খাদ্য অধিদপ্তরের মঞ্জুরিকৃত, কর্মরত ও শূণ্যপদ সংখ্যা	২৬
০৩	২০২১-২০২২ অর্থবছরে নিয়োগের জন্য পিএসসিতে চাহিদা প্রেরণ	২৭
০৪	২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১ম শ্রেণি ক্যাডার, ১ম শ্রেণি নন-ক্যাডার, ২য় শ্রেণি, ৩য় শ্রেণির পদোন্নতির তথ্য	২৮
০৫	২০২১-২০২২ অর্থবছরে যে সকল স্থাপনাসমূহের পদ সৃজনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার তালিকা	২৯
০৬	২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিভাগীয় মামলা ব্যতীত অন্যান্য চলমান মামলার তথ্য	৩১
০৭	২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ বিভাগের বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনার বাস্তবায়ন	৩৪
০৮	অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য উৎপাদন	৩৬
০৯	মোট চাল, গম ও আটার খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য	৩৭
১০	আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য পরিস্থিতি ২০২১-২০২২	৩৯
১১	বিগত ৫ বছরের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সূত্র হতে সংগৃহীত চাল ও গমের তথ্য	৪২
১২	পিএফডিএস খাতে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের বাজেট ও বিলি-বিতরণ	৪৬
১৩	২০২১-২০২২ অর্থবছরে পরিবহণ ঠিকাদারের সংখ্যা	৫০
১৪	চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে আমদানিকৃত গম খালাসের তথ্য	৫২
১৫	২০২১-২০২২ অর্থবছরে মাসওয়ারি খাদ্যশস্যের মজুত	৫২
১৬	বিভিন্ন সংস্থার নিকট ভাড়া প্রদানকৃত গুদামসমূহের তথ্য	৫৩
১৭	ব্যয় বাজেট (২০২১-২০২২)	৬০
১৮	প্রাপ্তি বাজেট (২০২১-২০২২)	৬১
১৯	খাদ্য বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জন (২০২১-২০২২)	৬২
২০	২০২১-২০২২ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত নিরীক্ষা কার্যক্রম	৬৪
২১	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থবছরে কার্যাবলীর বার্ষিক প্রতিবেদন	৬৫
২২	অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারে বিভাগওয়ারী আপলোডের তথ্য নিম্নে দেয়া হলো	৬৫
২৩	২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রম	৬৮
২৪	খাদ্য অধিদপ্তরের দ্বিপক্ষীয় সভায় ২০২০-২০২১ ও ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের তুলনামূলক বিবরণী	৬৯
২৫	খাদ্য অধিদপ্তরের ত্রিপক্ষীয় সভায় ২০২০-২০২১ ও ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের তুলনামূলক বিবরণী	৬৯

## লেখচিত্রের তালিকা

লেখচিত্র	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	খাদ্য অধিদপ্তরের জনবল সংক্রান্ত তথ্য	২৭
০২	খাদ্য অধিদপ্তরের পদোন্নতি সংক্রান্ত তথ্য	২৯
০৩	বিভাগীয় মামলা ছাড়া অন্যান্য চলমান মামলার তথ্য	৩২
০৪	২০২১-২০২২ অর্থবছরের পিপিটি শাখার কার্যক্রম	৩২
০৫	২০২১-২০২২ অর্থবছরের পূর্ববর্তী ৫ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য	৩৫
০৬	২০২১-২০২২ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের আনুপাতিক উৎপাদন পরিস্থিতি	৩৭
০৭	মোট চালের খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় বাজার দর	৩৮
০৮	গমের খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য	৩৮
০৯	খোলা আটার খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় বাজার দর	৩৯
১০	চালের আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য পরিস্থিতি ২০২১-২০২২	৪১
১১	গমের আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য পরিস্থিতি ২০২১-২০২২	৪১
১২	খাদ্যশস্য সংগ্রহের চিত্র ২০২১-২০২২	৪২
১৩	অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে চাল সংগ্রহের চিত্র	৪৩
১৪	অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে গম সংগ্রহের চিত্র	৪৩
১৫	২০২১-২০২২ অর্থবছরের আর্থিক খাতে বিতরণ	৪৬
১৬	২০২১-২০২২ অর্থবছরের অ-আর্থিক খাতে বিতরণ	৪৭
১৭	২০২১-২০২২ অর্থবছরে মাস ভিত্তিক চাল ও আটার গড় বাজার দর	৪৭
১৮	২০২১-২০২২ অর্থবছরের পরিবহন ঠিকাদারের সংখ্যা	৫১
১৯	২০২১-২০২২ অর্থবছরে কেন্দ্রীয়ভাবে খাদ্যশস্য পরিবহনের পরিমাণ	৫১
২০	২০২১-২০২২ অর্থবছরে মাসওয়ারি খাদ্যশস্যের মজুত	৫৩
২১	বিভিন্ন সংস্থার নিকট ভাড়া প্রদানকৃত গুদামসমূহের তথ্য	৫৪
২২	ব্যয় বাজেটের তুলনামূলক চিত্র	৬১
২৩	প্রাপ্তি বাজেটের তুলনামূলক চিত্র	৬১
২৪	খাদ্য বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন (সংগ্রহ)	৬৩
২৫	খাদ্য বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন (বিতরণ)	৬৩
২৬	অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারে বিভাগওয়ারী আপত্তি আপলোডের তথ্য	৬৫
২৭	ত্রিপক্ষীয় সভায় ২০২০-২০২১ ও ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের তুলনামূলক চিত্র	৬৯

## আলোকচিত্রের তালিকা

চিত্র	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	এক্সটার্নাল অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারের (EAMS) লগইন পেইজ	৭০
০২	এক্সটার্নাল অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারের (EAMS) ড্যাসবোর্ডের চিত্র	৭০
০৩	এক্সটার্নাল অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারে (EAMS) প্রদর্শিত আপত্তির তালিকা	৭১
০৪	এক্সটার্নাল অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার (EAMS) বিষয়ে চলমান প্রশিক্ষণ কোর্সের চিত্র	৭১
০৫	এক্সটার্নাল অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার (EAMS) বিষয়ে প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদ বিতরণ	৭১
০৬	খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট	৭৩
০৭	অফিস ভবন নির্মাণ, ময়মনসিংহ সিএসডি, ময়মনসিংহ	৭৯
০৮	সাইলো ভবন মেরামত, নারায়ণগঞ্জ সাইলো, নারায়ণগঞ্জ	৭৯
০৯	অভ্যন্তরীণ আরসিসি রাস্তা নির্মাণ, মুলাডুলি সিএসডি, পাবনা	৮০
১০	খাদ্য গুদাম মেরামত, টেকেরহাট এলএসডি, মাদারীপুর	৮০
১১	অফিস ভবন নির্মাণ, হাতিয়া এলএসডি, নোয়াখালী	৮০
১২	আরসিসি রাস্তা ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, কানাইঘাট এলএসডি, সিলেট	৮১
১৩	ড্রাই ইয়ার্ড নির্মাণ, বুহিয়া এলএসডি, ঠাকুরগাঁও	৮১
১৪	অফিস ভবন নির্মাণ, মুলাডুলি সিএসডি, পাবনা	৮১
১৫	কার্নেল ফ্যাক্টরী ভবন (১)	৮৪
১৬	কার্নেল ফ্যাক্টরী ভবন (২)	৮৫
১৭	কার্নেল ফ্যাক্টরী ভবন (৩)	৮৫
১৮	জাতির পিতার ৪৬তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী	৯২
১৯	জাতির পিতার ৪৬তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ	৯২
২০	জাতির পিতার ৪৬তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে দরিদ্র জনতার মাঝে খাদ্য বিতরণ করছেন মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী	৯২
২১	২৫০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতাসমপন্ন মাল্টিস্টোরিড ওয়ারহাউস, সান্তাহার, বগুড়া (ফ্রন্ট ভিউ)	৯৩
২২	২৫০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতাসমপন্ন মাল্টিস্টোরিড ওয়ারহাউস, সান্তাহার, বগুড়া (সাইড ভিউ)	৯৩
২৩	২৫০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতাসমপন্ন মাল্টিস্টোরিড ওয়ারহাউস, সান্তাহার, বগুড়া (টপ ভিউ)	৯৩
২৪	সারাদেশে ওএমএস এবং প্যাকেট আটা বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী	৯৪
২৫	ট্রাকসেলের মাধ্যমে ওএমএস এর চাল বিতরণ	৯৪
২৬	ওএমএস এর দোকান থেকে চাল নিতে ক্রেতাদের দীর্ঘ সারি	৯৪

শেখ হাসিনার বাংলাদেশ, ক্ষুধা হবে নিরুদ্দেশ

## প্রারম্ভিকা

১৯৪৩ সালে বাংলায় দুর্ভিক্ষ মোকাবেলার জন্য তৎকালীন প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক বেঙ্গল রেশনিং অর্ডারের দ্বারা ‘বেঙ্গল সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট’ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে ফুড ও সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করে অধিদপ্তরকে এই মন্ত্রণালয়ের আওতায় নিয়ে আসা হয় এবং পূর্ণাঙ্গ খাদ্য অধিদপ্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এরপর খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় এবং সর্বশেষ ২০১২ সালে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়কে আলাদা করে খাদ্য অধিদপ্তরকে নিয়ে খাদ্য মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক সংস্কার ও পূর্ণগঠনের ফলে খাদ্য বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও কার্যপদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। খাদ্য বিভাগের হিসাব সংরক্ষণ ও রিপোর্টিং পদ্ধতির সংস্কারের সাথে সাথে সামগ্রিক কার্যধারায় দক্ষতার ছাপ স্পষ্ট হতে থাকে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে খাদ্যশস্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিবহন ও বিলি বিতরণের কাজ খাদ্য বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করে যাচ্ছে। বর্তমানে খাদ্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের একটিতে পরিণত হয়েছে।

অতীতে বাংলাদেশ ছিল একটি খাদ্য ঘাটতির দেশ। এ ঘাটতি মেটাতে হয়েছে বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানির মাধ্যমে। সেটা ছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট অত্যন্ত পীড়াদায়ক। তাই তিনি বলেছিলেন, ‘খাদ্যের জন্য অন্যের উপর নির্ভর করলে চলবে না। আমাদের নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য নিজেদেরই উৎপাদন করতে হবে। আমরা কেন অন্যের কাছে ভিক্ষা চাইব। আমাদের উর্বর জমি, আমাদের অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদ, আমাদের পরিশ্রমী মানুষ, আমাদের গবেষণা সম্প্রসারণ কাজের সমন্বয় করে আমরা খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করব।’

খাদ্য অধিদপ্তরের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন একটি বছরের কার্যক্রমের সামগ্রিক চিত্র। খাদ্য অধিদপ্তরের কাজ মূলত দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে সরকারি সংরক্ষণাগারে তা মজুত করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন খাতে বিতরণ করা, খাদ্যশস্যের বাজার স্থিতিশীল রাখা, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদানুযায়ী স্বল্পমূল্যে খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, আপদকালে খাদ্য সহায়তা প্রদান এবং উদ্বৃত্ত অঞ্চল হতে ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্যশস্য প্রেরণ, কৃষকের নিকট হতে মূল্য সহায়তার মাধ্যমে ধান ও গম ক্রয় এবং চালকল মালিকের নিকট হতে চাল সরকারি খাদ্য গুদামে অভ্যন্তরীণভাবে সংগ্রহ করা। এছাড়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য কারণে দেশে খাদ্যশস্যের ঘাটতি হলে তা আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে খাদ্য বিভাগ কর্তৃক ৩.১৭ লাখ মে.টন ধান, ১৮.১৩ লাখ মে.টন চাল ও ২০ মে.টন গম অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সংগ্রহ করা হয়। বৈদেশিক উৎস হতে সরকারিভাবে ৬.৮৩ লাখ মে.টন চাল এবং ৫.৪৬ লাখ মে.টন গম এবং বেসরকারিভাবে ৩.০৪ লাখ মে.টন চাল এবং ৩৪.৬৬ লাখ মে.টন গম আমদানি করা হয়। সরকারি ও বেসরকারিভাবে সর্বমোট ৯.৮৭ লাখ মে. টন চাল এবং প্রায় ৪০.১২ লাখ মে.টন গম আমদানি করা হয়। অর্থাৎ দেশে সর্বমোট প্রায় ৪৯.৯৯ লাখ মে.টন খাদ্যশস্য ২০২১-২০২২ অর্থবছরে আমদানি করা হয়।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২ এ উল্লেখিত “ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন” নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার গৃহীত বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির (ওএমএস, খাদ্য বান্ধব, ভিজিডি ইত্যাদি) আওতায় এবং বিভিন্ন চ্যানেলে (ইপি, ওপি, জিআর ইত্যাদি) ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রায় ৩০.৭৮ লাখ মে.টন খাদ্যশস্য বিভিন্ন খাতে বিতরণ করা হয়, যার মধ্যে চাল ২৪.০৯ লাখ মে.টন এবং গম ৬.৬৯ লাখ মে.টন। জনগনের পুষ্টিস্তর উন্নয়নের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে সরকার বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ প্রেক্ষাপটে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সুনির্দিষ্ট টার্গেট গুপ চিহ্নিত করে মাঠ পর্যায়ে পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রম খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। শিশু ও নারীর পুষ্টি উন্নয়নমুখী কার্যক্রমসমূহ জোরদার করা হয়েছে। অসহায় জনগোষ্ঠীর পুষ্টিবস্থা উন্নয়নের জন্য খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির মাধ্যমে ২৫১টি উপজেলায় ও ভিজিডি কর্মসূচির মাধ্যমে ১৭০টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণের কার্যক্রম খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে।

উদ্বৃত্ত অঞ্চল হতে ঘাটতি অঞ্চলে এবং আমদানিকৃত খাদ্যশস্য পোর্ট হতে দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক, নৌ ও রেল পথে পরিবাহিত হয়, যার মধ্যে চাল ৯.২৭ লাখ মে.টন এবং গম ৮.৫৯ লাখ মে.টন। রেল পথে ৫.০২%, নৌ পথে ৩১.৬৪% এবং সড়ক পথে ৬৩.৩৪% খাদ্যশস্য ২০২১-২০২২ অর্থবছরে খাদ্য বিভাগের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সরকারি গুদামে সর্বোচ্চ মজুত ছিল ২০.০১ লাখ মে. টন এবং সর্বনিম্ন ১১.৬৮ লাখ মে. টন। বিগত এক বছরে জুলাই/২১ এর তুলনায় জুন/২২ এ আন্তর্জাতিক বাজারে চালের রপ্তানি মূল্য রপ্তানিকারক দেশ ও প্রকারভেদে বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তবে গম রপ্তানিকারক দেশ রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে গত এক বছরে গমের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে জুলাই/২১ এর তুলনায় জুন/২০২২ এ থাই ৫% সিদ্ধ চাল (এফ.ও.বি ব্যাংকক), ৫% আতপ চাল (ভিয়েতনাম), ৫% সিদ্ধ চাল (ভারত) এবং ৫% সিদ্ধ চাল (পাকিস্তান) এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ৬.২৬%, ২.৭৮%, ০.২৭% এবং ০.৯৮%। একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের (লাল নরম গম), ইউক্রেন ও রাশিয়ার গমের রপ্তানি (এফ.ও.বি) মূল্য যথাক্রমে প্রায় ৯১.২৩%, ৭৯.৯১% ও ৭৫.৫১% বৃদ্ধি পেয়েছে।

দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দেশে খাদ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে খাদ্য মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য “আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ” প্রকল্পের আওতায় দেশের ৮টি কৌশলগত স্থানে [চট্টগ্রাম, আশুগঞ্জ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মধুপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল এবং খুলনা (মহেশ্বরপাশা)] মোট ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫ শত মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার ৭টি আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণ কাজ চলমান আছে। অবশিষ্ট ০১টি সাইলোর নির্মাণ কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। চলমান ০৭টি সাইলো নির্মাণ কাজের গড় অগ্রগতি ৪৩.৫৬%। প্রকল্পের মেয়াদ অক্টোবর/২০২৩ পর্যন্ত বলবৎ আছে।

‘সারাদেশে পুরাতন গুদাম মেরামত ও পুনর্বাসন এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ’ প্রকল্পের আওতায় ৩,২১,২৫০ মে.টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন মোট ৫৫০টি গুদাম মেরামত, ১২টি অফিস, ৬টি বাসা, ১টি ডরমেটরি এবং ১টি রেস্ট হাউজ নতুন নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১৯৮টি গুদাম মেরামত করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে ১১৪টি গুদাম মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

দুর্যোগকালীন সময়ে পারিবারিক পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে গত ৬ মে, ২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় পাঁচ লাখ পারিবারিক সাইলো বিতরণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন। দরিদ্র, অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি এবং দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনগোষ্ঠির নিরাপদ ও আপদকালীন খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ৮টি বিভাগে ২৩টি জেলার ৫৫টি উপজেলায় ৩(তিন) লাখ হাউজহোল্ড সাইলো (পারিবারিক সাইলো) বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন রয়েছে।

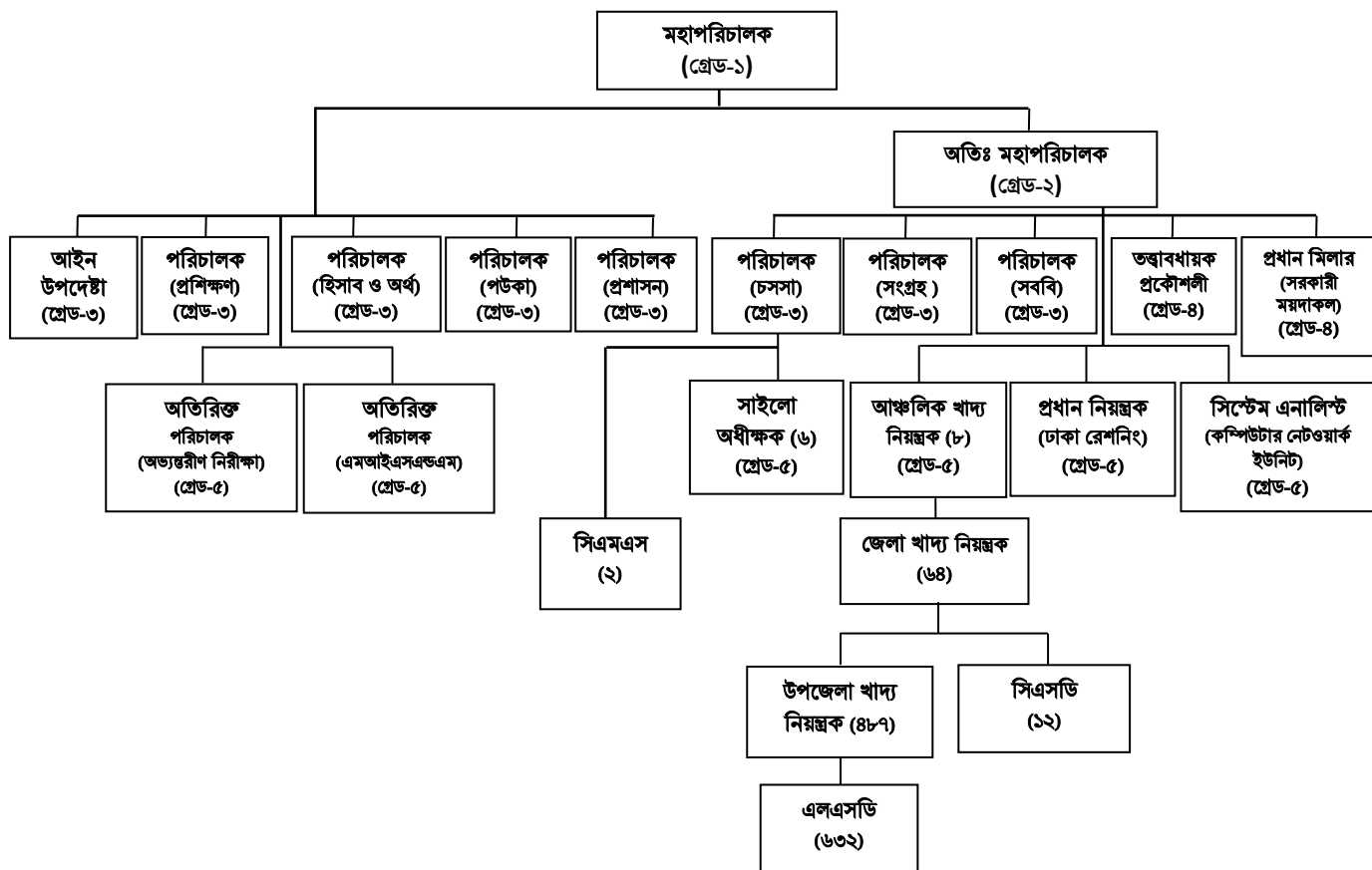
সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে খাদ্য অধিদপ্তরে ই-ফাইলিং সিস্টেম চালু রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের ‘ডিজিটাল-বাংলাদেশ’ রূপকল্প বাস্তবায়নের ধারায় বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমসমূহকে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর অনলাইন খাদ্য মজুত ও মনিটরিং ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্পের আওতায় Food Stock and Market Monitoring System (Package DG-27a) চালুকরার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিগত ২৪/০৬/২০২১ তারিখ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এটি বাস্তবায়িত হলে খাদ্য ব্যবস্থাপনায় আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ছোঁয়া লাগবে, পরিবর্তন আসবে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর LICT প্রকল্পের সহযোগিতায় মিলারদের নিকট হতে চাল এবং প্রকৃত কৃষকের নিকট হতে ধান ও গম সংগ্রহের অনলাইন ভিত্তিক সফটওয়্যার প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান আছে। এটি বাস্তবায়িত হলে মধ্যস্থত্বভোগীর দৌরাভ্য হ্রাস পাবে। ফলে প্রকৃত কৃষক উপকৃত হবে এবং সংগ্রহ কার্যক্রমে আরো স্বচ্ছতা আসবে।

দেশের ক্রমবর্ধিত জনসংখ্যার সাথে সংগতিপূর্ণভাবে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার খাদ্যশস্য সংরক্ষণের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছে। এ লক্ষ্যে ৩টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ এগিয়ে চলেছে এবং ধারণক্ষমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

## ১.০ সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলি

### ১.১ সাংগঠনিক কাঠামোঃ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময় ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলায় ভয়াবহ দূর্ভিক্ষ (Great Bengal Famine) মোকাবেলায় বেঙ্গল সিভিল সাপ্লাই বিভাগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হলে খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ (Food & Civil Supply Dept.) বিভাগ নামে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এ বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৫৬ সালে খাদ্য বিভাগের স্থায়ী কাঠামো প্রদান করা হলেও, সরবরাহ, বণ্টন ও রেশনিং, সংগ্রহ, চলাচল ও সংরক্ষণ, পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি পরিদপ্তর পৃথকভাবে কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে সকল পরিদপ্তর একীভূত হয়ে বর্তমান সময়ের পুনর্গঠিত খাদ্য অধিদপ্তর (Directorate General of Food) প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং নিম্নরূপ সাংগঠনিক কাঠামোতে পুনঃবিন্যস্ত হয়। নব্বই দশকের শেষভাগে প্রশিক্ষণ বিভাগ নামে নতুন একটি বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তরে সংযোজিত হয়। তাছাড়া বিভিন্ন সময় নতুনভাবে প্রশাসনিক বিভাগ ও উপজেলা সৃষ্টি হওয়ায় খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারিত হয়।



মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী হিসেবে সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন। মহাপরিচালকের অধীনে ১জন অতিরিক্ত মহাপরিচালক অপারেশনাল কর্মকান্ডে সহায়তা করেন। মহাপরিচালকের বিভিন্নমুখী কর্মকান্ডে অধিদপ্তরের ৭টি বিভাগে ৭ জন পরিচালক সহায়তা করে থাকেন। খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ মহাপরিচালকের অধীনে অর্পিত নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পাদন করেন। মাঠ পর্যায়ে খাদ্য ব্যবস্থাপনার সার্বিক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য দেশের প্রশাসনিক বিভাগের সাথে সঙ্গতি রেখে সারাদেশকে ৮টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। অঞ্চল তথা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ এবং জেলাসমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ। প্রতি উপজেলায় ১ জন করে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক নিয়োজিত আছেন। সারা দেশের কৌশলগত স্থানে সাইলো, সিএসডি এবং দেশের প্রায় সকল উপজেলায় কমপক্ষে ১টি এলএসডি, গুরুত্বপূর্ণ উপজেলায় দুই বা ততোধিক এলএসডি'র মাধ্যমে খাদ্য ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক ও অপারেশনাল কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়।

## ১.২ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম

### লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- জরুরি গ্রাহকদের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা (খাদ্যশস্য আমদানি ও রেশন);
- আপদকালীন মজুত গড়ে তোলা (নিরাপত্তা মজুত);
- খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জনে সহায়তা করা (অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ);
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর চাহিদা পূরণ করা (ভিজিডি, ভিজিএফ, কাবিখা ও টিআর);
- মূল্য স্থিতিশীলতা অর্জন করা (ওএমএস ও খাদ্য বান্ধব কর্মসূচী);
- কার্যকর ও নির্ভরযোগ্য খাদ্য সংগ্রহ, সরবরাহ এবং বিতরণ ব্যবস্থাপনা;
- কৃষক এবং ভোক্তা-বান্ধব খাদ্য মূল্য কাঠামো অর্জন;
- কার্যকর ও যুগোপযোগী খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা/পদ্ধতি প্রবর্তন;
- খরা ও দুর্ভিক্ষ এবং খাদ্য সংকট পরিস্থিতি মোকাবেলার সফল ব্যবস্থাপনা;
- দরিদ্র ও সামাজিকভাবে বঞ্চিত জনগণকে খাদ্য সংগ্রহে সহায়তা প্রদান;
- খাদ্য নিরাপত্তা নীতিকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা/ত্রাণ বিতরণ ব্যবস্থাপনার সাথে সমন্বিতকরণ;
- লক্ষ্যভিত্তিক খাতে জনসাধারণের কাছে খাদ্যশস্য যথাসময়ে পৌঁছানো; এবং
- পেশাদারি, সক্ষম এবং দক্ষ কর্মীবাহিনী গড়ে তোলা।

### কার্যক্রমঃ

- দেশের সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা ও তা পরিচালনা করা;
- জাতীয় খাদ্য নীতির কলাকৌশল বাস্তবায়ন করা;
- নির্ভরশীল জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করা;
- নিরবচ্ছিন্ন খাদ্যশস্যের সরবরাহ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা;
- খাদ্য খাতে বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক প্রকল্প (স্কীম) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
- দেশে খাদ্যশস্য ও খাদ্য দ্রব্যের সরবরাহ পরিস্থিতির উপর নজর রাখা;
- খাদ্যশস্য সংগ্রহ এবং বিতরণ ব্যবস্থাসহ অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী যেমন- চিনি, ভোজ্য তেল, লবণ ইত্যাদির সরবরাহ ও মূল্য পরিস্থিতির উপর নজর রাখা;
- রেশনিং এবং অন্যান্য বিতরণ খাতে খাদ্য সামগ্রীর বিতরণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- খাদ্যশস্যের বাজার দরের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- গুণগত মানের পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যের মজুত ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা;
- খাদ্য বাজেট, হিসাব ও অর্থ, খাদ্য পরিকল্পনা, গবেষণা এবং পরিবীক্ষণ (মনিটরিং) সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন করা;
- উৎপাদকগণের উৎপাদিত খাদ্যশস্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এবং
- এ অধিদপ্তরের উপর অর্পিত যে কোন বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান পরিচালনা করা।



## সারণি ০১: খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর মঞ্জুরিকৃত পদ সংখ্যা

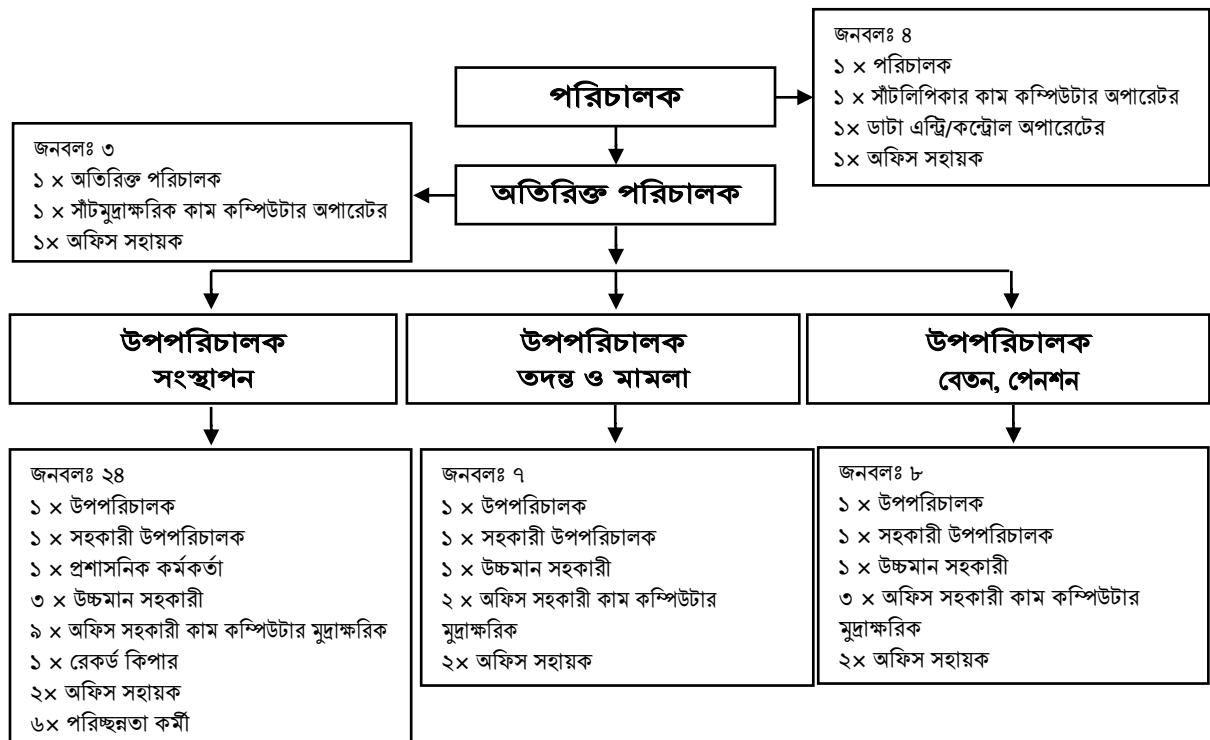
ক্রমিক নং	পদ নাম	পদ সংখ্যা
১	মহাপরিচালক (গ্রেড-১)	১
২	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (গ্রেড-২)	১
৩	আইন উপদেষ্টা (গ্রেড-৩)	১
৪	পরিচালক (গ্রেড-৩)	৭
৫	প্রধান মিলার (গ্রেড-৪)	১
৬	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (গ্রেড-৪)	১
৭	অতিরিক্ত পরিচালক (গ্রেড-৫)	৮
৮	প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং (গ্রেড-৫)	১
৯	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (গ্রেড-৫)	৮
১০	সাইলো অধীক্ষক (গ্রেড-৫)	৬
১১	নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর) (গ্রেড-৫)	২
১২	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক/উপপরিচালক/উপপরিচালক (কারিগরি)/সহকারি আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সিনিয়র ইনস্পেক্টর (গ্রেড-৬)	১০৩
১৩	রক্ষণ প্রকৌশলী (গ্রেড-৬)	৬
১৪	উপবিভাগীয় প্রকৌশলী (গ্রেড-৬)	৪
১২	সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ ইনস্পেক্টর /ম্যানেজার সিএসডি/নির্বাহী কর্মকর্তা(মিল)/প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সাইলো) (গ্রেড-৬)	৭১
১৩	সহকারী রক্ষণ প্রকৌশলী/সহকারি পরিচালক/ম্যানেজার পিইউপি/সহকারি প্রধান মিলার (গ্রেড-৬)	২৪
১৪	সিস্টেম এনালিস্ট (গ্রেড-৫)	১
১৫	প্রোগ্রামার (গ্রেড-৬)	১
১৬	সহকারী প্রোগ্রামার (গ্রেড-৬)	৩
১৭	রসায়নবিদ (গ্রেড-৬)	১
১৮	সহকারী রসায়নবিদ (গ্রেড-৬)	৯
১৯	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান (গ্রেড-৬)	৬৪৬
২০	আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী (আরএমই) (গ্রেড-৬)	৮
২১	খাদ্য পরিদর্শক/কারিগরি খাদ্য পরিদর্শক/অপারেটর (পেষ্ট কন্ট্রোল)/সুপারভাইজার/উপ-সহকারী স্থপতি/উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল)/আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকর্তা/রক্ষণ তত্ত্বাবধায়ক (গ্রেড-১০)	১,৭৬৩
২২	সাঁট লিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর/প্রধান সহকারী/প্রধান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক/হিসাবরক্ষক/সুপারিনটেনডেন্ট/উপ-খাদ্য পরিদর্শক (গ্রেড-১৩) ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান/উচ্চমান সহকারী/অডিটর/ফোরম্যান (গ্রেড-১৪) সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক/সহকারী ফোরম্যান/অপারেটর/ড্রাইভার (গ্রেড-১৫)	৫,৪৩৫
২৩	স্ট্রেশিয়ান/অফিস সহায়ক/নিরাপত্তা প্রহরী/হেলপার/পরিচ্ছন্নতা কর্মী (গ্রেড-১৭-২০)	৫,৬১৩
	মোট মঞ্জুরিকৃত পদ	১৩,৭২৫

উৎসঃ সংস্থাপন শাখা, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর

## ২.০ মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা

### ২.১ প্রশাসন বিভাগ

#### ২.১.১ অর্গানোগ্রাম



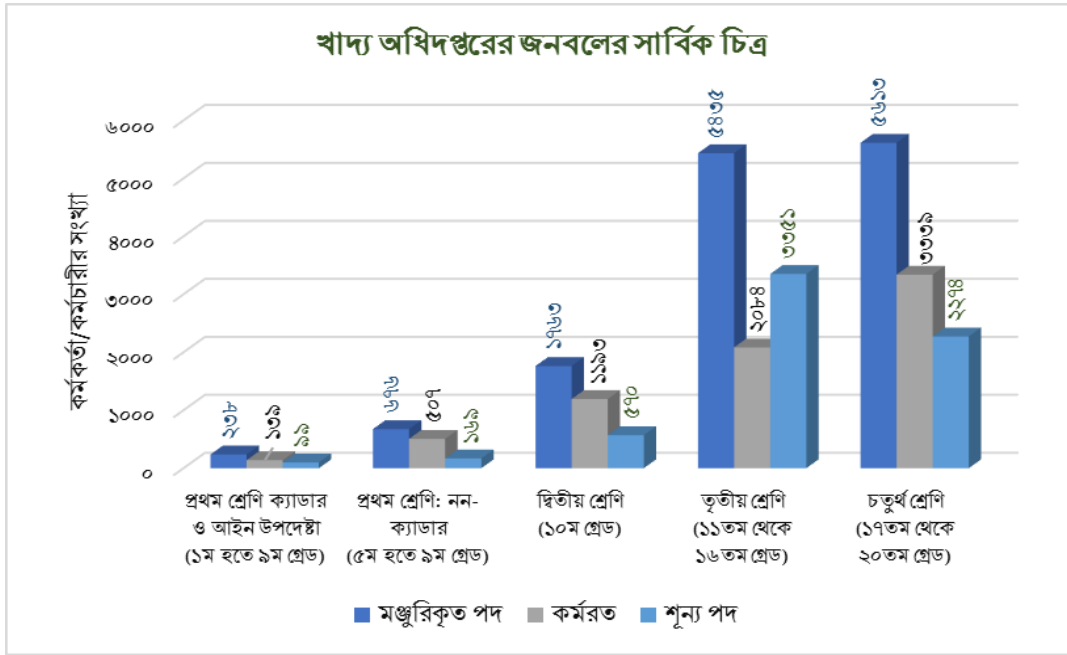
#### ২.১.২ সংস্থাপন শাখা

##### ২.১.২.১ জনবল

খাদ্য অধিদপ্তর হতে মাঠ পর্যায়ে বিস্তৃত খাদ্য ব্যবস্থাপনার বিশাল কর্মকান্ড পরিচালনা জন্য ১৩,৭২৫টি পদের মঞ্জুরি রয়েছে। যার বিপরীতে বর্তমানে কর্মরত রয়েছেন ৭,২৬২ জন। নিম্নের ছকে খাদ্য অধিদপ্তরের মঞ্জুরিকৃত, কর্মরত ও শূন্যপদের তথ্য প্রদত্ত হলো।

সারণি ০২: খাদ্য অধিদপ্তরের মঞ্জুরিকৃত, কর্মরত ও শূন্যপদ সংখ্যা

পদের শ্রেণী	মঞ্জুরিকৃত পদ	কর্মরত	শূন্য পদ
প্রথম শ্রেণি ক্যাডার ও আইন উপদেষ্টা (১ম হতে ৯ম গ্রেড)	২৩৮	১৩৯	৯৯
প্রথম শ্রেণি: নন-ক্যাডার (৫ম হতে ৯ম গ্রেড)	৬৭৬	৫০৭	১৬৯
দ্বিতীয় শ্রেণি (১০ম গ্রেড)	১৭৬৩	১১৯৩	৫৭০
তৃতীয় শ্রেণি (১১তম থেকে ১৬তম গ্রেড)	৫৪৩৫	২০৮৪	৩৩৫১
চতুর্থ শ্রেণি (১৭তম থেকে ২০তম গ্রেড)	৫৬১৩	৩৩৩৯	২২৭৪
মোট=	১৩৭২৫	৭২৬২	৬৪৬৩



লেখচিত্র-০১: খাদ্য অধিদপ্তরের জনবল সংক্রান্ত তথ্য

### ২.১.২.২ খাদ্য অধিদপ্তরের জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য

১ম শ্রেণির ক্যাডার পদসমূহে খাদ্য অধিদপ্তর/খাদ্য মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সুপারিশ এর প্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নিয়োগ হয়ে থাকে। ২০২১-২০২২ অর্থ ৩৮তম বিসিএস (নন-ক্যাডার) হতে ১ম শ্রেণির উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান পদে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন কর্তৃক সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ১২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ৩৮ তম বিসিএস থেকে নন-ক্যাডার (২য় শ্রেণি) সুপারভাইজার পদে ৯ কে জন নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ৩৮তম বিসিএস থেকে নন-ক্যাডার (২য় শ্রেণি) খাদ্য পরিদর্শক/কারিগরি খাদ্য পরিদর্শক পদে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন হতে ৯২ জনকে সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মাধ্যমে নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণির প্রোগ্রামার পদে ১ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

৪০তম, ৪১তম, ৪৩তম, ৪৪তম ও ৪৫তম বি.সি.এস থেকে ১ম শ্রেণির ক্যাডার শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে।

#### সারণি ০৩: ২০২১-২০২২ অর্থবছরে নিয়োগের জন্য পিএসসিতে চাহিদা প্রেরণ

পদের শ্রেণি	১ম শ্রেণির সাধারণ (ক্যাডার)	১ম শ্রেণির ক্যাডার কারিগরি	১ম শ্রেণির নন-ক্যাডার (উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক)
৪০তম বি.সি.এস	৩টি	৫টি	-
৪১তম বি.সি.এস	৬টি	২টি	-
৪৩তম বি.সি.এস	৩টি	৪টি	-
৪৪তম বি.সি.এস	৩টি	-	-
৪৫তম বি.সি.এস	৩টি	১টি	-
মোট=	১৮ টি	১২ টি	-

এছাড়া আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী ৫টি, আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকর্তা ০৪ টি, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) ০১ টি, উপসহকারী প্রকৌশলী (স্থপতি) ০১টি, সহকারী রসায়নবিদ ০১টি শূন্যপদের বিপরীতে পিএসসি কর্তৃক সরাসরি নিয়োগের জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়।

প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকার ১১/০৭/২০১৮ খ্রি. তারিখের ১৩.০১.০০০০.০৩১.১১.০০১.১৮-১২২৯ নং স্মারকে জারিকৃত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে ২০২১-২২ অর্থ বছরে খাদ্য অধিদপ্তরধীন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির অবশিষ্ট ১০ (দশ) ক্যাটাগরির মোট ১০৩৫টি শূন্যপদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

- ০৫/১১/২০২১ খ্রি. তারিখে অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ১৯/১১/২০২১ খ্রি. তারিখে উপখাদ্য পরিদর্শক, ০৩/১২/২০২১ খ্রি. তারিখে সহকারী উপখাদ্য পরিদর্শক, ৩১/১২/২০২১ খ্রি. তারিখে উচ্চমান সহকারী, ১৪/০১/২০২২ খ্রি. তারিখে হিসাবরক্ষক-কাম-ক্যাশিয়ার ও স্প্রেম্যান পদে, ২৮/০১/২০২২ খ্রি. তারিখে অডিটর ও ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল

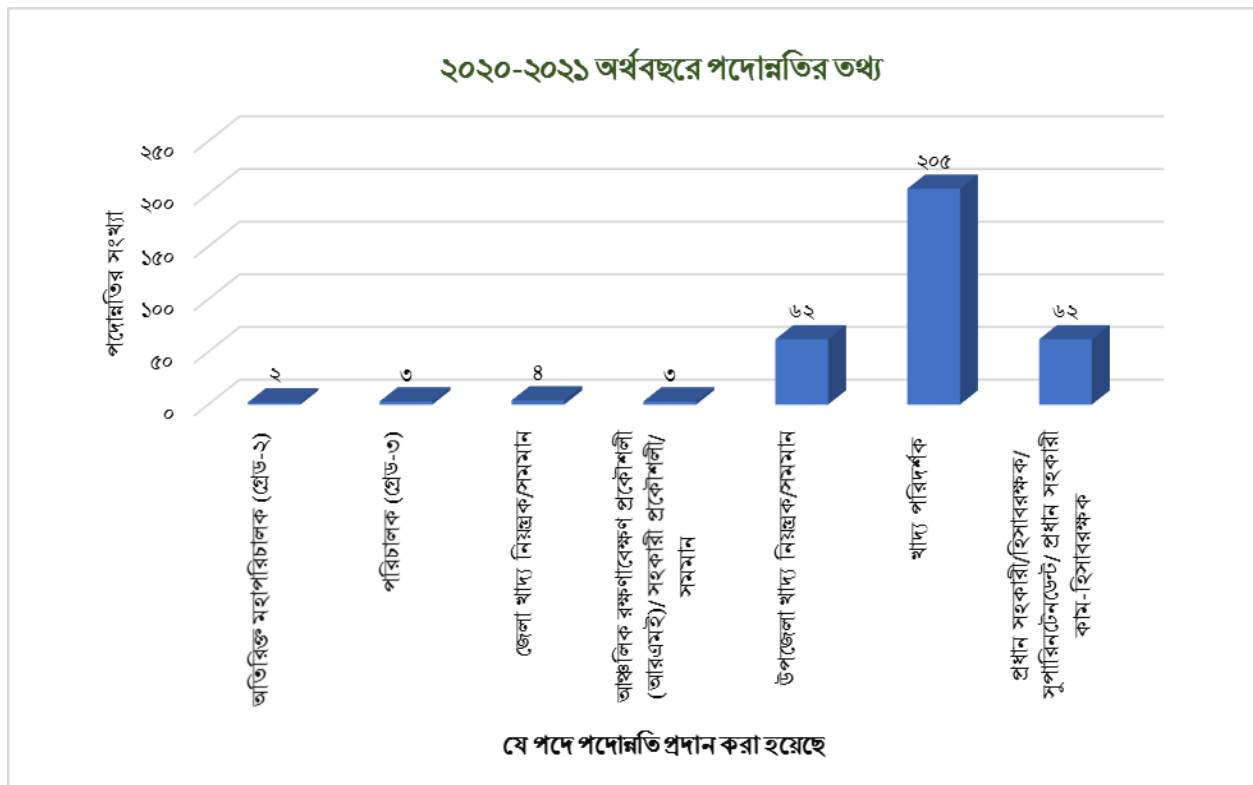
অপারেটর পদে এবং ০৪/০২/২০২২ খ্রি. তারিখে সঁটলিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর ও সঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর পদে এমসিকিউ/লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এমসিকিউ/লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ফলাফল গত ২৮/১১/২০২১ খ্রি. ১২/০১/২০২২ খ্রি. এবং ২৪/০২/২০২২ খ্রি. তারিখে প্রকাশ করা হয়।

- অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের 'কম্পিউটার ব্যবহারিক' পরীক্ষা বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে জানুয়ারি/২০২২ মাসের ০৬, ০৭, ০৮, ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে সম্পন্ন হয়। 'কম্পিউটার ব্যবহারিক' পরীক্ষার ফলাফল ২৪/০২/২০২২ খ্রি. তারিখে প্রকাশ করা হয়।
- অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক' সহকারী উপখাদ্য পরিদর্শক, উচ্চমান সহকারী, হিসাবরক্ষক কাম-ক্যাশিয়ার, অডিটর ও স্প্রেম্যান পদের মৌখিক পরীক্ষা ২৭/০৩/২০২২ খ্রি. হতে ১১/০৪/২০২২ খ্রি. তারিখে পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়।
- ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর, সঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর এবং সঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর পদে এমসিকিউ/লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ব্যবহারিক পরীক্ষা ২৩/০৩/২০২২ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে সম্পন্ন হয়। ব্যবহারিক পরীক্ষায় ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর পদে কোন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়নি। সঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর এবং সঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা ১৮/০৫/২০২২ খ্রি. তারিখে গ্রহণ করা হয়েছে।
- উপর্যুক্ত পদসমূহে চূড়ান্ত নিয়োগের লক্ষ্যে আইআইসিটি, বুয়েটে ফলাফল প্রস্তুতকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ১ম শ্রেণি ক্যাডার, ১ম শ্রেণি নন-ক্যাডার, ২য় শ্রেণি, ৩য় শ্রেণি এবং ৪র্থ শ্রেণির বিভিন্ন পদে ৩৪১ জনকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে।

**সারণি ০৪: ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ১ম শ্রেণি ক্যাডার, ১ম শ্রেণি নন-ক্যাডার, ২য় শ্রেণি, ৩য় শ্রেণির পদোন্নতির তথ্য**

ক্র. নং	যে পদ হতে পদোন্নতি/পদায়ন দেয়া হয়েছে (পদের নাম ও বেতন স্কেল)	যে পদে পদোন্নতি/পদায়ন করা হয়েছে (পদের নাম ও বেতন স্কেল)	পদোন্নতির সংখ্যা
১.	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (চ.দা.) ৫৬৫০০-৭৪৪০০/-	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (গ্রেড-২) ৬৬,০০০-৭৬,৪৯০/-	২
২.	পরিচালক (চ.দা.) ৫৬৫০০-৭৪৪০০/-	পরিচালক (গ্রেড-৩) ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০/-	৩
৩.	সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক ২২০০০-৫৩০৬০/-	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান (গ্রেড-৬) ৩৫,৫০০-৬৭,০১০	৪
৪.	আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকর্তা বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০	আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী/সমমান (গ্রেড-৯) বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/-	৩
৫.	খাদ্য পরিদর্শক ও সমমান/প্রধান সহকারী ও সমমান/সুপারভাইজার বেতন স্কেল: ১৬০০০-৩৮৬৪০/-	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান (গ্রেড-৯) বেতন স্কেল: ২২০০০-৫৩০৬০/-	৬২
৬.	উপখাদ্য পরিদর্শক বেতন স্কেল: ১১০০০-২৬৫৯০/-	খাদ্য পরিদর্শক (গ্রেড-১০) বেতন স্কেল: ১৬০০০-৩৮৬৪০/-	২০৫
৭.	উচ্চমান সহকারী/অডিটর/হিসাবরক্ষক কাম ক্যাশিয়ার/ সঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০/-	প্রধান সহকারী/হিসাবরক্ষক/সুপারিনটেনডেন্ট/ প্রধান সহকারী কাম-হিসাবরক্ষক (গ্রেড-১৩) বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০/-	৬২
<b>মোট=</b>			<b>৩৪১</b>



**লেখচিত্র ২ : খাদ্য অধিদপ্তরের পদোন্নতি সংক্রান্ত তথ্য**

### ২.১.২.৩ বিভিন্ন স্থাপনায় পদ সৃজনের কার্যক্রম

সারণি ০৫: ২০২১-২০২২ অর্থবছরে যে সকল স্থাপনাসমূহের পদ সৃজনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার তালিকা

ক্র. নং	স্থাপনার নাম	প্রস্তাবিত পদ সংখ্যা	সমন্বয়/স্থানান্তর	নতুন সৃজনের প্রস্তাবিত পদ
০১	মোংলা সাইলো, খুলনা	১৭৫	১৭৩	০২
০২	নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট	৬৩	৪২	২১
০৩	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ময়মনসিংহ	১১	০	১১
০৪	সান্তাহার সাইলো, বগুড়া	১৩২	১২৪	০৮
০৫	পোস্তুগোলা সরকারি আধুনিক ময়দা মিল, ঢাকা	১৫৩	৯৯	৫৪
০৬	কেন্দ্রীয় আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার ও আঞ্চলিক আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার-ডিউটি স্টেশনে ০৬ (ছয়) টি ডিভিশনাল ল্যাবরেটরি	১১৮	০	১১৮
০৭	Modern Food Storage Facilities শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় খাদ্য অধিদপ্তরাধীন স্থাপনায় আইসিটি খাতে পদ সৃজন	২৭১	০	২৭১
০৮	স্টিল সাইলো (বরিশাল, ময়মনসিংহ, মধুপুর, আশুগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ)	৩০২	১০৮	১৯৪
০৯	চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, পায়রা বন্দর	২০৭	০	২০৭
১০	প্রিমিক্স কার্নেল মেশিন ও ল্যাবরেটরি স্থাপন প্রকল্প	৫৩	০	৫৩
১১	সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রকের পদ সৃজন	৮৪	৬৯	১৫
১২	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, ওসমানী নগর, সিলেট	০৪	০	০৪
১৩	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, লালমাই, কুমিল্লা	০৪	০	০৪
১৪	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম	০৪	০	০৪
১৫	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, গুইমারা, খাগড়াছড়ি	০৪	০	০৪
১৬	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ	০৪	০	০৪
১৭	এলএসডি'র পদসৃজন (৩টি)	০৬	০	০৬
	<b>সর্বমোট</b>	<b>১৫৯৫</b>	<b>৬১৫</b>	<b>৯৮০</b>

### ২.১.২.৪ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২

১। খাদ্য অধিদপ্তরের ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, প্রতিবেদন ০৩/০৭/২০২২খ্রি. তারিখের ২৭৫নং স্মারকের মাধ্যমে খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

২। শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা, ২০২১ অনুযায়ী খাদ্য অধিদপ্তরের ২০২১-২২ অর্থবছরে শুদ্ধাচার পুরস্কারপ্রাপ্ত কর্মচারীর তালিকা:

ক্র.নং	নাম	পদবি	কর্মস্থল	পুরস্কারের মান
খাদ্য ভবনের গ্রেড: ২-৯, ১০-১৬ এবং ১৭-২০ গ্রেডভুক্ত একজন করে মোট তিন জন				
০১	আব্দুল্লাহ আল মামুন	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (গ্রেড-২)	খাদ্য অধিদপ্তর	শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা, ২০২১ এর ধারা ৭ অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর নির্ধারিত ফরম্যাটে একটি সার্টিফিকেট, একটি ক্রেস্ট এবং এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ
০২	নাদিরা পারভীন	হিসাবরক্ষক (গ্রেড-১৩)	হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর	
০৩	মোঃ আক্তার হোসেন	নিরাপত্তা প্রহরী (গ্রেড-২০)	প্রশিক্ষণ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর	
আঞ্চলিক পর্যায়ের দপ্তর প্রধানগণ হতে একজন				
০১	জি. এম. ফারুক হোসেন পাটওয়ারী	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, রাজশাহী	

সূত্র: খাদ্য অধিদপ্তরের ১২/০৬/২০২২খ্রি. তারিখের ২৪২নং স্মারক

৩। ২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

### ২.১.২.৫ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (মুজিববর্ষ) উদযাপন উপলক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সংশোধিত পরিকল্পনা মোতাবেক খাদ্য অধিদপ্তরের গৃহীত কার্যক্রম

- খাদ্য ভবনের সামনে ডিজিটাল বিলবোর্ড স্থাপন
- সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে ডিজিটাল বিলবোর্ড স্থাপন
- সকল সাইলো অধীক্ষকের কার্যালয়ে ডিজিটাল বিলবোর্ড স্থাপন
- সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তরসমূহে ডিজিটাল বিলবোর্ড স্থাপন
- খাদ্যভবনে নিচতলায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতি স্থাপন

### ২.১.২.৬ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকার সংক্রান্ত সরকারি সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- খাদ্য অধিদপ্তরের গৃহীত কার্যক্রম: কোভিড-১৯ মোকাবেলায় খাদ্য ভবনসহ সারাদেশের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহকে পরিপত্র/অফিস আদেশ এর মাধ্যমে অনুসরণীয় বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কোভিড-১৯ মোকাবেলায় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে হেল্লিসল, হ্যান্ডওয়াশ, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, ডেটল সাবান, মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাফস, ব্লিচিং পাউডার এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য জীবানুনাশক ক্রয়ের লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তর এবং খাদ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন মাঠপর্যায়ের সকল কার্যালয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা নির্দেশনা সম্বলিত ব্যানার স্থাপনের মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা হয়।
- জুম ক্লাউড/ভার্চুয়াল সভা: খাদ্য অধিদপ্তরে ভার্চুয়াল ট্রেনিং রুম ও ভার্চুয়াল সভাকক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। একই সাথে সরাসরি ও ভার্চুয়ালি উভয়ভাবে সংযুক্ত হয়ে প্রশিক্ষণ ও সভা পরিচালনা করা হচ্ছে। ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ ও সভা আয়োজনের জন্য ক্লাউড রেকর্ডিং সুবিধা, ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত করে ভার্চুয়ালি ও সরাসরি উপস্থিতিতে প্রশিক্ষণ ও সভা আয়োজনের সুবিধা সম্বলিত ৫টি জুম অ্যাপ ক্রয় করা হয়।
- জুম অ্যাপের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ: খাদ্য অধিদপ্তরে জুম অ্যাপের মাধ্যমে ভার্চুয়ালি প্রায় ১,২৬০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে “কৃষকের অ্যাপ” এবং “ডিজিটাল চাল সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা” বিষয়ে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়।
- কৃষকের অ্যাপ: খাদ্য অধিদপ্তরের অধীন প্রায় ২১০ টি উপজেলায় “কৃষকের অ্যাপ” নামক মোবাইল অ্যাপ চালু করার মাধ্যমে কৃষকগণের নিকট হতে ধান সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ঘরে বসে কৃষক অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধন ও সরকারের নিকট ধান বিক্রয়ের আবেদন করতে পারছেন। সকল তথ্য মোবাইল এসএমএস বা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে জানার সুযোগ রয়েছে।
- ডিজিটাল চাল সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা: খাদ্য অধিদপ্তরের অধীন প্রায় ৩২টি উপজেলায় “ডিজিটাল চাল সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা” সফটওয়্যারের মাধ্যমে অনলাইনে মিলার নিবন্ধন ও চুক্তির তথ্য আপলোড করাসহ ঘরে বসে মিলারগণকে বরাদ্দাদেশ প্রদানের সুবিধা রেখে চাল সংগ্রহের ব্যবস্থা চালু করা হয়।

- ই-নথিতে সরকারি কার্যাদি সম্পন্নকরণ: লক-ডাউনকালীন সময় খাদ্য অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন মাঠপর্যায়ের দাপ্তরিক জরুরি কার্যক্রম ই-নথির মাধ্যমে যথারীতি সম্পাদন করার ব্যবস্থা গ্রহণ ও ই-নথির ব্যবহার সকল পর্যায়ে নিশ্চিত করা হয়।
- কন্ট্রোল রুম স্থাপন: কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব চলাকালে খাদ্য অধিদপ্তর এবং এর আওতাধীন মাঠপর্যায়ের সকল স্থাপনার দৈনন্দিন জরুরি কার্যক্রম স্বাভাবিক ছিল। পাশাপাশি অপারেশনাল কার্যক্রম যথাক্রমে-অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ, বিলি-বিতরণ কার্যক্রম সার্বক্ষণিক চলমান রাখার স্বার্থে মাঠ পর্যায়ের সকল দপ্তর (আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং এর দপ্তর, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, কন্ট্রোলার অ্যান্ড মুভমেন্ট স্টোরেজ এর দপ্তর, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর) ও খাদ্যশস্য সংরক্ষণাগারে (এলএসডি, সিএসডি, এসঅ্যান্ডএমও, সাইলো) কার্যক্রম অব্যাহত ছিল। প্রাকৃতিক দুর্যোগ আফান মোকাবেলায় মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম তদারকি করার জন্য খাদ্য অধিদপ্তরে কেন্দ্রীয়ভাবে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়। উক্ত কন্ট্রোল রুমে রোস্টার ডিউটির মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহ হতে তথ্য সংগ্রহপূর্বক তাৎক্ষণিক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। খাদ্য ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক কার্যক্রমের তথ্য আদান-প্রদানে কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

### ২.১.৩ তদন্ত ও মামলা শাখা

খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের তদন্ত ও মামলা শাখা হতে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ সহ অন্যান্য আইন ও বিধিমালার আলোকে বিভাগীয় মামলা আনয়ন করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছর সর্বমোট ৯৬ টি বিভাগীয় মামলার মধ্যে ৫৪টি বিভাগীয় মামলা নিষ্পন্ন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২৩ জনকে অব্যাহতি, ২৮ জনকে লঘুদণ্ড এবং ০৩ জনকে গুরুদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পন্ন করার জন্য মাঠ পর্যায় হতে ১০ম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেড পর্যন্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে লঘুদণ্ডের আওতায় বিভাগীয় মামলা আনয়নপূর্বক নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।

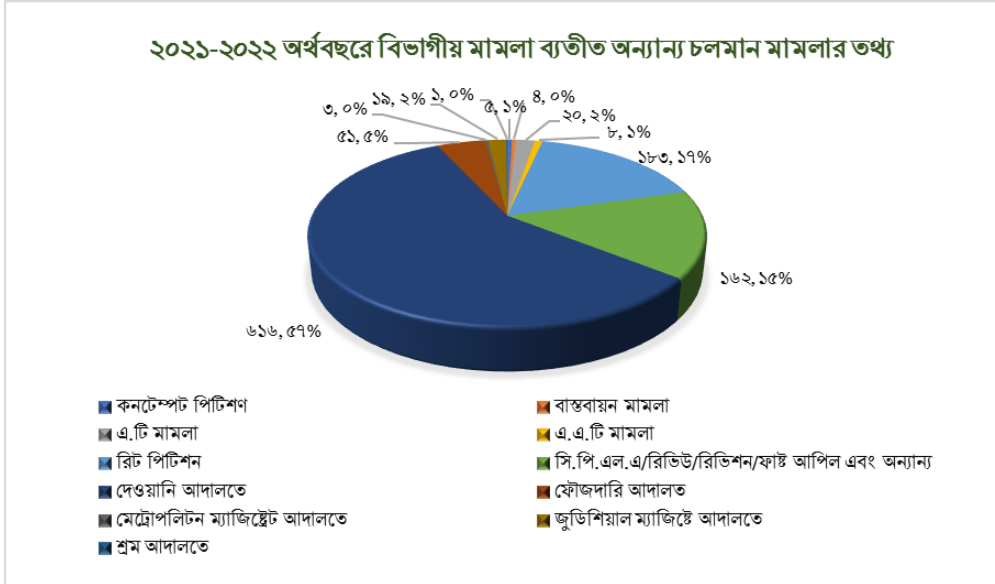
### ২০২১-২০২২ অর্থবছরে আনীত বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য

জুন/২১ পর্যন্ত অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	২০২১-২২ অর্থবছরে আনীত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা			
			অব্যাহতি	লঘুদণ্ড প্রাপ্ত	গুরুদণ্ড প্রাপ্ত	সর্বমোট
৭১	২৫	৯৬	২৩	২৮	০৩	৫৪

### সারণি ০৬: ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিভাগীয় মামলা ব্যতীত অন্যান্য চলমান মামলার তথ্য

ক্রমিক নং	মামলার ধরন	চলমান মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	সর্বমোট মামলার সংখ্যা	মন্তব্য
১।	কনটেম্পট পিটিশন	৫	-	৫	-
২।	বাস্তবায়ন মামলা	৪	-	৪	-
৩।	এ.টি মামলা	২০	-	২০	-
৪।	এ.এ.টি মামলা	৮	-	৮	-
৫।	রিট পিটিশন	১৮৩	-	১৮৩	-
৬।	সি.পি.এল.এ/রিভিউ/রিভিশন/ফাস্ট আপিল এবং অন্যান্য	১৬২	-	১৬২	-
৭।	দেওয়ানি আদালতে	৬১৬	-	৬১৬	-
৮।	ফৌজদারি আদালত	৫১	-	৫১	-
৯।	মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে	৩	-	৩	-
১০।	জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে	১৯	-	১৯	-
১১।	শ্রম আদালতে	১	-	১	-
১২।	সরকার পক্ষে রায়	-	৭১	৭১	-
১৩।	সরকারের বিপক্ষে রায়	-	৪০	৪০	-
১৪।	মামলার রায় বাস্তবায়ন	-	৬	৬	-
১৫।	স্থগিত	-	৭১	৭১	-
১৬।	নিষ্পত্তি	-	১৪৬	১৪৬	-
১৭।	খারিজ	-	৮৯	৮৯	-
মোট মামলা		১০৭২	৪২৩	১৪৯৫	

সূত্রঃ বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার দপ্তর, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা



**লেখচিত্র ৩ : বিভাগীয় মামলা ছাড়া অন্যান্য চলমান মামলার তথ্য**

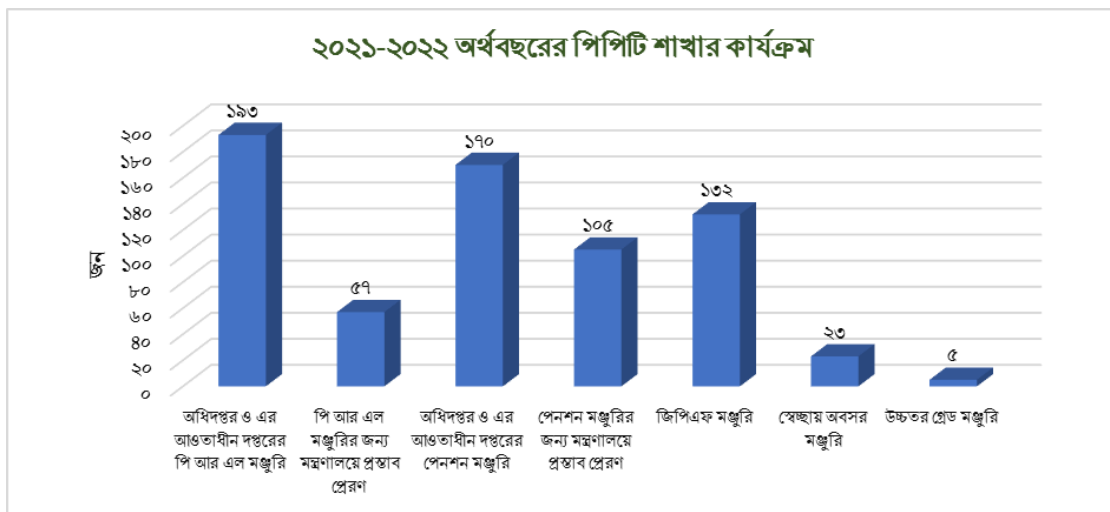
### ২.১.৪ বেতন, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ (পিপিটি) শাখা

খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের বেতন, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ (পিপিটি) শাখা হতে খাদ্য অধিদপ্তরাধীন ১ম শ্রেণি (ক্যাডার/নন-ক্যাডার) কর্মকর্তাদের পিআরএল ও পেনশন মঞ্জুরির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া খাদ্য অধিদপ্তরাধীন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বেচ্ছায় অবসর, জিপিএফ অগ্রিম মঞ্জুরকরণ, উচ্চতরগ্রেড, সম্মানিভাতা, আয়ন-ব্যয়ন ক্ষমতা প্রদান, ভ্রমণ বিল অনুমোদন, বকেয়া বেতনভাতা এবং কল্যাণ তহবিলে আর্থিক অনুদানের আবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়।

২০২১-২২ অর্থবছরে খাদ্য অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন দপ্তর হতে ১৯৩ জন কর্মচারীর পি আর এল, ২৩ জন কর্মচারীর স্বেচ্ছায় অবসর এবং ১৭০ জন কর্মচারীর পেনশন মঞ্জুরি করা হয়েছে। খাদ্য অধিদপ্তর হতে ৫৭ জন কর্মকর্তার পিআরএল ও ১০৫ জন কর্মকর্তার পেনশন মঞ্জুরির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও ১৩২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর জিপিএফ অগ্রিম মঞ্জুর, ০৫ জন কর্মচারীর উচ্চতর গ্রেড মঞ্জুর, ২৩টি ভ্রমণ বিল অনুমোদন, ০৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর না দাবি সনদ প্রদান, ১৩ জন কর্মকর্তাকে আহরণ-ব্যয়ন ক্ষমতা প্রদান, ৩৩৯৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সম্মানিভাতা প্রদান ও ২৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর আর্থিক অনুদানের আবেদন কল্যাণ তহবিলে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে খাদ্য অধিদপ্তরের পিপিটি শাখা হতে বিভিন্ন প্রকার মঞ্জুরির তথ্যাদি নিয়ে উপস্থাপন করা হলো:

#### ২০২১-২০২২ অর্থবছরে খাদ্য অধিদপ্তরের পিপিটি শাখা হতে বিভিন্ন প্রকার মঞ্জুরির তথ্যাদি

পি আর এল মঞ্জুরি		পেনশন মঞ্জুরি		জিপিএফ মঞ্জুরি	স্বেচ্ছায় অবসর মঞ্জুরি	উচ্চতর গ্রেড মঞ্জুরি
অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন দপ্তর	মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ	অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন দপ্তর	মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ	১ম/২য়/৩য়/ অফেরতযোগ্য/ চূড়ান্ত		
১৯৩ জন	৫৭ জন	১৭০ জন	১০৫ জন	১৩২ জন	২৩ জন	০৫ জন

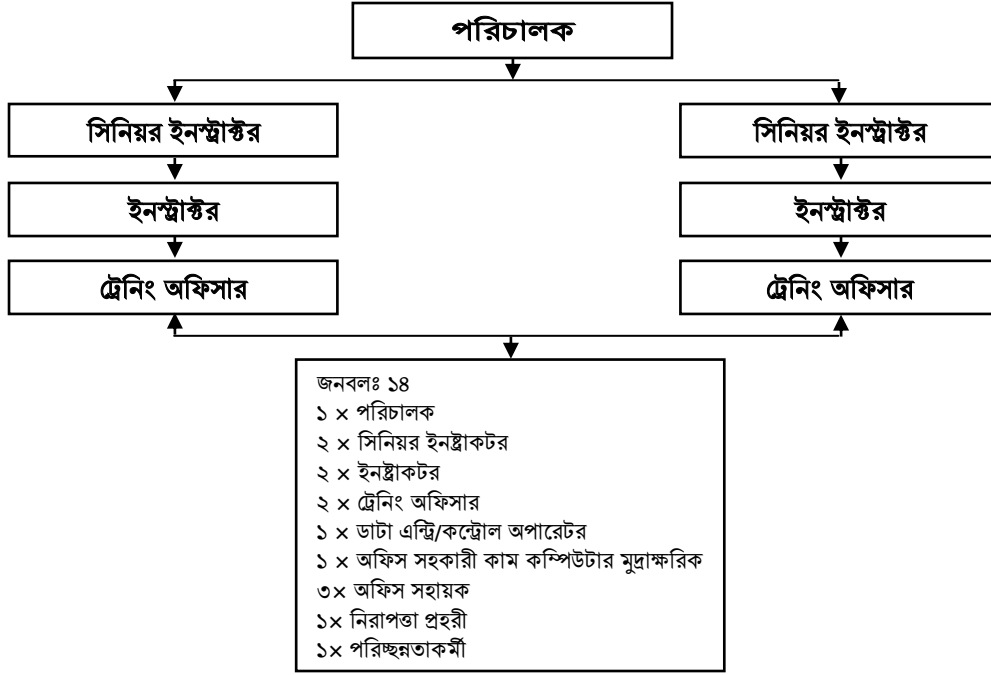


**লেখচিত্র ৪ : ২০২১-২০২২ পিপিটি শাখার কার্যক্রম**



## ২.২ প্রশিক্ষণ বিভাগ

### ২.২.১ অর্গানোগ্রাম



### ২.২.২ বিভাগ পরিচিতি

মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ, সুশৃঙ্খল ও আধুনিক প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত কর্মী বাহিনী গঠন তথা সুষ্ঠু খাদ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা সম্ভব। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কানাডিয়ান সিডা প্রকল্পের আওতায় ১৯৯১ সনের ২১ আগস্ট থেকে খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ বিভাগের যাত্রা শুরু। ২১/১২/১৯৯১ খ্রি. তারিখ হতে প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়। ৩০/০৬/১৯৯৪ খ্রি. তারিখে প্রকল্প শেষ হয়ে যায়।

### ২.২.৩ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

- (ক) সরকারি খাদ্য পরিকল্পনা, নীতিমালা ও খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কে ধারণা প্রদান।
- (খ) খাদ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান প্রদান।
- (গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা প্রদান।
- (ঘ) মানব সম্পদ উন্নয়নে খাদ্য নিরাপত্তার আবশ্যিকতা সম্পর্কে ধারণা প্রদান।
- (ঙ) তথ্য প্রযুক্তিসহ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তির সাথে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান দান।
- (চ) খাদ্য বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভাগীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপযুক্ত, দক্ষ ও কর্মক্ষম মানব সম্পদে রূপান্তরের মাধ্যমে দেশের উৎপাদন ও সেবার মান উন্নয়ন।

### ২.২.৪ বাস্তবায়ন পদ্ধতি

- ক) প্রশিক্ষণকালীন লেকচার/ডিসকাশন মেথডের মাধ্যমে তাত্ত্বিক জ্ঞান দান।
- খ) ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হাতে কলমে কারিগরি জ্ঞান প্রদান।
- গ) মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনের মাধ্যমে খাদ্য ব্যবস্থাপনার আধুনিক কলা কৌশল সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান।
- ঘ) কম্পিউটার ল্যাবে মৌলিক কম্পিউটার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।

বর্তমানে নিম্নোক্ত ১৪ (চৌদ্দ) টি পদ বছর ভিত্তিক রাজস্ব বাজেটে অস্থায়ীভাবে সংরক্ষণ পূর্বক প্রশিক্ষণ বিভাগের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছেঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা
১	পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	১ (এক) টি
২	সিনিয়র ইনস্ট্রাক্টর	২ (দুই) টি
৩	ইনস্ট্রাক্টর	২ (দুই) টি
৪	ট্রেনিং অফিসার	২ (দুই) টি
১	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর	১ (এক) টি
৫	অফিস সহকারী/কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১ (এক) টি
৬	অফিস সহায়ক	৩ (তিন) টি
৭	নিরাপত্তা প্রহরী	১ (এক) টি
৮	পরিচ্ছন্নকর্মী	১ (এক) টি

## ২.২.৫ বিভাগের কর্মকাণ্ড

সরকারের প্রশিক্ষণ নীতিমালার আলোকে আগামীতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে আরও ব্যাপক ও যুগোপযোগী করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এলক্ষ্যে অত্র বিভাগের শ্রেণিকক্ষ, কম্পিউটার ল্যাব, সভাকক্ষ, ডরমেটরি আরও অধিকতর আধুনিক সুযোগ সুবিধাসহ সুসজ্জিত করা হচ্ছে। এ সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের ফলে খাদ্য অধিদপ্তরের দক্ষতা, গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও SDG অর্জনের পথে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

প্রশিক্ষণ বিভাগ সৃষ্টির পর হতে অত্র বিভাগ বিসিএস (খাদ্য) ক্যাডার কর্মকর্তা এবং অন্যান্য শ্রেণির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভাগীয় প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করে থাকে।

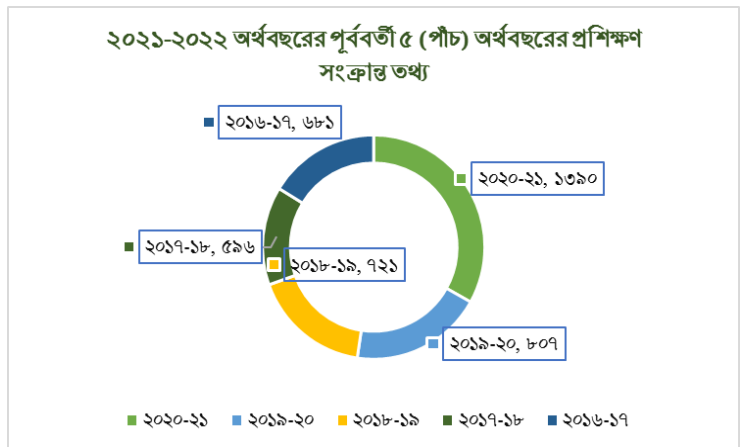
### সারণি ০৭: ২০২১-২২ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ বিভাগের বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনার বাস্তবায়ন নিম্নরূপ

ক্রঃ নং	কর্মসূচি	ব্যাচ নং	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	জনঘন্টা
১.	PIMS তথ্য হালনাগাদকরণ ও ডিজিটাল নিরাপত্তা বুর্কি বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ (ব্যাচ-১, ২ ও ৩) (১৪+১৬+১৫)	৩টি	৪৫ জন	১×৪৫×৩ = ১৩৫
২.	খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবপোর্টাল তথ্য হালনাগাদকরণ এবং সাইবার ক্রাইম ও করণীয় বিষয়ক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ (ব্যাচ-১,২,৩) (১৫+১৬+১৪)	৩টি	৪৫ জন	১×৪৫×৩ = ১৩৫
৩.	খাদ্য অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়নের প্রমাণক সংরক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ (ব্যাচ-১, ২, ৩ ও ৪) (২০+১৮+২৬+১৫)	৪টি	৭৯ জন	১×৭৯×৪ = ২৩৭
৪.	খাদ্য অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের "বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের প্রমাণক এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (APAMS) বিষয়ক সফটওয়্যার" সম্পর্কে প্রশিক্ষণ (ব্যাচ ১, ২ ও ৩) (২১+১৯+ ২১)	৩টি	৬১ জন	১×৬১×৩ = ১৮৩
৫.	খাদ্য অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের 'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) এবং GRS সফটওয়্যার' বিষয়ে প্রশিক্ষণ (১,২,৩ ও ৪ ব্যাচ) ব্যাচে (২৩+২২+২৫+২৭)	৪টি	৯৭ জন	১×৯৭×৪ = ৩৮৮
৬.	খাদ্য অধিদপ্তরে কর্মরত ১১-১৬ গ্রেডভুক্ত কর্মচারীদের 'সরকারি চাকুরী আইন, ২০১৮' বিষয়ে প্রশিক্ষণ (ব্যাচ-১,২,৩ ও ৪) (২৩+২৩+২৫+১৯)	৪টি	৯০ জন	১×৯০×৩ = ২৭০
৭.	খাদ্য অধিদপ্তরে কর্মরত ১১-১৬ গ্রেডভুক্ত কর্মচারীদের 'বাংলাদেশ সংবিধান' বিষয়ে প্রশিক্ষণ (ব্যাচ-১,২,৩ ও ৪) (২০+২১+২৪+২২)	৪টি	৮৭ জন	১×৮৭×৬ = ৫২২
৮.	খাদ্য অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের 'তথ্য অধিকার আইন' ২০০৯ বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ(ব্যাচ-১,২ ও ৩) ব্যাচে (২৩+১৭+১৫)	৩টি	৫৫ জন	১×৫৫×৩ = ১৬৫
৯.	খাদ্য অধিদপ্তরের নিয়োজিত গ্রেড ১৭-২০ ভুক্ত কর্মচারীদের 'অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ (In house training)' (ব্যাচ-১,২,৩ ও ৪) ব্যাচে (২২+২৬+২৭+২৯)	৪টি	১০৪ জন	৪×১০৪×৩ = ১২৪৮
১০.	খাদ্য অধিদপ্তরে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের 'অডিট সফটওয়্যার কার্যপোযোগীকরণ' বিষয়ে প্রশিক্ষণ (ব্যাচ- ১,২,৩,৪,৫,৬ ও ৭) ব্যাচে (১+১+১+৩+২+১+১৯)	৭টি	২৮ জন	১×২৮×৮ = ২২৪
১১.	খাদ্য অধিদপ্তরে কর্মরত ১-৯ ও ১০ম গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা ও ১১-১৬ তম কর্মচারীদের 'সিটিজেন চার্টার' বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ (ব্যাচ-১,২,৩ ও ৪) ব্যাচে (২৪+১৭+২৫+২১)	৪টি	৮৭ জন	১×৮৭×৩ = ২৬১
১২.	খাদ্য অধিদপ্তরে কর্মরত ১১-১৬ গ্রেডভুক্ত কর্মচারীদের 'সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯' বিষয়ে প্রশিক্ষণ (ব্যাচ-১,২,৩ ও ৪) ব্যাচে (২২+২১+২৩+২৪)	৪টি	৯০ জন	১×৯০×৩ = ২৭০
১৩.	খাদ্য অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিষয়ে মৌলিক প্রশিক্ষণ (অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ) ১টি ব্যাচে (১৯)	১টি	১৯ জন	৩×১৯×৩ = ১৭১
১৪.	খাদ্য অধিদপ্তরের চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগের অধীনে কর্মরত গাড়িচালক /মেকানিক/গাড়ি সহকারী ও অন্যান্য কারিগরি	৭টি ব্যাচে	৫২২ জন	১×৫২২×৩ = ১৫৬৬

ক্রঃ নং	কর্মসূচি	ব্যাচ নং	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	জনঘন্টা
	কর্মচারীদের মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ (ব্যাচ-১ এর গ্রুপ-১,২,৩,৪ (২০+২০+২১+১৫), ব্যাচ-২ এর গ্রুপ- ১,২,৩,৪ (২০+২০+২২+১৩), ব্যাচ-৩ এর গ্রুপ-১,২,৩ (২৪+২৪+২৬), ব্যাচ-৪ এর গ্রুপ-১,২,৩ (২৩+২৬+২৬), ব্যাচ-৫ এর গ্রুপ-১,২,৩ (২৫+২৬+২৭), ব্যাচ-৬ এর গ্রুপ-১,২,৩ (২২+২৫+২৬), ব্যাচ-৭ এর গ্রুপ-১,২,৩ (২১+২৪+২৬) এ মোট ৭টি ব্যাচে ২৩টি গ্রুপে।	২৩টি গ্রুপে		
১৫.	খাদ্য অধিদপ্তরে কর্মরত ১১-১৬ গ্রেডভুক্ত কর্মচারীদের ‘সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮’ বিষয়ক প্রশিক্ষণ (ব্যাচ-১,২,৩ ও ৪) ব্যাচে (২১+১৯+২৪+১৪)	৪টি	৭৮ জন	১×৭৮×৩ = ২৩৪
১৬.	খাদ্য অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের ‘বিভাগীয় তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা, লিখন ও অত্যাবশ্যিকীয় পদ্ধতি’ বিষয়ে প্রশিক্ষণ (ব্যাচ-১,২,৩ ও ৪) ব্যাচে (১২+১২+২১+০৫)	৪টি	৫০ জন	১×৫০×৩ = ১৫০
১৭.	খাদ্য অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের Basic Computer Training বিষয়ে ৫ দিন ব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ (ব্যাচ-১)	১টি	২৪ জন	৫×২৪×৮ = ৯৬০
১৮.	‘সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ’	১টি	৩০ জন	৫×৩০×৮ = ১২০০
	<b>মোট =</b>	<b>৮১টি</b>	<b>১৫৯১ জন</b>	<b>৮৯২০ জনঘন্টা</b>

প্রশিক্ষণ বিভাগ কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বিভিন্ন কোর্সে খাদ্য বিভাগের ১৫৯১ (এক হাজার পঁচাত্তর একানব্বই) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ৮৯২০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান ছাড়াও দেশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে (বিআইএম, এনএপিডি, আরপিএটিসি, ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ, বিটাক ইত্যাদি) খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়ন দেয়া হয়ে থাকে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কোর্স/কর্মসূচিতে ১৪৮ (একশত আটচল্লিশ) জন কর্মকর্তা/কর্মচারী ৪৫১৪ ঘন্টা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য যে, ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে খাদ্য অধিদপ্তরে ও মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে ৯৫৫ জনকে ৪৬৭৭ ঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আরও উল্লেখ্য যে, খাদ্য বিভাগের মাঠ পর্যায়ে এ কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে Basic computer Training (GD-26) প্রশিক্ষণ কোর্সে-৬টি ব্যাচে ৮৯৬ জনকে ৩৫৮৪০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও ২০২১-২০২২ অর্থবছরের পূর্ববর্তী ৫ (পাঁচ) টি অর্থ বছরের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

অর্থ বছর	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
২০২০-২১	১৩৯০ জন
২০১৯-২০	৮০৭ জন
২০১৮-১৯	৭২১ জন
২০১৭-১৮	৫৯৬ জন
২০১৬-১৭	৬৮১ জন



লেখচিত্র ৫ : ২০২১-২০২২ অর্থবছরের পূর্ববর্তী ৫ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

## ২.২.৬ প্রশিক্ষক

প্রশিক্ষণ বিভাগে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষক হিসেবে মহাপরিচালক হতে খাদ্য বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ছাড়াও মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কর্মকর্তা এবং অতিথি প্রশিক্ষক হিসেবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও প্রতিষ্ঠানের বক্তাগণ পাঠদান করেন।

## ২.২.৭ করোনাকালীন কর্মকাণ্ড

ভবিষ্যতে দ্রুত এবং নিবিড় প্রশিক্ষণ আয়োজনের মাধ্যমে কার্যক্রম সুসম্পন্ন করার লক্ষ্যে ট্রেনিং মডিউল এবং যাবতীয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম তথ্যাদিসহ প্রস্তুত করা হয়।

### ৩.০ খাদ্য পরিস্থিতি (২০২১-২০২২)

বাংলাদেশ প্রধান খাদ্যশস্য উৎপাদনে টেকসইভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষমতা অর্জন করেছে। দেশের খাদ্য নিরাপত্তার প্রধান তিনটি উপাদান/নিয়ামক যথা খাদ্যের প্রাপ্যতা (Food Availability), জনগণের খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ (Access to Food) এবং পুষ্টি অবস্থার (Nutritional Status) উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধিত হয়েছে যা অনুকরণীয়। পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে; যেমন: পুষ্টিহীনতার প্রবণতা বা ‘ক্ষুধা’ পর্যবেক্ষণে ব্যবহৃত সূচকের হার ১৯৯৯-২০০১ সময়ে গড়ে ২০.৮% থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৯-২০২১ সময়ে গড়ে ১১.৪% এ উপনীত হয়েছে (FAO-SOFI-2022)। এই হার সাম্প্রতিককালে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে দেশের প্রশংসনীয় অগ্রগতির পরিচয় বহন করে।

উল্লেখযোগ্য উন্নতির পরও দেশে অপুষ্টিসহ খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় কতিপয় চ্যালেঞ্জ রয়েছে; যেমন: জনসংখ্যা বৃদ্ধি, আয় বৈষম্য বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের ফলে কৃষি শ্রমিকের সংকট বৃদ্ধি, খাদ্য উৎপাদনশীলতায় জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি। এছাড়া, নগরায়নের ফলে ভোগ এবং উৎপাদন কেন্দ্রসমূহের পৃথকীকরণ ও দূরত্ব বৃদ্ধির কারণে সরবরাহ শৃঙ্খলের উপর নির্ভরশীলতা এবং নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্তির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

এসব চ্যালেঞ্জকে হিসেবে নিয়ে দেশের আপামর জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টিতে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে পুষ্টি সংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থা সম্পর্কিত দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (CIP-2) ২০১৬-২০২০ প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশকে ২০৪১ সাল নাগাদ একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার অগ্রযাত্রায়, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি-২০৩০) সাথে মিল রেখে বাংলাদেশ সরকার ‘জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি ২০২০’, জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি এর কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২০৩০) এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও টেকসই খাদ্য ব্যবস্থা সম্পর্কিত ৩য় জাতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (CIP-3) ২০২০-২০২৫ প্রণয়ন করা হয়েছে যা বিশেষত: অষ্টম ও নবম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য সহায়ক নির্দেশনা প্রদানে সক্ষম হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

#### ৩.১ উৎপাদন ও সরবরাহ পরিস্থিতি

বিগত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) কর্তৃক আউশ, আমন, বোরো ও গম ফসলের উৎপাদন চূড়ান্ত করা হয়েছে যথাক্রমে ৩২.৮৫ লাখ মে.টন, ১৪৪.৩৮ লাখ মে. টন ও ১৯৮.৪৫ লাখ মে.টন এবং ১০.৮৫ লাখ মে. টন। অর্থাৎ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশে খাদ্যশস্যের (চাল ও গম) মোট উৎপাদন ৩৮৬.৫৩ লাখ মে. টনে (চাল ৩৭৫.৬৮ লাখ মে.টন ও গম ১০.৮৫ লাখ মে. টন) চূড়ান্ত করা হয়েছে।

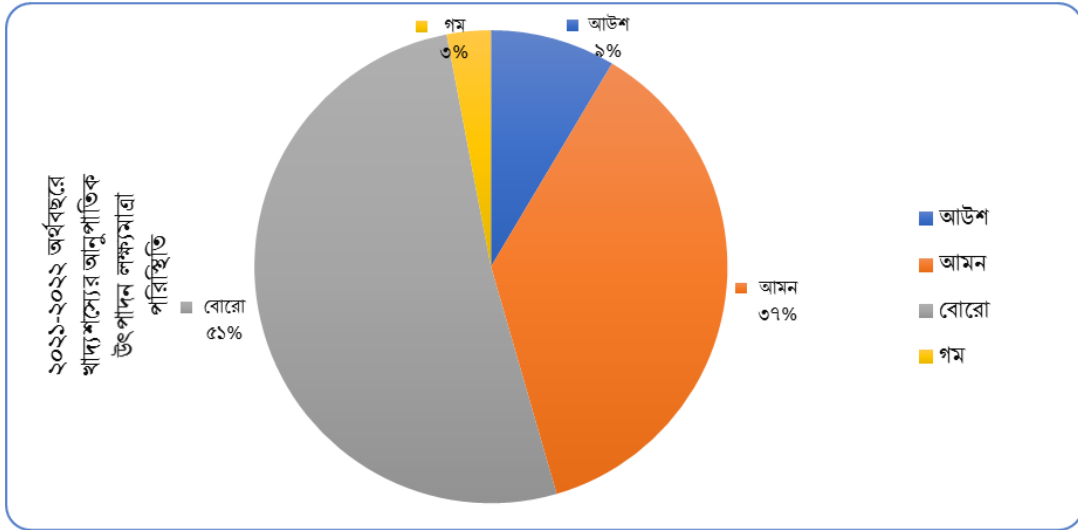
২০২১-২২ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৪০৭.০৮ লাখ মে. টন (চাল ৩৯৪.৮২ লাখ মে.টন ও গম ১২.২৬ লাখ মে. টন) খাদ্যশস্যের (চাল ও গম) উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। নিচের সারণিতে দেশের সার্বিক খাদ্য শস্য উৎপাদন পরিস্থিতি দেখা যেতে পারে।

#### সারণি-৮: অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য উৎপাদন

খাদ্যশস্য	২০২০-২১ অর্থবছরে প্রকৃত অর্জন		২০২১-২২ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা	
	বিবিএস কর্তৃক চূড়ান্তকৃত		কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা	
	আবাদকৃত জমি (লাখ হেক্টর)	উৎপাদন (লাখ মে.টন)	আবাদকৃত জমি ( লাখ হেক্টর)	উৎপাদন (লাখ মে.টন)
আউশ	১৩.০৫	৩২.৮৫	১৩.৩০	৩৪.৮৪
আমন	৫৬.১১	১৪৪.৩৮	৫৮.৩০	১৫০.৪৭
বোরো	৪৭.৮৯	১৯৮.৪৫	৪৮.৭৩	২০৯.৫১
<b>মোট চাল</b>	<b>১১৭.০৫</b>	<b>৩৭৫.৬৮</b>	<b>১২০.৩৩</b>	<b>৩৯৪.৮২</b>
গম	৩.২৯	১০.৮৫	৩.৩৭	১২.২৬
<b>মোট খাদ্যশস্য</b>	<b>১২০.৩৪</b>	<b>৩৮৬.৫৩</b>	<b>১২৩.৭০</b>	<b>৪০৭.০৮</b>

সূত্রঃ ১) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

২) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রা।



উৎস: কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুত লক্ষ্যমাত্রা।

লেখচিত্র-৬: ২০২১-২২ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের আনুপাতিক উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা পাই চার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো

## ৩.২ খাদ্যশস্যের মূল্য পরিস্থিতি

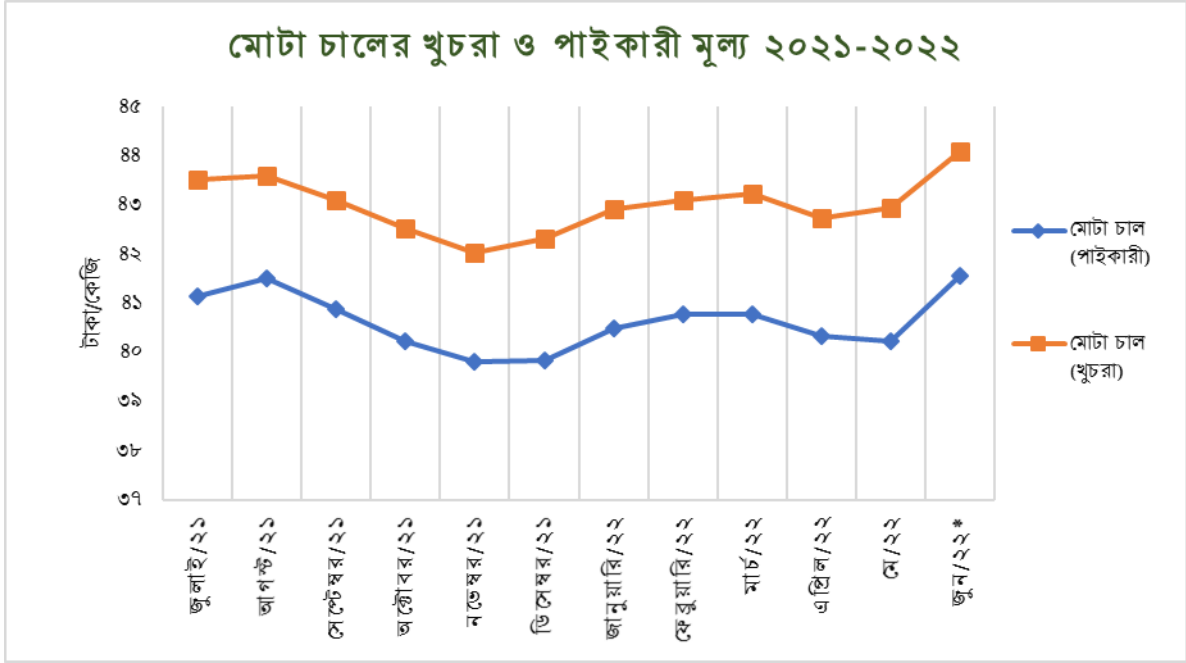
### ৩.২.১ অভ্যন্তরীণ মূল্য পরিস্থিতি

২০২১-২২ অর্থবছরে (জুলাই/২০২১-জুন/২০২২) অভ্যন্তরীণ বাজারে মোটা চালের পাইকারী ও খুচরা জাতীয় গড় মূল্য জুলাই/২০২১ এর তুলনায় জুন/২০২২ এ উভয় ক্ষেত্রেই যথাক্রমে ১.০২% ও ১.৩৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে খোলা আটার পাইকারী ও খুচরা জাতীয় গড় মূল্য জুলাই/২০২১ এর তুলনায় জুন/২০২২ এ উভয় ক্ষেত্রেই যথাক্রমে ৪৫.৭৫% ও ৪৪.১৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি বিপণন অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থ বছরের চাল ও গমের জাতীয় গড় মূল্য ও আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য নিচের সারণীদ্বয়ে দেখা যেতে পারে।

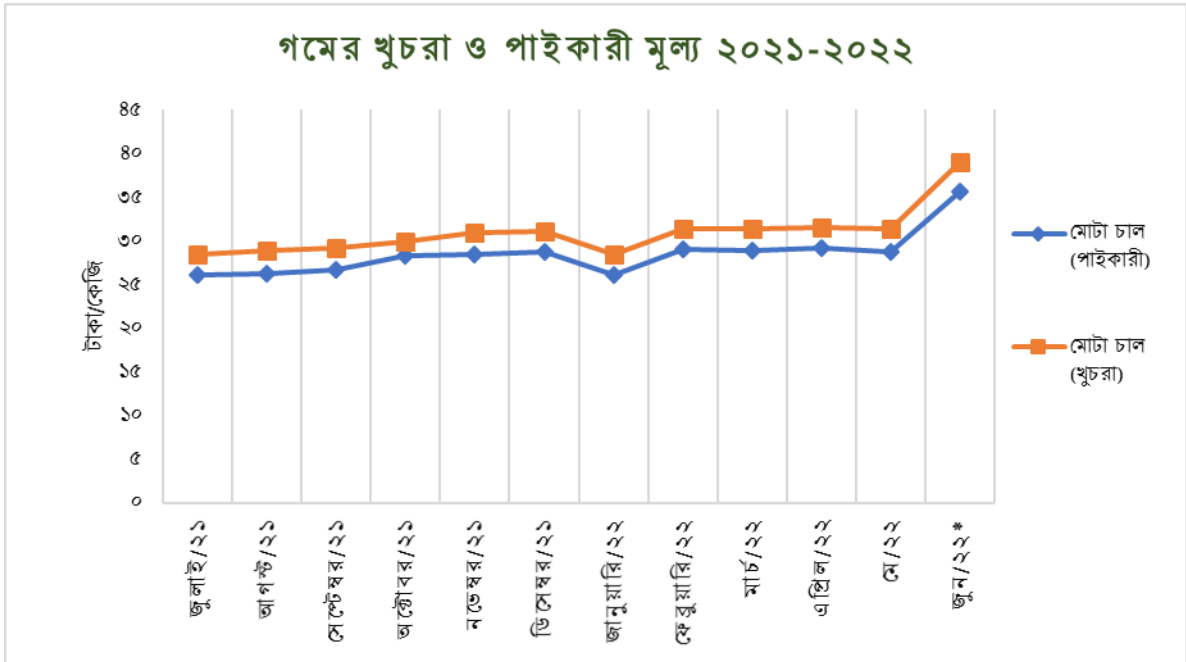
সারণি-৯: মোটা চাল, গম ও আটার খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য

মাসের নাম	মোটা চাল (টাকা/কেজি)		গম (টাকা/কেজি)		খোলা আটা (টাকা/কেজি)	
	পাইকারী	খুচরা	পাইকারী	খুচরা	পাইকারী	খুচরা
জুলাই/২১	৪১.১৫	৪৩.৫১	২৬.১৬	২৮.৪৬	২৫.৯৪	২৮.৬১
আগস্ট/২১	৪১.৫১	৪৩.৬১	২৬.১৯	২৮.৮৪	২৬.৩৩	২৮.৯৬
সেপ্টেম্বর/২১	৪০.৮৭	৪৩.১০	২৬.৬৪	২৯.২২	২৭.৬৮	৩০.৩৭
অক্টোবর/২১	৪০.২৪	৪২.৫৩	২৮.২৮	২৯.৯৬	২৯.০৮	৩১.৮২
নভেম্বর/২১	৩৯.৮০	৪২.০২	২৮.৪৮	৩০.৯৯	২৯.৮৭	৩২.৫০
ডিসেম্বর/২১	৩৯.৮৪	৪২.৩২	২৮.৭৩	৩১.০২	৩০.৫৫	৩৩.২৬
জানুয়ারি/২২	৪০.৪৮	৪২.৯১	২৬.১৬	২৮.৪৬	৩০.৯৮	৩৩.৬৩
ফেব্রুয়ারি/২২	৪০.৭৯	৪৩.১০	২৯.০০	৩১.৪৩	৩০.৯৪	৩৩.৫০
মার্চ/২২	৪০.৭৯	৪৩.২৪	২৮.৮৫	৩১.৩৯	৩২.০২	৩৪.৮৫
এপ্রিল/২২	৪০.৩৪	৪২.৭৩	২৯.১৭	৩১.৪৬	৩১.৮৩	৩৪.৭০
মে/২২	৪০.২৩	৪২.৯৪	২৮.৮০	৩১.৪৫	৩৫.৪৪	৩৮.৪৪
জুন/২২*	৪১.৫৭	৪৪.১০	৩৫.৬৬	৩৯.০৩	৩৭.৮১	৪১.২৫
গড়	৪০.৬৩	৪৩.০১	২৮.৫১	৩০.৯৮	৩০.৭১	৩৩.৪৯

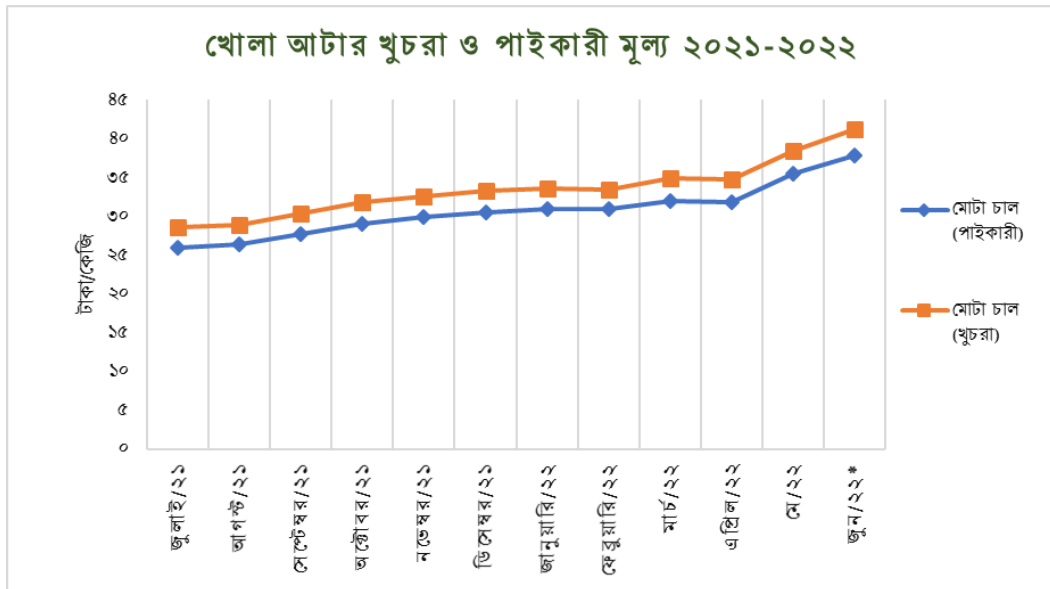
সূত্র : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (কৃষি মন্ত্রণালয়)। \* এপ্রিল-জুন/২০২২ মাসের খুচরা ও পাইকারী জাতীয় গড় মূল্য সাময়িক হিসাবে



লেখচিত্র-৭: মোটা চালের খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য



লেখচিত্র-৮: গমের খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য



লেখচিত্র-৯: খোলা আটার খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য

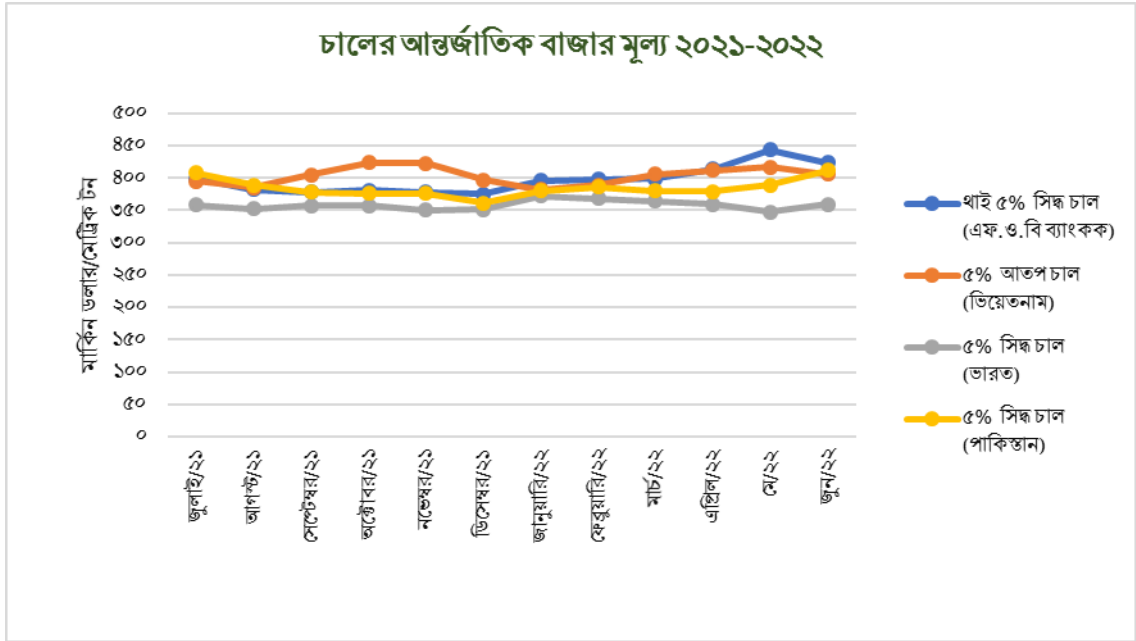
### ৩.২.২ আন্তর্জাতিক মূল্য পরিস্থিতি

বিগত এক বছরে জুলাই/২১ এর তুলনায় জুন/২২ এ আন্তর্জাতিক বাজারে চালের রপ্তানি মূল্য রপ্তানিকারক দেশ ও প্রকারভেদে বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তবে গম রপ্তানিকারক দেশ রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে গত এক বছরে গমের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে জুলাই/২১ এর তুলনায় জুন/২০২২ এ থাই ৫% সিদ্ধ চাল (এফ.ও.বি ব্যাংকক), ৫% আতপ চাল (ভিয়েতনাম), ৫% সিদ্ধ চাল (ভারত) এবং ৫% সিদ্ধ চাল (পাকিস্তান) চালের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ৬.২৬%, ২.৭৮%, ০.২৭% এবং ০.৯৮%। একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের (লাল নরম গম), ইউক্রেন ও রাশিয়ার গমের রপ্তানি (এফ.ও.বি) মূল্য যথাক্রমে প্রায় ৯১.২৩%, ৭৯.৯১% ও ৭৫.৫১% বৃদ্ধি পেয়েছে।

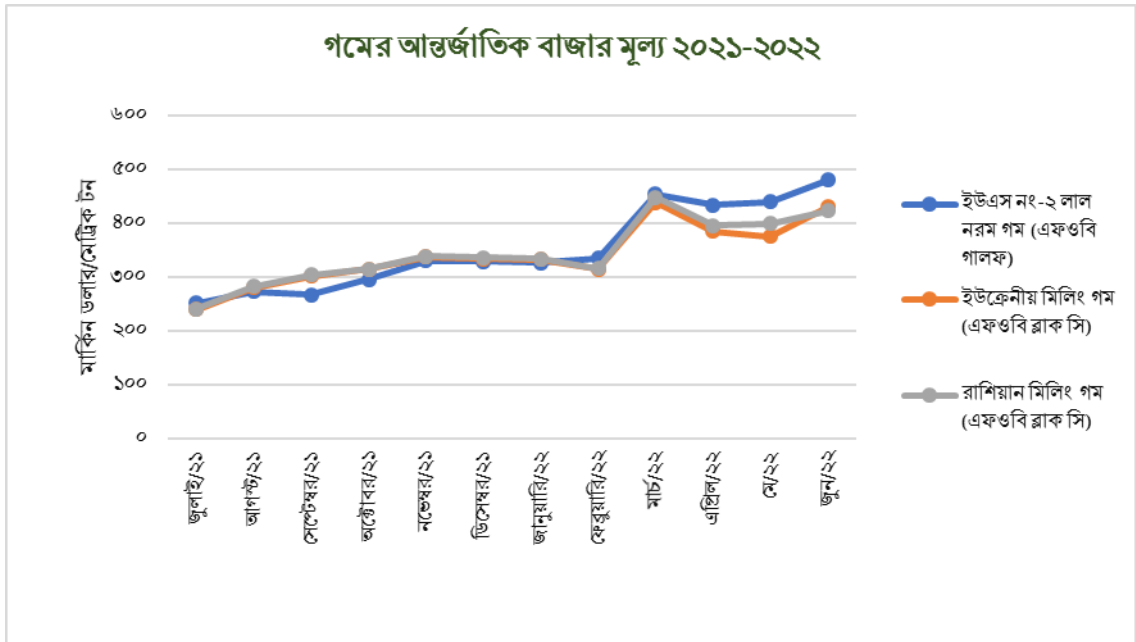
### সারণি ১০: আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য পরিস্থিতি ২০২১-২০২২

মাস	চাল (টন প্রতি মার্কিন ডলারে রপ্তানি মূল্য)				গম (টন প্রতি মার্কিন ডলারে রপ্তানি মূল্য)		
	থাই ৫% সিদ্ধ চাল (এফ.ও.বি ব্যাংকক)	৫% আতপ চাল (ভিয়েতনাম)	৫% সিদ্ধ চাল (ভারত)	৫% সিদ্ধ চাল (পাকিস্তান)	ইউএস নং-২ লাল নরম গম (এফওবি গালফ)	ইউক্রেনীয় মিলিং গম (এফওবি ব্লাক সি)	রাশিয়ান মিলিং গম (এফওবি ব্লাক সি)
জুলাই/২১	৩৯৯	৩৯৫	৩৫৮	৪০৮	২৫১	২৩৯	২৪১
আগস্ট/২১	৩৮২	৩৮৫	৩৫২	৩৮৯	২৭৩	২৮০	২৮৩
সেপ্টেম্বর/২১	৩৭৮	৪০৫	৩৫৭	৩৭৮	২৬৭	৩০১	৩০৪
অক্টোবর/২১	৩৮১	৪২৪	৩৫৭	৩৭৬	২৯৬	৩১৪	৩১৫
নভেম্বর/২১	৩৭৮	৪২৩	৩৫০	৩৭৬	৩৩০	৩৩৭	৩৩৮
ডিসেম্বর/২১	৩৭৫	৩৯৭	৩৫১	৩৬১	৩২৯	৩৩৪	৩৩৬
জানুয়ারি/২২	৩৯৬	৩৮২	৩৭২	৩৮০	৩২৭	৩৩২	৩৩৩
ফেব্রুয়ারি/২২	৩৯৮	৩৮৯	৩৬৮	৩৮৬	৩৩৫	৩১৫	৩১৬
মার্চ/২২	৩৯৯	৪০৬	৩৬৪	৩৮০	৪৫৪	৪৩৮	৪৪৮
এপ্রিল/২২	৪১৪	৪১২	৩৫৯	৩৭৯	৪৩৩	৩৮৫	৩৯৫
মে/২২	৪৪৪	৪১৭	৩৪৭	৩৮৯	৪৪০	৩৭৫	৩৯৯
জুন/২২	৪২৪	৪০৬	৩৫৯	৪১২	৪৮০	৪৩০	৪২৩
গড়(২০২১-২২)	৩৯৭	৪০৩	৩৫৮	৩৮৫	৩৫১	৩৪০	৩৪৪

সূত্র: Live Rice Index, www.fao.org and agrimarket.info



লেখচিত্র ১০: চালের আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য পরিস্থিতি



লেখচিত্র ১১: গমের আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য পরিস্থিতি

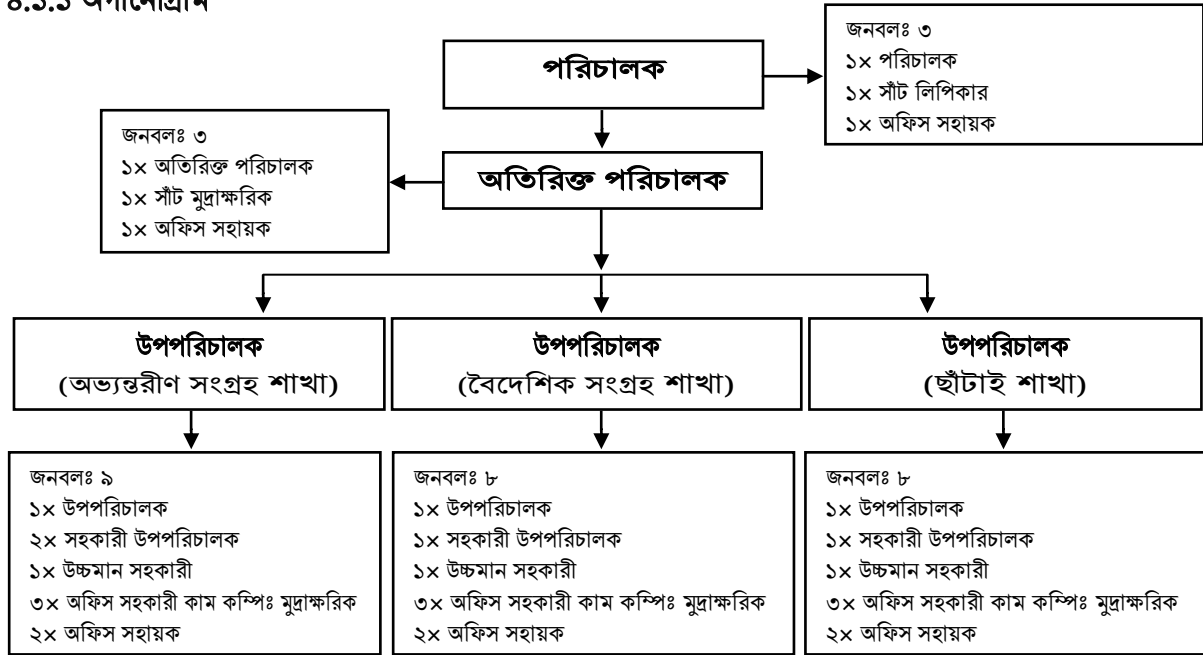
করোনা মহামারি এবং রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে ২০২১-২২ অর্থ বছরে খাদ্যশস্যের গড় মূল্য পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল, যার প্রভাব বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজারেও পড়েছিল।



## 8.0 সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনা

### 8.1 সংগ্রহ বিভাগ

#### 8.1.1 অর্গানোগ্রাম



#### 8.1.2 সংগ্রহ বিভাগের কার্যক্রম

উৎপাদক কৃষকদের উৎসাহ মূল্য প্রদান, বাজারদর যৌক্তিক পর্যায়ে স্থিতিশীল রাখা, খাদ্য নিরাপত্তা মজুত গড়ে তোলা এবং সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থায় সরবরাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সরকার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী খাদ্যশস্য সংগ্রহ করাই সংগ্রহ বিভাগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সে লক্ষ্যে সংগ্রহ বিভাগ হতে প্রতিবছর সরকার ঘোষিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভ্যন্তরীণভাবে আমন ও বোরো ধান-চাল এবং গম সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

সংগ্রহ কার্যক্রম ছাড়াও সংগ্রহ বিভাগ থেকে অভ্যন্তরীণভাবে সংগৃহীত ধান, চাল ও গম এবং বিদেশ থেকে আমদানিকৃত ঢালা গম বস্তাবন্দীকরণের লক্ষ্যে প্রতি অর্ধবছরভিত্তিক প্রণয়নকৃত এপিপি অনুযায়ী ৩০ কেজি ও ৫০ কেজি ধারণক্ষম চটের বস্তা ক্রয় করা হয়। এছাড়া সংগ্রহ বিভাগ থেকে বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী বৈদেশিক সূত্র হতে গম আমদানির পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। পাশাপাশি সংগ্রহ বিভাগে মিলিং শাখা হতে ধান ছাঁটাই সংক্রান্ত বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা প্রদান এবং মন্ত্রণালয় হতে মিলিং সংক্রান্ত প্রাপ্ত যে কোন নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সংগৃহীত খাদ্যশস্য সার্বক্ষণিকভাবে খাদ্যপযোগী রাখার স্বার্থে কীটনাশক ক্রয় ও বিতরণ সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নের দায়িত্ব সংগ্রহ বিভাগের উপর ন্যস্ত। এছাড়া সরকার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের স্বার্থে সংগ্রহ চলাকালীন সহায়ক নির্দেশনা মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ এবং তা নিবিড় পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম সংগ্রহ বিভাগ থেকে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বিনির্দেশ সম্মত ধান, চাল ও গম ক্রয় করা হচ্ছে কিনা এবং সংগৃহীত চালের গুণগত মান নিশ্চিতকল্পে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি সংগ্রহ বিভাগ থেকেও নিবিড় তদারকি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

#### 8.1.3 ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সংগ্রহ বিভাগ হতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

##### (ক) অভ্যন্তরীণ সংগ্রহঃ (২০২১-২০২২ অর্থ বছর)

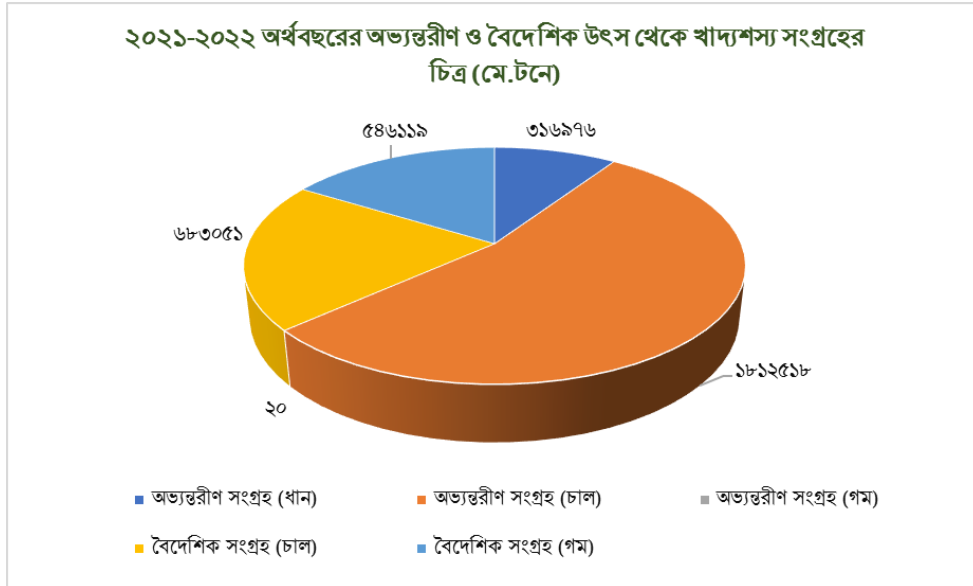
ক্র. নং	ধান	চাল	চালের আকারে	গম
১.	৩,১৬,৯৭৬	১৮,১২,৫১৮	২০,১৯,৭৮৭	২০

হিসাব মে.টনে

##### (খ) বৈদেশিক সংগ্রহঃ (২০২১-২০২২ অর্থ বছর)

ক্র: নং	চাল	গম
১.	৬,৮৩,০৫১	৫,৪৬,১১৯

হিসাব মে.টনে



লেখচিত্র ১২: খাদ্যশস্য সংগ্রহের চিত্র

**(গ) চটের খালি বস্তা ক্রয়**

ক্রঃ নং	বস্তার ধরণ	ক্রয়কৃত বস্তা
১.	৩০ কেজি ধারণক্ষম	৫,৫১,০৪,৩০০ পিস
২.	৫০ কেজি ধারণক্ষম	৩,০৪,৫৪,১০০ পিস
মোট=		৮,৫৫,৫৮,৪০০ পিস

**(ঘ) কীটনাশক ক্রয় (২০২১-২০২২ অর্থ বছর)**

উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ১০,০০০ কেজি এ্যালুমিনিয়াম ফসফাইট ট্যাবলেট কীটনাশক ক্রয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। মাঠ পর্যায়ের চাহিদা অনুযায়ী কীটনাশক বরাদ্দ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

**৪.১.৪ ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা**

চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে ধান ও চাল ২৪.৯০ লাখ মে.টন ও গম ৬.৫০ লাখ মে.টন ক্রয়ের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

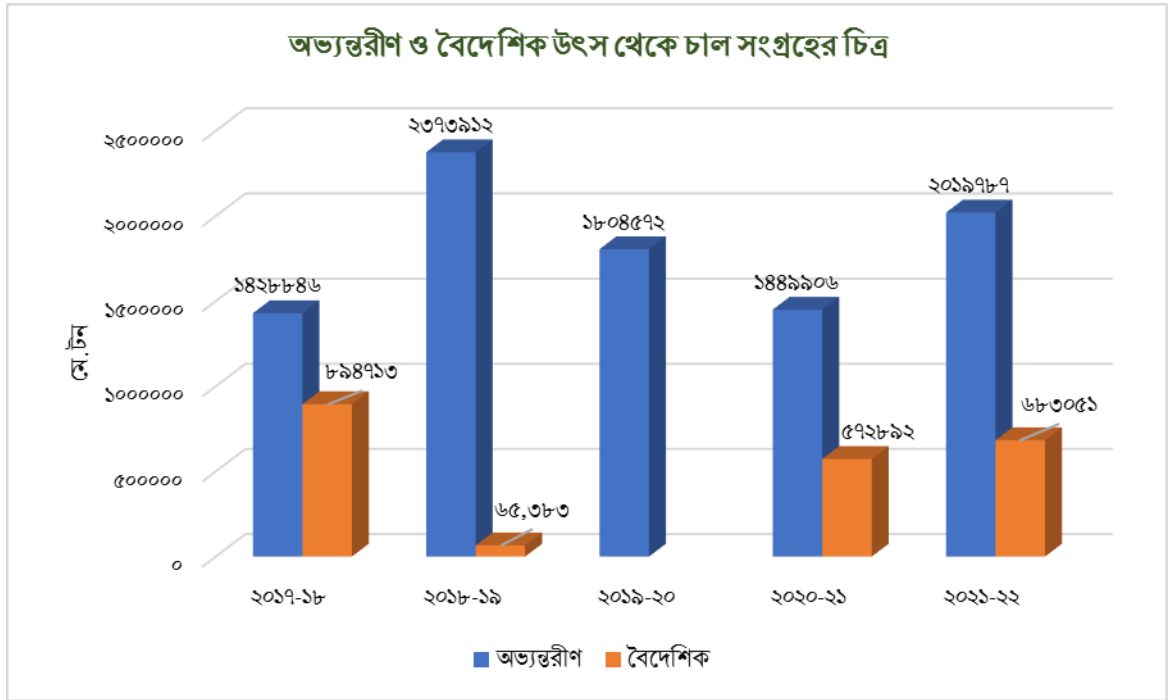
২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ৩০ কেজি ও ৫০ কেজি ধারণক্ষম মোট ৭.৫০ কোটি পিস বস্তা ক্রয়ের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে। তদনুযায়ী ই-জিপি পদ্ধতিতে উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে বস্তা ক্রয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নির্ধারিত সময়ে বিনির্দেশ সম্মত বস্তা নির্দিষ্ট কেন্দ্রে পৌঁছানোর জন্য সংগ্রহ বিভাগ থেকে নিবিড় তদারকি কার্যক্রম পরিচালনার একটি পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।

এছাড়া ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ১৫,০০০ কেজি এ্যালুমিনিয়াম ফসফাইট ট্যাবলেট ও ১২,০০০ লিটার তরল কীটনাশক ক্রয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সে মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

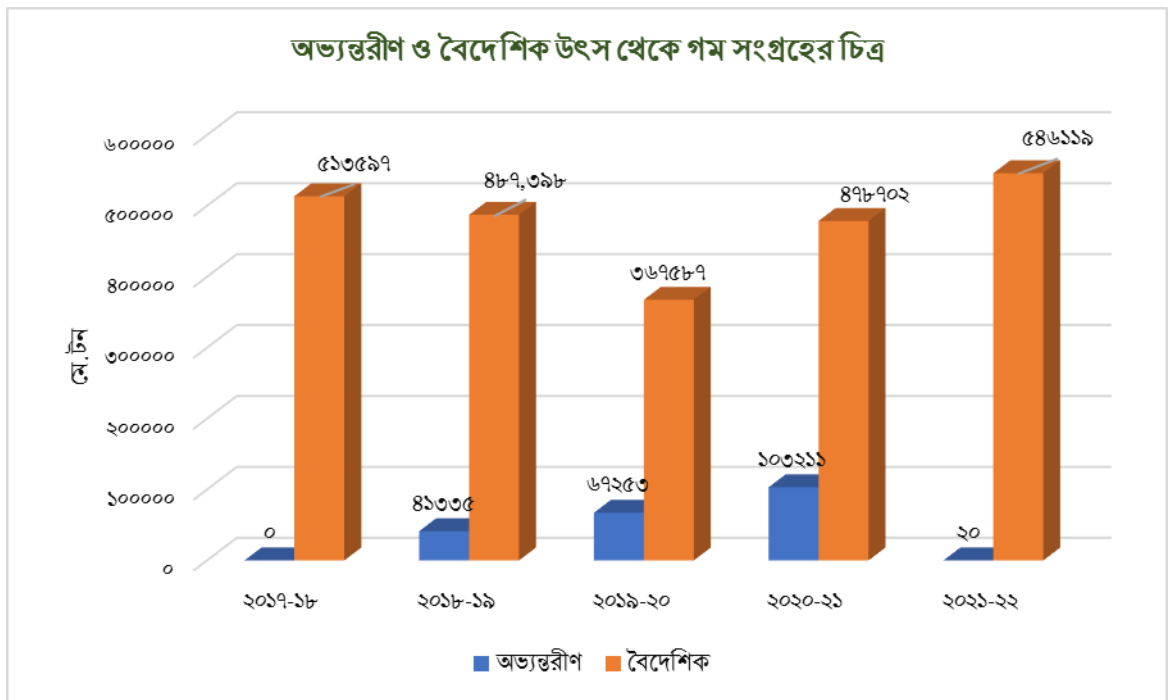
**৪.১.৫ বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের সংগ্রহ চিত্র**

সারণি ১১: বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক (আমদানি) সূত্র হতে সংগৃহীত চাল ও গমের তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হলো

ক্র: নং	অর্থবছর	সংগ্রহের উৎস	সংগৃহীত পরিমাণ (মে.টন)	
			চাল	গম
১.	২০১৭-১৮	অভ্যন্তরীণ	১৪,২৮,৮৪৬	০
		বৈদেশিক	৮,৯৪,৭১৩	৫,১৩,৫৯৭
২.	২০১৮-১৯	অভ্যন্তরীণ	২৩,৭৩,৯১২	৪১,৩৩৫
		বৈদেশিক	৬৫,৩৮৩	৪,৮৭,৩৯৮
৩.	২০১৯-২০	অভ্যন্তরীণ	১৮,০৪,৫৭২	৬৭,২৫৩
		বৈদেশিক	০	৩,৬৭,৫৮৭
৪.	২০২০-২১	অভ্যন্তরীণ	১৪,৪৯,৯০৬	১,০৩,২১১
		বৈদেশিক	৫,৭২,৮৯২	৪,৭৮,৭০২
৫.	২০২১-২২	অভ্যন্তরীণ	২০,১৯,৭৮৭	২০
		বৈদেশিক	৬,৮৩,০৫১	৫,৪৬,১১৯



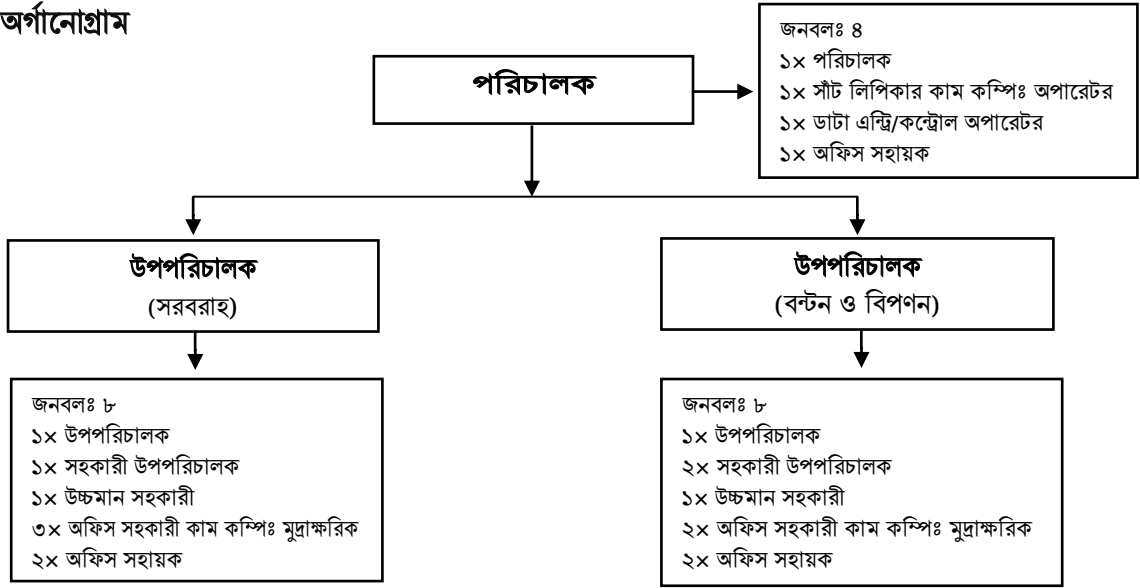
লেখচিত্র ১৩: অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস থেকে চাল সংগ্রহের চিত্র



লেখচিত্র ১৪: অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস থেকে গম সংগ্রহের চিত্র

## ৪ সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ

### ৪.২.১ অর্গানোগ্রাম



খাদ্য মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে প্রধান। রাষ্ট্রীয়ভাবে খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গত শতাব্দির চল্লিশের দশকে শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে “বেঙ্গাল সিভিল সাপ্লাই বিভাগ” প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে কলিকাতায় এবং পরে প্রধান প্রধান শহরে বিধিবদ্ধ রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীতে সংশোধিত রেশনিং ব্যবস্থা মফস্বল পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়। ভারতবর্ষ বিভক্তির পর হতে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সাপ্লাই বিভাগ নামে খাদ্য বিভাগ তার কর্মকান্ড পরিচালনা করে।

এরপর অনেক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে খাদ্য মন্ত্রণালয় খাদ্য ব্যবস্থাপনার গুরু দায়িত্ব পালন করতে থাকে। ১৯৭২ সালে এটির নামকরণ করা হয় খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রণালয়। নিজস্ব খাদ্য উৎপাদন দ্বারা দেশের চাহিদা না মেটায় বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আন্তর্জাতিক বাজার থেকে খাদ্য আমদানির পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে খাদ্যশস্য মজুত ও সরবরাহের মাধ্যমে মূল্য নিয়ন্ত্রণের ভারসাম্য ও কার্যকরী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়াও কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা), ভিজিডি, ভিজিএফ, রেশনিং ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণের ফলে খাদ্য মূল্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে চলে আসে।

খাদ্য অধিদপ্তরের কাজ মূলত দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে সরকারী সংরক্ষণাগারে তা মজুত করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন খাতে খাদ্যশস্য বিতরণ করা, খাদ্যশস্যের বাজার স্থিতিশীল রাখা, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদানুযায়ী স্বল্পমূল্যে খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, আপদকালে খাদ্য সহায়তা প্রদান এবং উদ্বৃত্ত অঞ্চল হতে ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্যশস্য প্রেরণ, কৃষকের নিকট হতে মূল্য সহায়তার মাধ্যমে ধান ও গম ক্রয় এবং চালকল মালিকের নিকট হতে চাল সরকারি খাদ্য গুদামে অভ্যন্তরীণভাবে সংগ্রহ করা। এছাড়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য কারণে দেশে খাদ্যশস্যের ঘাটতি হলে তা আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা।

### ৪.২.২ সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ ব্যবস্থাঃ পিএফডিএস

দেশের সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টিকে সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। দেশের মানুষের খাদ্য চাহিদা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্যশস্য অভ্যন্তরীণ উৎপাদন থেকে সংগ্রহ ও বিদেশ থেকে আমদানি করা হয় এবং পিএফডিএস খাতে সরবরাহ করে খাদ্যশস্যের বাজার দর স্থিতিশীল রাখা হয় এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে দুঃস্থ ও নিম্নআয়ের মানুষের জন্য খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়। পিএফডিএস খাত প্রধানতঃ আর্থিক ও অ-আর্থিক খাতে বিভক্ত।

### ৪.২.৩ আর্থিক খাত

দেশের সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টিকে সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। দেশের মানুষের খাদ্য চাহিদা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্যশস্য অভ্যন্তরীণ উৎপাদন থেকে সংগ্রহ ও বিদেশ থেকে আমদানি করা হয় এবং পিএফডিএস খাতে সরবরাহ করে খাদ্যশস্যের বাজার দর স্থিতিশীল রাখা হয় এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে দুঃস্থ ও নিম্নআয়ের মানুষের জন্য খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়। পিএফডিএস খাত প্রধানতঃ আর্থিক ও অ-আর্থিক খাতে বিভক্ত।

### ৪.২.৩.১ খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি

নিরন্ন মানুষের বিষয় মুখে ক্ষুধায় অন্ন তুলে দেওয়ার ব্রত নিয়েই খাদ্য অধিদপ্তরের পথ চলা। সে লক্ষ্যে অন্যান্য কর্মসূচীর পাশাপাশি বর্তমানে খাদ্য অধিদপ্তর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভালবাসায় সিন্ধু ‘খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি’ বাস্তবায়ন করছে। ‘শেখ হাসিনার বাংলাদেশ- ক্ষুধা হবে নিরুদ্দেশ।’ এই শ্লোগানকে সামনে রেখে গত ০৭/০৯/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে কুড়িগ্রাম জেলার

চিলমারী উপজেলায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি উদ্বোধন করা হয়।

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় ৫০ লাখ পরিবার অর্থাৎ দেশের প্রায় ২.৫ কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় ২০১৬ সাল থেকে ব্র্যান্ডিং কর্মসূচি হিসাবে দেশের পল্লি অঞ্চলের অতিদরিদ্র জনসাধারণকে স্বল্পমূল্যে খাদ্য সহায়তা দেয়ার জন্য খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় সারাদেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে ৫০ লাখ হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে কর্মাভাবকালীন (সাধারণত যে সময় গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে) ৫ মাস (মার্চ-এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর) প্রতিকেজি ১০/- টাকা দরে মাসে ৩০ কেজি হারে চাল বিতরণ করা হচ্ছে। গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে ৭.৫০ লাখ মে.টন চাল বিতরণ হয়েছে। এ কর্মসূচিতে ২০১৬-২০১৭ হতে ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত ৪১.০৬ লাখ মে.টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট লক্ষ্য যথা সময়ের আগেই অর্জনের ক্ষেত্রে এ কর্মসূচি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে বলে খাদ্য অধিদপ্তর মনে করে। বর্তমানে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির মোট উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যা ৫০,১০,৫০৯ টি। আগামী ২০২২-২৩ অর্থবছরে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে প্রতিকেজি চাল ১৫/- (পনের) টাকা দরে সরবরাহ করা হবে।

### ৪.২.৩.২ খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয়ঃ (ওএমএস)

খাদ্যশস্যের বাজার দরে উর্দ্ধগতি রোধ এবং দরিদ্র ও নিম্নআয়ভুক্ত মানুষের কষ্ট লাঘবের লক্ষ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ওএমএস কর্মসূচিতে চাল ও আটা বিতরণ করা হয়। এ কর্মসূচিতে মূলতঃ দরিদ্র ও নিম্নআয়ভুক্ত শ্রেণীর মানুষ সশ্রমী মূল্যে খাদ্য সহায়তা লাভ করে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বিভিন্ন সময়ে ঢাকা মহানগর, শ্রমঘন ৪টি জেলা (ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও নরসিংদী), অন্যান্য ১০টি সিটি কর্পোরেশন (চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর, ময়মনসিংহ, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও কুমিল্লা) এবং সকল জেলা সদর ও জেলা সদর বহির্ভূত ক, খ ও গ শ্রেণীর পৌরসভায় ওএমএস কার্যক্রমে চাল ও আটা বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। ওএমএস কার্যক্রমে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ৪,৬৬,৫৫৫.৬৬৯ মে.টন চাল বিক্রয় করা হয়েছে।

ময়দা মিলের মাধ্যমে গম পেষণপূর্বক ওএমএস ডিলারের মাধ্যমে খোলাবাজারে আটা বিক্রয় খাদ্য অধিদপ্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। এ কার্যক্রমের আওতায় গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৪,২২,৬৮৮.৫৪৯ মে.টন গমের প্রায় ৩,২৫,১৪৫ মে.টন ফলিত আটা বিতরণ করা হয়েছে (৭৭% রেশিও অনুযায়ী)।

### ৪.২.৩.৩ প্যাকেট আটা বিক্রয়ঃ

পোস্টগোলা সরকারি আধুনিক ময়দা মিল হতে উৎপাদিত প্যাকেট আটা গত ০৮.০৬.২০২১ খ্রি. তারিখ হতে ঢাকা রেশনিং দপ্তর এর মাধ্যমে ঢাকা মহানগরের ওএমএস বিক্রয় কেন্দ্রে বিক্রি করা হচ্ছে। গত ২০২১-২২ অর্থবছরে পোস্টগোলা সরকারি আধুনিক ময়দা মিলের ২,৭১৮.১২০ মে.টন প্যাকেট আটা বিক্রি করা হয়েছে।

এছাড়াও ঢাকা রেশনিং দপ্তর এর মাধ্যমে ইনোভেশন এর আওতায় ঢাকা মহানগরে (সচিবালয়ের অভ্যন্তরে, মতিঝিল ও আজিমপুর এবং আগারগাও সমবায় বাজারে) ৪টি বিক্রয় কেন্দ্রে বেসরকারি ময়দা মিলের ২ কেজির প্যাকেট আটা বিক্রির কার্যক্রম চলমান আছে। গত ২০২১-২২ অর্থবছরে বেসরকারি ময়দা মিলের ১,৬৯৭.২৫০ মে.টন প্যাকেট আটা বিক্রি করা হয়েছে।

### ৪.২.৩.৪ এলইআই খাতে খাদ্যশস্য সরবরাহ

বাংলাদেশীয় চা-সংসদের আওতাভুক্ত চা-বাগানসমূহে কর্মরত গরিব ও দুঃস্থ শ্রমিকদের মাঝে ওএমএস দরে (প্রতিকেজি চাল ২৮/- টাকা এবং প্রতিকেজি গম ১৪/- টাকা) খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হয়। এ কর্মসূচিতে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ২০,২৩৮.৫৫৫ মে.টন গম বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশীয় চা সংসদের আওতাভুক্ত ১০৬টি চা বাগানের শ্রমিকদেরকে এলইআই খাতে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হচ্ছে।

### ৪.২.৪ অ-আর্থিক (Non-Monetized) খাতে বিতরণ

অ-আর্থিক খাতে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয় এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টিত অন্তর্ভুক্ত ভিজিডি, ভিজিএফ (ব্রাণ ও মৎস্য), জিআর, কাবিখা (ব্রাণ, ভূমি ও আশ্রয়ণ) টিআর, স্কুল ফিডিং অ-আর্থিক খাত হিসেবে বিবেচিত।

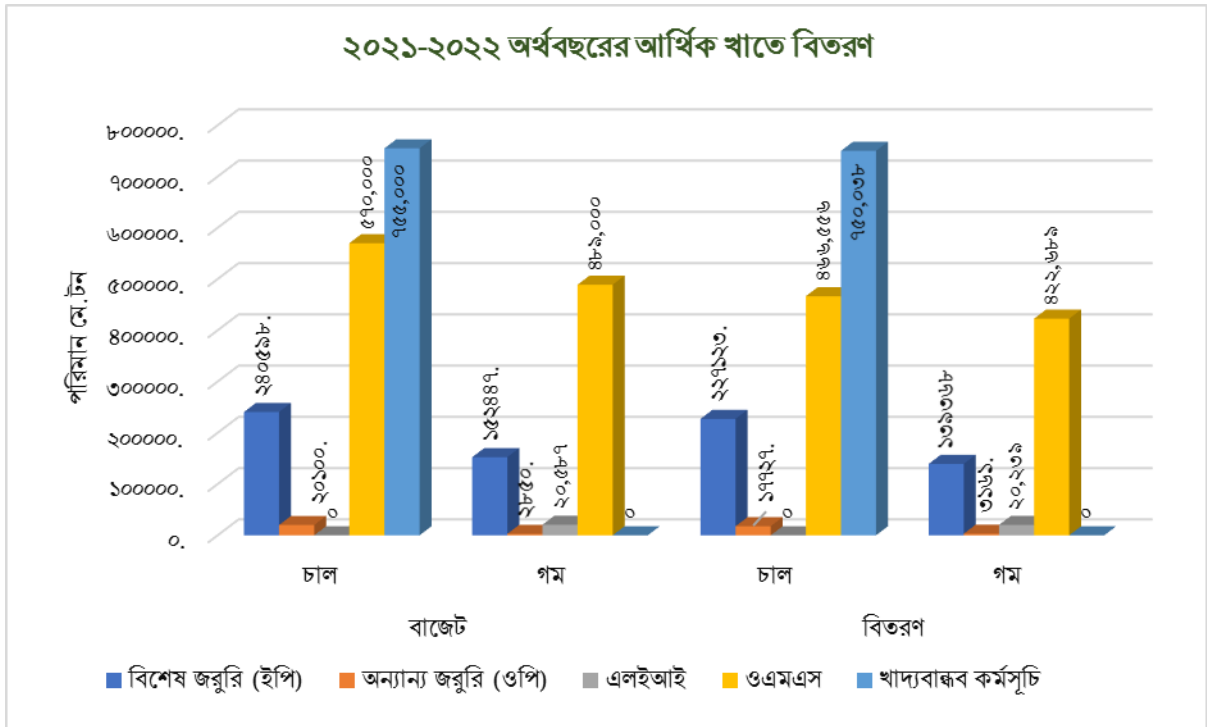
বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর দারিদ্র মোচনকে অন্যতম সমস্যা বিবেচনা করে নানামুখী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। দেশের সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তামূলক নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। আয় বর্ধন, কর্মসৃজন, শ্রম বিনিয়োগ ইত্যাদি বাস্তবায়নের জন্য সরকার নানামুখী উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে।

বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী ২০২১-২০২২ অর্থবছরে পিএফডিএস-এ খাতভিত্তিক খাদ্যশস্য বিতরণের হিসাব নিম্নে দেখানো হলোঃ

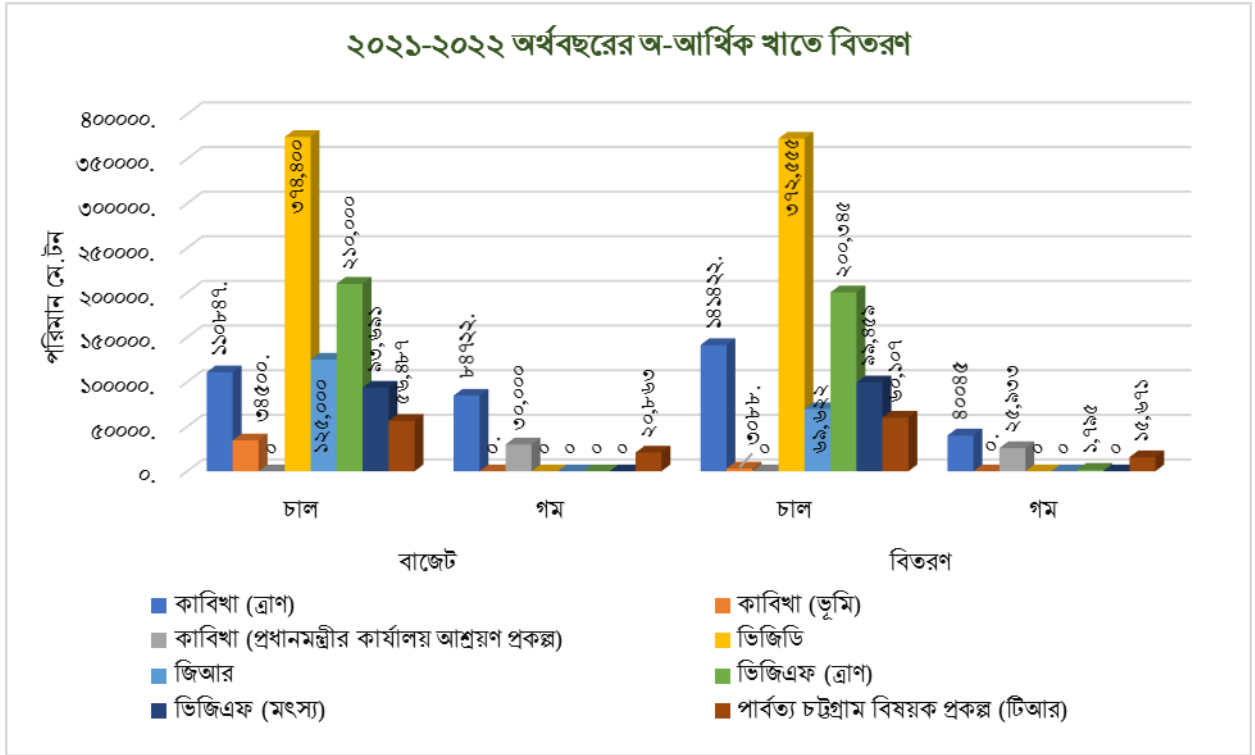
## সারণি ১২: পিএফডিএস খাতে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের খাদ্যশস্যের বাজেট ও বিলি-বিতরণ

হিসাবঃ মেঃ টনে

খাতসমূহ	সংশোধিত বাজেট			০১ জুলাই'২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট বিতরণ			
	চাল	গম	মোট	চাল	গম	মোট	
আর্থিক খাত	বিশেষ জরুরি (ইপি)	২৪০,৫৯৮	১৫২,৪৪৭	৩৯৩,০৪৫	২২৭,১২৩	১৩৯,৩৬৮	৩৬৬,৪৯১
	অন্যান্য জরুরি (ওপি)	২০,১০০	২,৮৫০	২২,৯৫০	১৭,৭২৭	৩,১৬১	২০,৮৮৮
	এলইআই	০	২০,৫৮৭	২০,৫৮৭	০	২০,২৩৯	২০,২৩৯
	ওএমএস	৫৭০,০০০	৪৮৯,০০০	১,০৫৯,০০০	৪৬৬,৫৫৬	৪২২,৬৮৯	৮৮৯,২৪৪
	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি	৭৫৫,০০০	০	৭৫৫,০০০	৭৫০,০৩৮	০	৭৫০,০৩৮
উপ-মোট =		১,৫৮৫,৬৯৮	৬৬৪,৮৮৪	২,২৫০,৫৮২	১,৪৬১,৪৪৩	৫৮৫,৪৫৬	২,০৪৬,৮৯৯
ভা-আর্থিক খাত	কাবিখা (ত্রাণ)	১১০,৮৪৭	৮৪,৭২২	১৯৫,৫৬৯	১৪১,৪২২	৪০,০৪৫	১৮১,৪৬৭
	কাবিখা (ভূমি)	৩৪,৫০০	০	৩৪,৫০০	৩,০৮৮	০	৩,০৮৮
	কাবিখা (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আশ্রয়ণ প্রকল্প)	০	৩০,০০০	৩০,০০০	০	২৫,৯৩৩	২৫,৯৩৩
	ভিজিডি	৩৭৪,৪০০	০	৩৭৪,৪০০	৩৭২,৫৫৫	০	৩৭২,৫৫৫
	জিআর	১২৫,০০০	০	১২৫,০০০	৬৯,৬২২	০	৬৯,৬২২
	ভিজিএফ (ত্রাণ)	২১০,০০০	০	২১০,০০০	২০০,৩৪৫	১,৭৯৫	২০২,১৪০
	ভিজিএফ (মৎস্য)	৯৩,৬৯১	০	৯৩,৬৯১	৯৯,৪৫৯	০	৯৯,৪৫৯
	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রকল্প (টিআর)	৫৬,৪৮৭	২০,৮৬৩	৭৭,৩৫০	৬০,১০৭	১৫,৬৭১	৭৫,৭৭৮
উপ-মোট =		১,০০৪,৯২৫	১৩৫,৫৮৫	১,১৪০,৫১১	৯৪৬,৫৯৭	৮৩,৪৪৪	১,০৩০,০৪১
অন্যান্য (বন্যায় ক্ষতি)		০	০	০	১৯৮	০	১৯৮
সর্বমোট =		২,৫৯০,৬২৩	৮০০,৪৬৯	৩,৩৯১,০৯২	২,৪০৮,২৩৮	৬৬৮,৯০০	৩,০৭৭,১৩৮



লেখচিত্র ১৫: আর্থিক খাতে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের খাদ্যশস্যের বাজেট ও বিতরণের চিত্র



লেখচিত্র ১৬: অ-আর্থিক খাতে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের খাদ্যশস্যের বাজেট ও বিতরণের চিত্র

### ৪.২.৫ মাসভিত্তিক চাল ও আটার বাজার দর

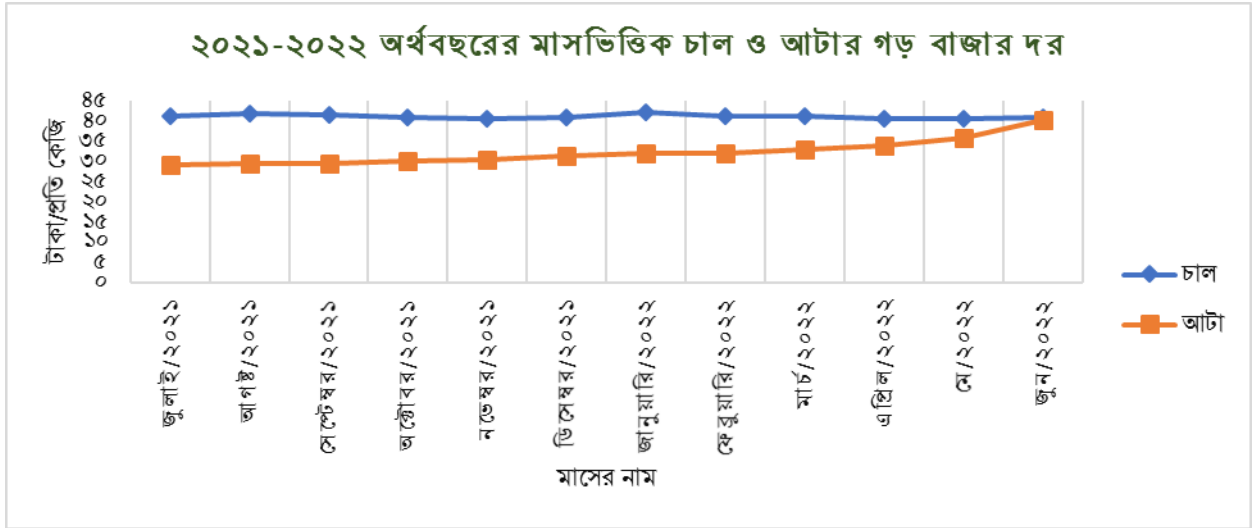
সুপারিকল্পিতভাবে ২০০৯-২০২২ সালে সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার (পিএফডিএস) খাতসমূহে খাদ্যশস্যের বরাদ্দ, বিলি-বিতরণ এবং তদারকি ও মনিটরিং এর ফলে বাজারে খাদ্যশস্যের সরবরাহ ও বাজার মূল্য স্থিতিশীল ছিল। জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ায় সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন হয়েছে এবং ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের চাল ও আটার মাস ভিত্তিক গড় বাজার মূল্য নিম্নে দেখানো হলোঃ

#### ২০২১-২০২২ অর্থবছরের মাস ভিত্তিক গড় বাজার দর

হিসাবঃ টাকা/প্রতিকেজি

মাসের নাম	চাল	আটা
জুলাই/২০২১	৪১.০৯	২৯.০৬
আগস্ট/২০২১	৪১.৬৬	২৯.২৯
সেপ্টেম্বর/২০২১	৪১.৪৮	২৯.৪৬
অক্টোবর/২০২১	৪০.৭০	২৯.৯৪
নভেম্বর/২০২১	৪০.৪৬	৩০.২২
ডিসেম্বর/২০২১	৪০.৭৫	৩১.২৬
জানুয়ারি/২০২২	৪১.৯৬	৩১.৭৯
ফেব্রুয়ারি/২০২২	৪১.০৭	৩১.৯০
মার্চ/২০২২	৪১.২১	৩২.৭৫
এপ্রিল/২০২২	৪০.৫৮	৩৩.৭৯
মে/২০২২	৪০.৩৪	৩৫.৮৮
জুন/২০২২	৪০.৯২	৪০.০৫

২০২১-২০২২ অর্থবছরের মাস ভিত্তিক গড় বাজার দরের চিত্র



লেখচিত্র ১৭: ২০২১-২০২২ অর্থবছরের মাসভিত্তিক চাল ও আটার গড় বাজার দর

### ৪.২.৬ পুষ্টিচাল বিতরণ

এসডিজি এর ১৭টি লক্ষ্য বা গোলার মধ্যে ২ নম্বর লক্ষ্য SDG-2 (Zero Hunger) এর পুষ্টি সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা (SDG Target 2.1, 2.2) অর্জনে খাদ্য বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন অর্জনে (SDG) ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব/A Zero Hunger World by 2030. ‘নো পোভারটি’ও ‘জিরো হাঙ্গার’ অর্জনের প্রত্যয় ঘোষিত হয়েছে এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দারিদ্র দূরীকরণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়েছে। বর্তমান সরকার খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি পুষ্টি নিরাপত্তার বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশের অরক্ষিত (Vulnerable) অঞ্চলগুলোসহ চিহ্নিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিশুদের বামনতা ও ওজন স্নায়ু হ্রাসের লক্ষ্যে খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারেও দেশের জনসাধারণের পুষ্টি নিশ্চিত করার বিষয়টি অধিকতর গুরুত্বের সাথে বাস্তবায়নের জন্য বলা আছে। এ প্রেক্ষাপটে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সুনির্দিষ্ট টার্গেট গ্রুপ চিহ্নিত করে মাঠ পর্যায়ে পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণে খাদ্যবান্ধব ও ভিজিডি কর্মসূচিতে ভিটামিন এ, বি১, বি১২, ফলিক এসিড, আয়রণ ও জিংক সমৃদ্ধ পুষ্টিচাল বিতরণ করা হচ্ছে।

#### ৪.২.৬.১ মুজিববর্ষে পুষ্টিচাল বিতরণ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে (মুজিব বর্ষে) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যয় অনুসারে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে মোট ১০০টি উপজেলায় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যয় অনুসারে ভিজিডি কর্মসূচিতে মোট ১০০টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ভিজিডি ও খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে পুষ্টিচাল বিতরণ কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

#### ৪.২.৬.২ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে পুষ্টিচাল বিতরণ

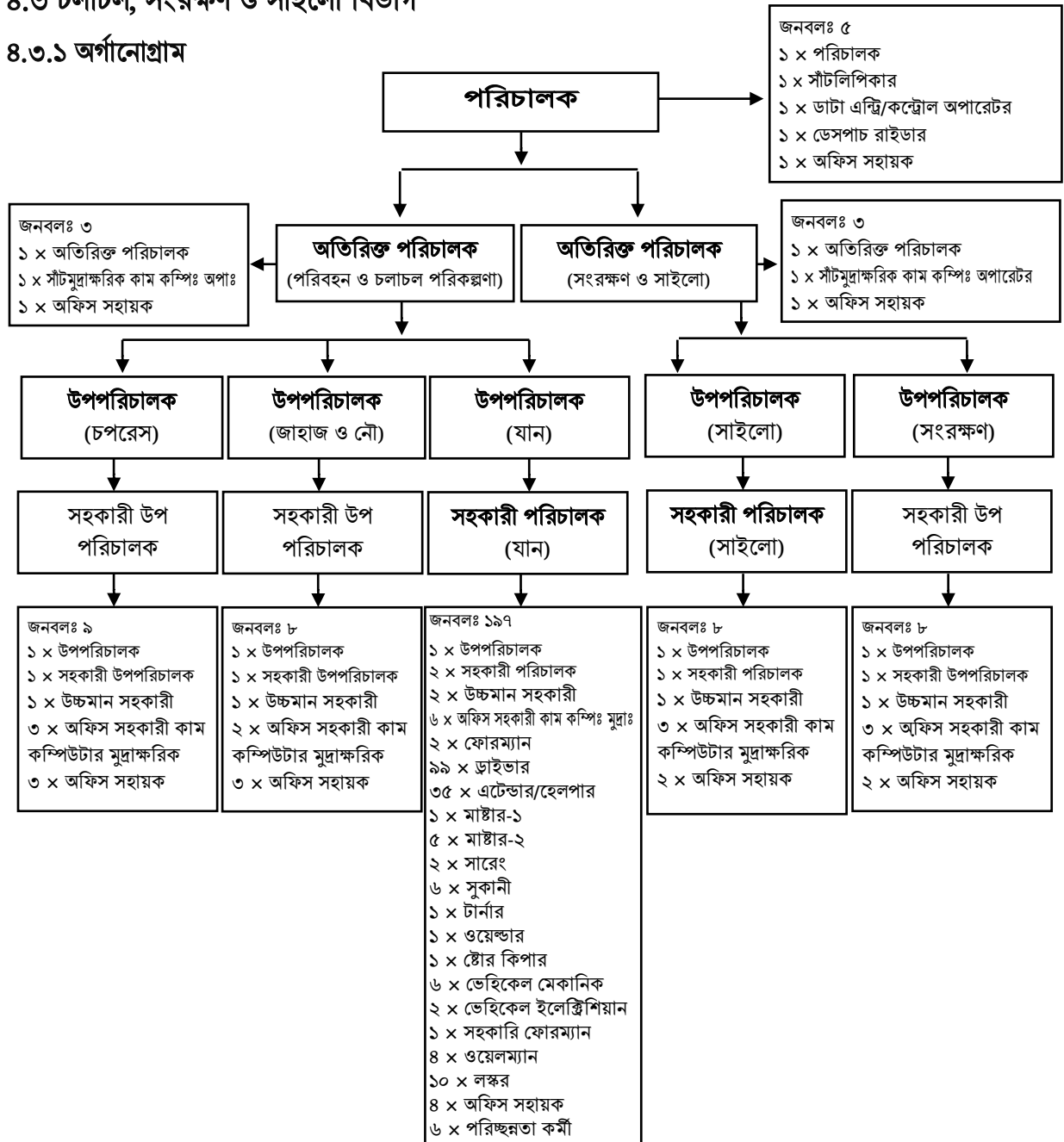
স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে (মার্চ/২০২১ পরবর্তী সময়ে) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যয় অনুসারে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে নতুন আরও ৫০টি উপজেলা অন্তর্ভুক্ত করে সর্বমোট ১৫০টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণের পরিকল্পনা নেয়া হয়। বর্তমানে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে সর্বমোট ২৫১টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ করা হচ্ছে। গত ২০২১-২২ অর্থবছরে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে মোট ১,৮২,১৬৩.৪৮৮ মে.টন পুষ্টিচাল সরবরাহ করা হয়েছে।

অপরদিকে, ২০২১ সালে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যয় অনুসারে ভিজিডি খাতে আরও নতুন ৭০টি উপজেলাসহ সর্বমোট ১৭০টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণের পরিকল্পনা নেয়া হয়। সে মোতাবেক ২০২১-২২ অর্থবছরে ভিজিডি কর্মসূচিতে ১৭০টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। গত ২০২১-২২ অর্থবছরে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে মোট ১,৩১,৪৮৯.৬৪৬ মে.টন পুষ্টিচাল সরবরাহ করা হয়েছে।



## ৪.৩ চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ

### ৪.৩.১ অর্গানোগ্রাম



### ৪.৩.২ চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ

সরকারি খাতে অভ্যন্তরীণ সংগৃহীত ও আমদানিকৃত খাদ্যশস্য প্রয়োজনের নিরিখে স্বল্প ব্যয়ে যথাসম্ভব সঠিক পরিমাণ, সঠিক সময় ও সঠিক স্থানে মজুত ও সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয়, বিভাগীয় ও জেলার অভ্যন্তরীণভাবে জারিকৃত চলাচল সূচির আওতায় নিরাপদ স্থানান্তর করাই চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগের প্রধান কাজ। খাদ্যশস্য মজুত ও চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য উদ্ভূত জেলাসমূহ হতে খাদ্য ঘাটতি জেলাসমূহে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক এই বিভাগের মাধ্যমে চলাচল সূচি বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

### ৪.৩.৩ চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগের মঞ্জুরীকৃত পদের তথ্য

ক্রমিক নং	পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
১.	পরিচালক	১	১	০
২.	অতিরিক্ত পরিচালক	২	২	০
৩.	উপপরিচালক	৫	৩	২
৪.	সহকারী পরিচালক	৩	১	২
৫.	সহকারী উপপরিচালক	৫	৩	০

৬.	উচ্চমান সহকারী	৬	৪	২
৭.	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৭	০৩	১৪
৮.	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর	১	১	০
৯.	ফোরম্যান	২	১	১
১০.	সহকারী ফোরম্যান	১	১	০
১১.	ভি-মেকানিক	৬	৬	০
১২.	ভি-ইলেক্ট্রিশিয়ান	২	১	১
১৩.	স্টোর কিপার	১	০	১
১৪.	ড্রাইভার	৯৯	৪৬	৫৩
১৫.	সারেং	২	০	২
১৬.	হেলপার/এটেন্ডার	৩৫	১২	২৩
১৭.	অফিস সহায়ক	১৫	০৪	১১
১৮.	ডেসপাস রাইডার	১	১	০
১৯.	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	৬	৬	০

### ৪.৩.৪: সরকারি গুদাম ও সাইলোসমূহের ধারণক্ষমতা:

(ধারণক্ষমতা মে.টনে)

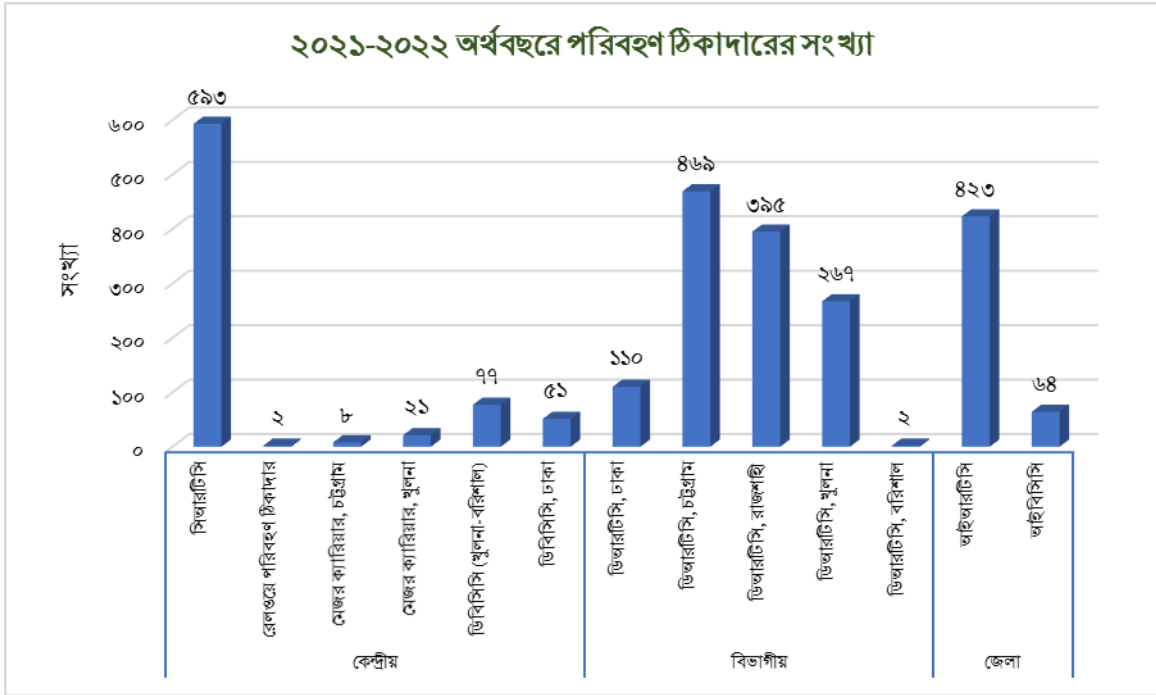
ক্রঃনং	স্থাপনা	কার্যকর স্থাপনার সংখ্যা	অকার্যকর স্থাপনার সংখ্যা	মোট স্থাপনার সংখ্যা	মোট ধারণ ক্ষমতা	মোট কার্যকর ধারণ ক্ষমতা
১	এলএসডি	৫৯৭	৪১	৬৩৮	১৩৩১৮৪৩	১২৫৯০৬৮
২	সিএসডি	১২	০	১২	৫৩৭১০৪	৪৮৯৩৮৮
৩	সাইলো	০৫	১	৬	২৭৫০০০	২৭৫০০০
৪	ফ্লাওয়ার মিল	০১	০	১	১০০০০	১০০০০
৫	ওয়্যারহাউজ	০১	০	১	২৫০০০	১২৫০০
মোট =		৬১৬	৪২	৬৫৮	২১,৭৮,৯৪৭	২০,৪৫,৯৫৬

### ৪.৩.৫ খাদ্যশস্য পরিবহণ ঠিকাদারের সংখ্যা

খাদ্যশস্য পরিবহণের জন্য সারাদেশে মোট ২৪৮২ জন বিভিন্ন শ্রেণির পরিবহণ ঠিকাদার কর্মরত আছেন। পরিবহণ ঠিকাদারগণের শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী তথ্য নিম্নরূপঃ

#### সারণি ১৩: ২০২১-২২ অর্থবছরে পরিবহণ ঠিকাদারের সংখ্যা

পর্যায়	মাধ্যম	সংখ্যা
কেন্দ্রীয়	কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার (সিআরটিসি)	৫৯৩
	রেলওয়ে পরিবহণ ঠিকাদার	০২
	মেজর ক্যারিয়ার, চট্টগ্রাম	০৮
	মেজর ক্যারিয়ার, খুলনা	২১
	ডিবিসিসি (খুলনা-বরিশাল)	৭৭
	ডিবিসিসি, ঢাকা	৫১
বিভাগীয়	ঢাকা বিভাগীয় সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার (ডিআরটিসি, ঢাকা)	১১০
	চট্টগ্রাম বিভাগীয় সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার (ডিআরটিসি, চট্টগ্রাম)	৪৬৯
	রাজশাহী বিভাগীয় সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার (ডিআরটিসি, রাজশাহী)	৩৯৫
	খুলনা বিভাগীয় সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার (ডিআরটিসি, খুলনা)	২৬৭
	বরিশাল বিভাগীয় সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার (ডিআরটিসি, বরিশাল)	০২
জেলা	অভ্যন্তরীণ সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার (আইআরটিসি)	৪২৩
	অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ ঠিকাদার (আইবিসিসি)	৬৪
মোট ঠিকাদারের সংখ্যা =		২৪৮২

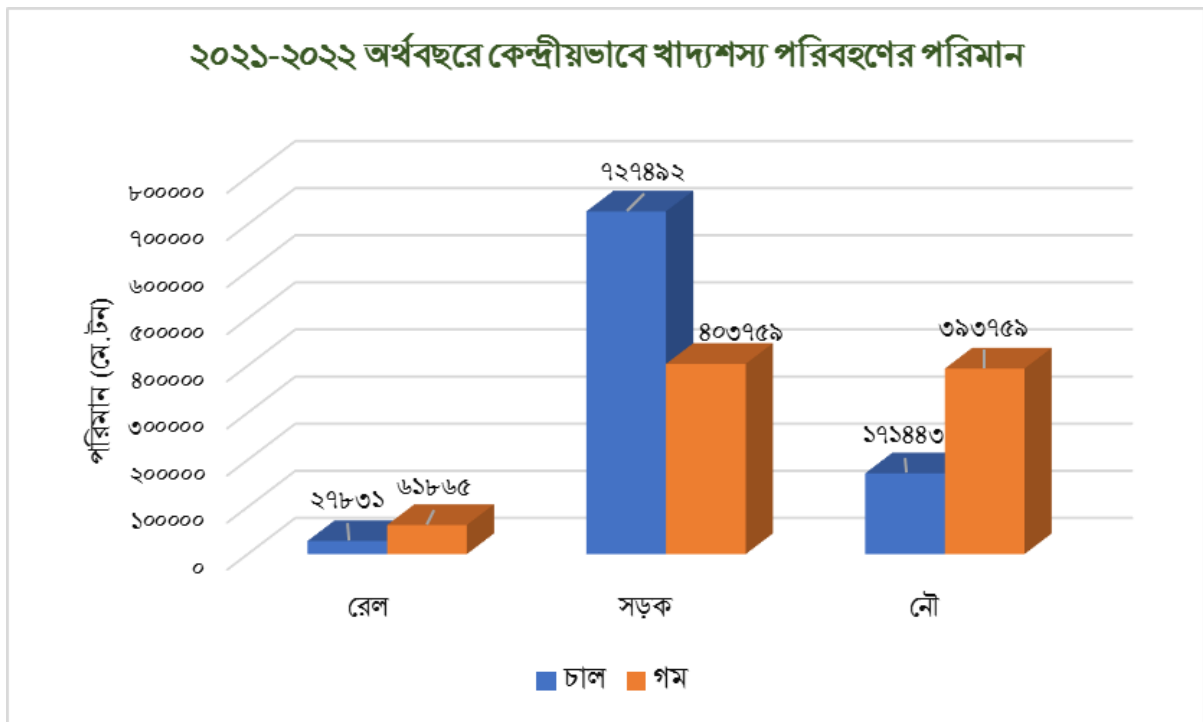


লেখচিত্র ১৮: ২০২১-২০২২ অর্থবছরের পরিবহণ ঠিকাদারের সংখ্যা

### ৪.৩.৬ খাদ্যশস্য পরিবহণ

২০২১-২০২২ অর্থবছরে কেন্দ্রীয়ভাবে খাদ্যশস্য পরিবহণের পরিমাণ

পণ্য	রেল	সড়ক	নৌ	মোট (মে.টন)
চাল (মে.টন)	২৭৮৩১	৭২৭৪৯২	১৭১৪৪৩	৯২৬৭৬৬
গম (মে.টন)	৬১৮৬৫	৪০৩৭৫৯	৩৯৩৭৫৯	৮৫৯৩৮৩
মোট (মে.টন)	৮৯৬৯৬	১১৩১২৫১	৫৬৫২০২	১৭৮৬১৪৯
পরিবহণের হার	৫.০২%	৬৩.৩৪%	৩১.৬৪%	১০০%



লেখচিত্র ১৯: ২০২১-২০২২ অর্থবছরে কেন্দ্রীয়ভাবে খাদ্যশস্য পরিবহণের পরিমাণ

### ৪.৩.৭ চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বৈদেশিকভাবে আমদানিকৃত গম খালাসের তথ্য

#### সারণি ১৪: চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে আমদানিকৃত গম খালাসের তথ্য

ক্রঃনং	বন্দরের নাম	খালাসকৃত পণ্য		মোট (মে.টন)
		চাল (মে.টন)	গম (মে.টন)	
০১	চট্টগ্রাম	২,৮৩,০২৮.৬৬৬	৩,৯৮,৮৮২.৯৭৭	৬,৮১,৯১১.৬৪৩
০২	মোংলা	২,৬১,২৬৪.৮৪০	১,৪৭,২৩৪.৯০১	৪,০৮,৪৯৯.৭৪১
	মোট=	৫,৪৪,২৯৩.৫০৬	৫,৪৬,১১৭.৮৭৮	১০,৯০,৪১১.৩৮৪

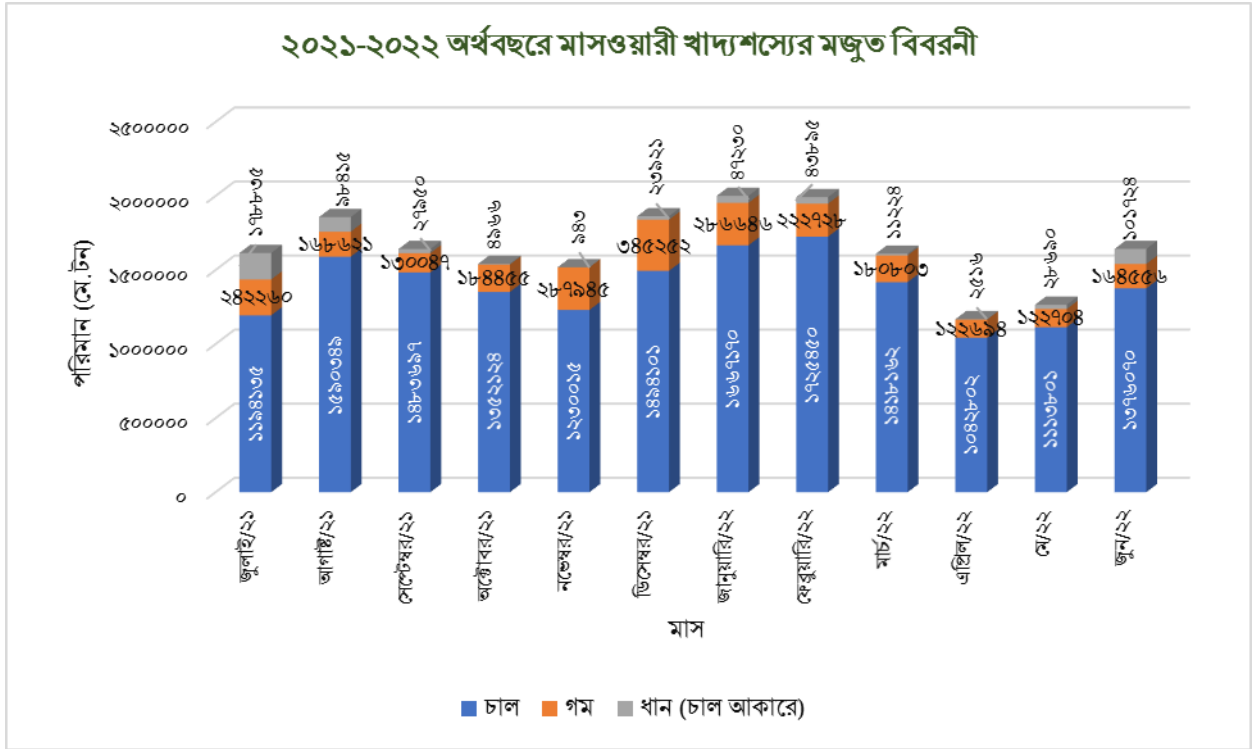
মোট আমদানিকৃত চালের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরে ৫২ % ও মোংলা বন্দরে ৪৮ % এবং গমের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরে ৭৩.০৪ % ও মোংলা বন্দরে ২৬.৯৬ % খালাস হয়েছে। মোট খাদ্যশস্যের ৬২.৫৪ % চট্টগ্রাম বন্দরে ও ৩৭.৪৬ % মোংলা বন্দরে খালাস হয়েছে।

#### ৪.৩.৮ খাদ্যশস্য মজুত

০১ জুলাই ২০২১ খ্রি. তারিখের খাদ্যশস্যের মজুত ছিল সর্বমোট ১৫,২০,৪৩৫ মে.টন। ২০২১-২০২০ অর্থ বছরে সর্বোচ্চ খাদ্যশস্যের মজুত ছিল ২০,০১,০৪৬ মে.টন (বিশ লাখ এক হাজার ছেচল্লিশ)। যার মধ্যে চাল ১৬,৬৭,১৭০ মে.টন, গম ২,৮৬,৬৪৬ মে.টন, ধান ৪৭,২৩০ মে.টন এবং সর্বনিম্ন মজুত ছিল ১১,৬৮,০১২ মে.টন (এগারো লাখ আটষট্টি হাজার বারো)। যার মধ্যে চাল ১০,৪২,৮০২ মে.টন ও গম ১,২২,৬৯৪ মে.টন ধান ২৫১৬ মে.টন।

#### সারণি ১৫: ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মাসওয়ারী খাদ্যশস্যের মজুত বিবরণী

মাস	চাল (মে.টন)	গম (মে.টন)	ধান (চাল আকারে)	মোট (মে.টন)
১	২	৩	৪	৫
জুলাই/২১	১১৯৪১৩৫	২৪২২৬০	১৭৮৮৩৫	১৬১৫২৩০
আগাষ্ট/২১	১৫৯০৩৪৯	১৬৮৬২১	৯৮৪১৫	১৮৫৭৩৮৫
সেপ্টেম্বর/২১	১৪৮৩৬৯৭	১৩০০৪৭	২৭৯৫০	১৬৪১৬৯৪
অক্টোবর/২১	১৩৫২১২৪	১৮৪৪৫৫	৪৯৬৬	১৫৪১৫৪৫
নভেম্বর/২১	১২৩০০১৫	২৮৭৯৪৫	৯৪৩	১৫১৮৯০৩
ডিসেম্বর/২১	১৪৯৪১০১	৩৪৫২৫২	২৩৯২১	১৮৬৩২৭৪
জানুয়ারি/২২	১৬৬৭১৭০	২৮৬৬৪৬	৪৭২৩০	২০০১০৪৬
ফেব্রুয়ারি/২২	১৭২৫৪৫০	২২২৭২৮	৪৩৮৯৫	১৯৯২০৭৩
মার্চ/২২	১৪১৮১৬২	১৮০৮০৩	১১২২৪	১৬১০১৮৯
এপ্রিল/২২	১০৪২৮০২	১২২৬৯৪	২৫১৬	১১৬৮০১২
মে/২২	১১১৩৮০১	১২২৭০৪	২৮৬৯০	১২৬৫১৯৫
জুন/২২	১৩৭৬০৭০	১৬৪৫৫৬	১০১৭২৪	১৬৪২৩৫০



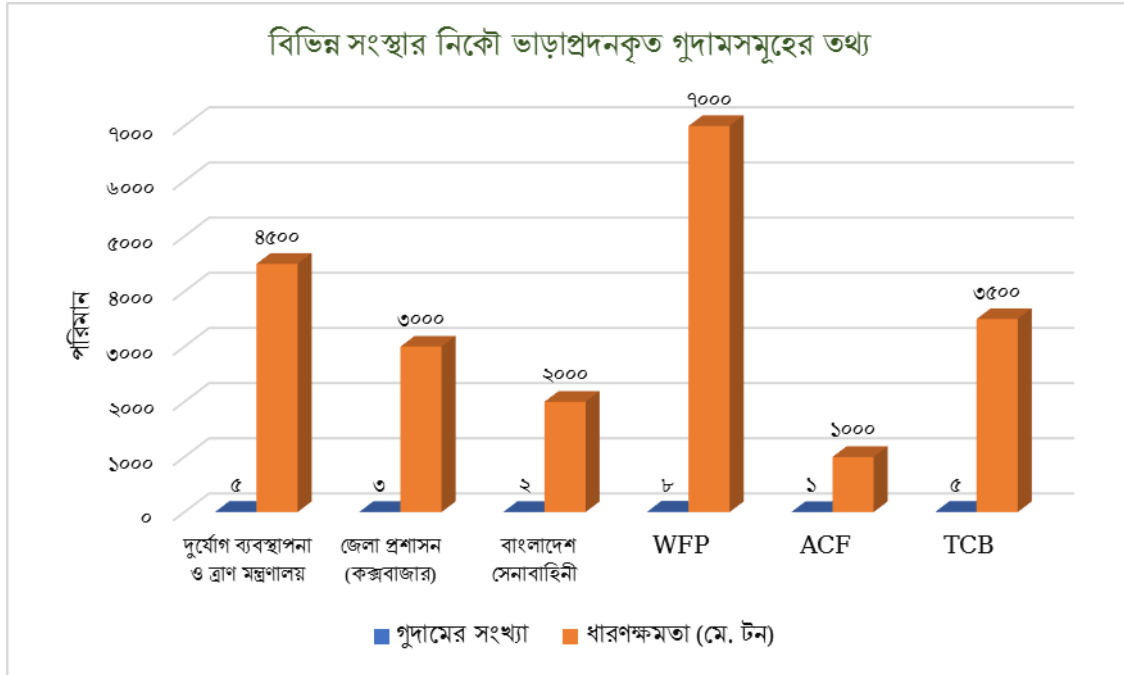
**লেখচিত্র ২০: ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মাসওয়ারী খাদ্যশস্যের মজুত**

### ৪.৩.৯ গুদাম ভাড়া প্রদান

বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার চাহিদার প্রেক্ষিতে গুদাম ভাড়া নীতিমালা অনুসরণপূর্বক ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসন (কক্সবাজার), বাংলাদেশ সেনাবাহিনী (কক্সবাজার), WFP, ACF, TCB সহ মোট ০৬(ছয়)টি প্রতিষ্ঠানের নিকট খাদ্য অধিদপ্তরাধীন অব্যবহৃত গুদাম ভাড়া বাবদ সর্বমোট মাসিক রাজস্ব অর্জন-১,৯৯,৮৭,৮৮৮.০৮ (এক কোটি নিরানব্বই লাখ সাতাশি হাজার আটশত আটাশি টাকা আট পয়সা) টাকা।

#### সারণি ১৬: বিভিন্ন সংস্থার নিকট ভাড়া প্রদানকৃত গুদামসমূহের তথ্য

সংস্থার নাম	গুদামের সংখ্যা (টি)	স্থাপনার নাম	ধারণক্ষমতা (মে. টন)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৫	তেজগাঁও সিএসডি	৪৫০০
জেলা প্রশাসন (কক্সবাজার)	৩	ঝিলংজা এলএসডি	৩০০০
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	২	ঝিলংজা এলএসডি	২০০০
WFP	৮	ঝিলংজা এলএসডি ও হালিশহর সিএসডি	৭০০০
ACF	১	ঝিলংজা এলএসডি	১০০০
TCB	৫	ময়মনসিংহ সিএসডি ও শেরপুর এলএসডি	৩৫০০
মোট=	২৪		২১০০০



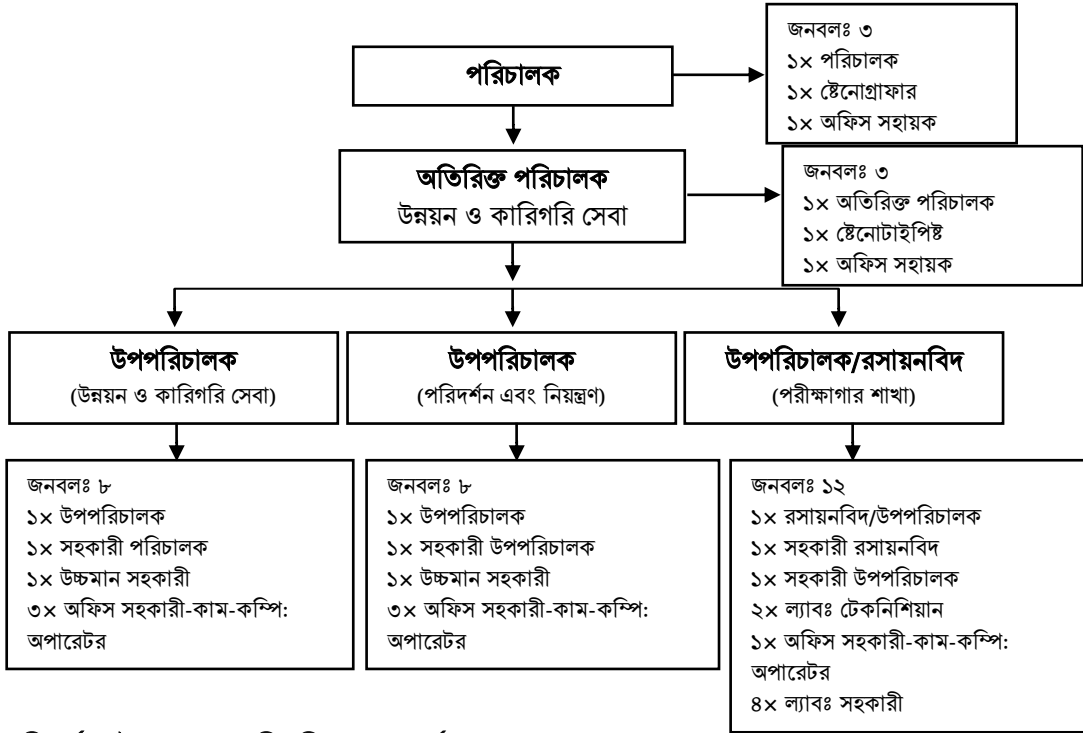
লেখচিত্র ২১: বিভিন্ন সংস্থার নিকট ভাড়া প্রদানকৃত গুদামসমূহের তথ্য

### ৪.৩.১০ সফটওয়্যার এর মাধ্যমে খাদ্যশস্যের চলাচলসূচি জারি

খাদ্য অধিদপ্তরের Movement Manual, Least Cost Route, Stock in Transit, Movement Programming Software and Reviewing of Godown and Transit Loss-শীর্ষক সমীক্ষা/জরিপ কার্যক্রম পরিচালনাকারী পরামর্শক সংস্থা Technohaven Consortium কর্তৃক খাদ্যশস্যের চলাচল সূচির জন্য একটি Software তৈরি করা হয়েছে। উক্ত Software এর মাধ্যমে সড়ক, নৌ ও রেলপথে খাদ্যশস্যের চলাচলসূচি আপলোড দেওয়া হচ্ছে এবং ইনভয়েন্সসমূহ পূরণপূর্বক প্রাপক কেন্দ্রে প্রেরণ করা হচ্ছে। ফলে প্রেরণ কেন্দ্র হতে খাদ্যশস্য পরিবহণযানে লোড হওয়ার সাথে সাথে প্রাপক কেন্দ্র খাদ্যশস্য আসার বিষয়ে অবহিত হতে পারছে। বর্তমানে খাদ্য অধিদপ্তরের অধীন ৬২৯টি দপ্তরে এ সফটওয়্যার ব্যবহৃত হচ্ছে। এ সফটওয়্যার ব্যবহারের ফলে শতভাগ পথথাতে খাদ্যশস্যের পরিমাণ জানা সম্ভব হবে। Technohaven Company ltd এর সাথে Software টির মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে চুক্তি সম্পাদন বিষয়ক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

## 8.8 পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা বিভাগ

### 8.8.1 অর্গানোগ্রাম



### 8.8.2 পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা কার্যক্রম

পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা বিভাগের মাধ্যমে ২০২১-২২ অর্থ বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

#### 8.8.2.1 খাদ্যশস্য পরীক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ

খাদ্যশস্যের গুণগত মান যাচাই ও নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা বিভাগের আওতাধীন কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারে ২০৪৭টি এবং আঞ্চলিক পরীক্ষাগারসমূহে ১৫২৫টি সহ সর্বমোট ৩৫৭২টি খাদ্যশস্যের নমুনা পরীক্ষা করা হয়।

#### 8.8.2.2 বস্তার ময়েশচার মিটার ক্রয়

খাদ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন এলএসডি/সিএসডি/সাইলোতে খাদ্যশস্য সংরক্ষণে ব্যবহৃত পাটের বস্তার আর্দ্রতা নির্ণয়ের জন্য ২০২১-২২ অর্থ বছরে মোট ১২০টি আর্দ্রতামাপক যন্ত্র (Moisture Meter) ক্রয়ের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়। উক্ত দরপত্রে কোনো গ্রহণযোগ্য দরপত্র না পাওয়ায় পুনঃদরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

#### 8.8.2.3 আনলোডার ক্রয়

মোংলা সাইলো জেটিতে ঘন্টায় ২০০ মেঃ টন খালাস ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি নতুন Rail Mounted Mobile Pneumatic Ship Unloader ক্রয়ের জন্য ১০/০৬/২০২১ খ্রি. তারিখে Vigan Engineering, S.A, Belgium এর সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়। ইতোমধ্যে আনলোডারটি জাহাজীকরণ হয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছেছে।

আশুগঞ্জ সাইলো জেটিতে ঘন্টায় ২০০ মেঃ টন খালাস ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি নতুন Stationary Type Pneumatic Ship Unloader সরবরাহসহ জেটি হতে হপার স্কেল পর্যন্ত বিদ্যমান কনভেয়িং সিস্টেম Modification/Rehabilitation করার লক্ষ্যে গত ১০/০৬/২০২১ তারিখে একই প্রতিষ্ঠানের সাথে খাদ্য অধিদপ্তরের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বর্তমানে কনভেয়িং সিস্টেম আধুনিকায়নের কাজ চলমান আছে। এছাড়াও আশুগঞ্জ সাইলোর আনলোডারটি জাহাজীকরণ হয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছেছে।

#### 8.8.2.4 কাঠের ডানেজ ক্রয়

খাদ্য গুদামে খাদ্যশস্য খামালজাতকরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ২ মি.x১ মি. সাইজের ১৫,০০০ (পনেরো হাজার) পিস উন্নতমানের সিজনকৃত গর্জন কাঠের তৈরি ডানেজ প্রতি পিস ১১,৪৫৫/- (এগার হাজার চারশত পঞ্চাশ) টাকা হিসেবে সর্বমোট ১৭,১৮,২৫,০০০/- টাকায় সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি (DPM) অনুসরণে সংগ্রহের জন্য গত ০৭/০৪/২০২২ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইতোমধ্যে ৪,১০৭ পিস ডানেজ বিভিন্ন খাদ্য গুদামে সরবরাহ করা হয়েছে।

### ৪.৪.২.৫ ইলেকট্রনিক প্লাটফর্ম স্কেল এবং ডিজিটাল ওয়েব্রিজ স্কেল রক্ষণাবেক্ষণ

মাঠ পর্যায়ে খাদ্যশস্যের সঠিক ওজন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন সাইলো, সিএসডি ও এলএসডি'তে ব্যবহৃত ১৫০০টি Electronic Platform Scale (600 kg Capacity) এবং ৪৫টি Digital Weigh Bridge Scale (60 MT Capacity) নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পর্যায়ক্রমে ২১/১০/২০২১, ২৮/০৪/২০২২ এবং ২৫/০৫/২০২২ খ্রি. তারিখে তিনটি প্রতিষ্ঠানের সাথে পৃথকভাবে তিনটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী স্কেলসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে।

### ৪.৪.২.৬ নতুন লিফট স্থাপনঃ

খাদ্য ভবনের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের উঠা-নামার সুবিধার্থে নতুন লিফট (লিফট নং ০২) স্থাপনের লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তর ও Creative Engineers Ltd এর মধ্যে গত ১৪/০৬/২০২১ তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হয়। ইতোমধ্যে লিফটের প্রয়োজনীয় সকল যন্ত্রপাতি সাইটে আনা হয়েছে। লিফট স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে।

### ৪.৪.২.৭ আশুগঞ্জ সাইলোর পুরাতন জেটি অপসারণঃ

আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য চালের সাইলো এবং বিদ্যমান গমের সাইলোর জন্য একটি কমন জেটি নির্মাণের লক্ষ্যে মেঘনা নদীতে বিদ্যমান আশুগঞ্জ সাইলোর পুরাতন জেটি অপসারণের নিমিত্ত ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লি: এর সাথে খাদ্য অধিদপ্তরের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি মোতাবেক জেটি অপসারণের কাজ চলমান আছে।

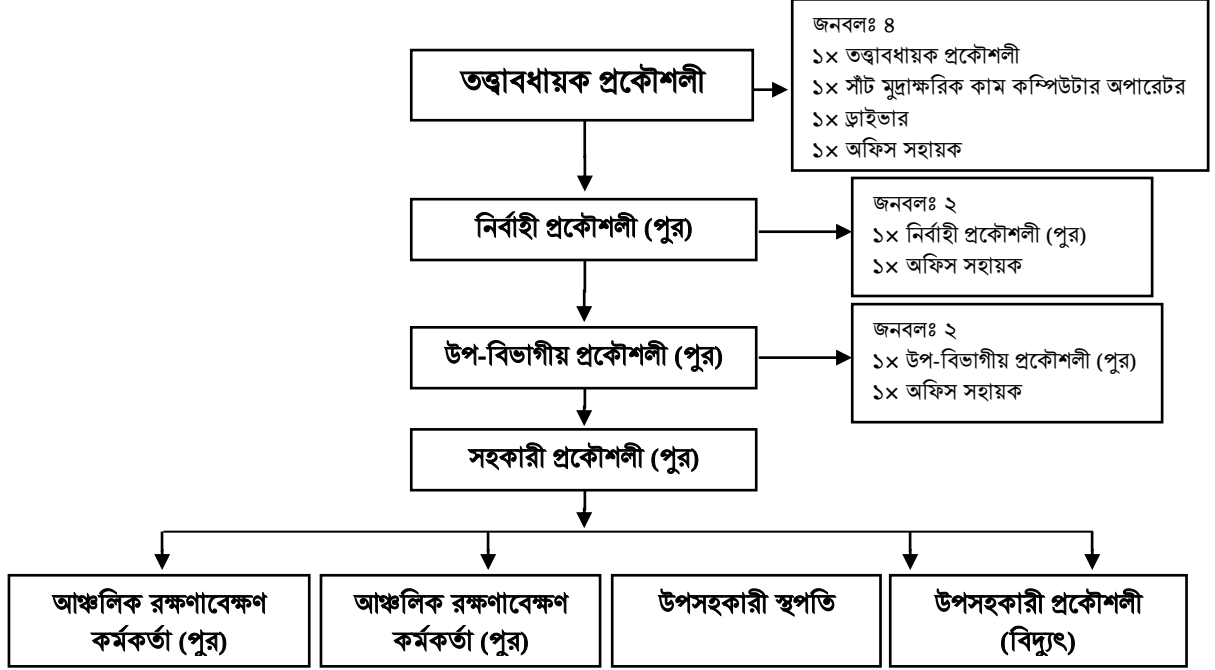
### ৪.৪.২.৮ সেলাই মেশিন ও এর খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়ঃ

খাদ্য অধিদপ্তরাধীন সাইলোসমূহে গমভর্তি বস্তার মুখ সেলাইয়ের জন্য ২২টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল হেভি ডিউটি সেলাই মেশিন এবং ৫৮ প্রকার খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়ের নিমিত্ত ২৩/০৬/২০২২ খ্রি. তারিখে ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লি: এর সাথে খাদ্য অধিদপ্তরের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।



## ৪.৫ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট

### ৪.৫.১ অর্গানোগ্রাম



### ৪.৫.২ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিটের (খাদ্য অধিদপ্তর, বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ের) জনবলের বর্তমান অবস্থা

ক্রঃনং	পদের নাম	বেতন গ্রেড	মোট পদের সংখ্যা	শূন্য পদ
১।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৪র্থ	১	-
২।	নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর)	৫ম	২	-
৩।	উপবিভাগীয় প্রকৌশলী	৬ষ্ঠ	৪	২
৪।	সহকারী প্রকৌশলী (পুর)/আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী	৯ম	৮	৫
৫।	উপসহকারী প্রকৌশলী (পুর)/আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকর্তা	১০ম	১৮	৮
৬।	উপসহকারী স্থপতি	১০ম	১	১
৭।	উপসহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)	১০ম	১	১
৮।	সীটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	১৪তম	১	১
৯।	ড্রাইভার	১৬তম	৫	৫
১০।	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	১৬তম	৯	৮
১১।	অফিস সহায়ক	২০তম	৯	৮
মোট=			৫৯	৩৯

### ৪.৫.৩ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিটের কার্যাবলী

- খাদ্য বিভাগীয় বিভিন্ন স্থাপনাসমূহের (বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের অফিস ভবন, সিএসডি, সাইলো, এলএসডি ইত্যাদি) নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন;
- খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজের অগ্রগতি, মান নিয়ন্ত্রণ, অর্থ ছাড় সংক্রান্ত বিষয়ে সকল প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে প্রতিমাসে ন্যূনতম ১ (এক) টি অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা করণ এবং সভায় চিহ্নিত সমস্যা সমাধানের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ;
- খাদ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো ডিজাইনে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী/কনসালট্যান্টগনের দৈনন্দিন কার্যক্রম তদারকি ও মনিটরিং করা;
- খাদ্য অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়িতব্য অবকাঠামো সমূহের ডিজাইন ম্যানুয়াল প্রণয়ন সহ ডিজাইন ক্রাইটেরিয়া নির্ধারণ/হালনাগাদকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৫. রাজস্ব বাজেটের আওতায় সকল নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের কারিগরী অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ ও বাস্তবায়ন;
৬. পূর্ত কার্যক্রম সংক্রান্ত সকল ধরনের কারিগরী ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
৭. পূর্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সময়মত তহবিল ছাড় করনের উদ্যোগ গ্রহণ করা;
৮. জাতীয় পর্যায়ে পূর্ত কার্যক্রমের আর্থিক ব্যবস্থাপনা, হিসাব সংরক্ষণ ও অডিট করা;
৯. পূর্ত কার্যক্রমের জন্য সরকারি রাজস্ব বাজেট, বৈদেশিক সাহায্যপুস্ত প্রকল্প ও অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত সম্পদের সমন্বয় সাধন করা;
১০. সমস্ত প্রি-প্রজেক্ট বাস্তবায়ন কার্যাবলী যথাঃ প্রকল্প সার সংক্ষেপ পিসিপি, ডিপিপি এবং টিএপিপি প্রস্তুত করতঃ সময়মত প্রক্রিয়াকরণ করা;
১১. আইএমইডি রিপোর্ট প্রক্রিয়াকরণ করা;
১২. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন করা;
১৩. মাসিক সমন্বয় ও এডিপি সভায় উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা;
১৪. পূর্ত কার্যক্রমের সাথে পরিবেশগত উপাদান সংশ্লিষ্ট করা;
১৫. কাজের গুনগত মান ও পরিমাণ নিশ্চিত করা;
১৬. সম্পাদিত কাজের বিল পরিশোধ করা;
১৭. পূর্ত কাজের ঠিকাদারদের লাইসেন্স প্রদান/নবায়ন করা;
১৮. দরপত্র আহবানের মাধ্যমে ঠিকাদার নিয়োগ করা;
১৯. বাস্তবায়িতব্য পূর্ত কাজের দরপত্র তফসিল প্রণয়ন করা;
২০. সংসদের প্রশ্নোত্তর সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা।

## ৫.০ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিটের আওতায় উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ

খাদ্য অধিদপ্তরধীন রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৫২টি স্থাপনায় মেরামত কাজ এবং ৩২টি স্থাপনায় নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

### ৫.১ খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ২০২১-২২ অর্থ বছরে উন্নয়ন কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ

দেশের সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে খাদ্য অধিদপ্তরধীন ৪টি প্রকল্প চলমান রয়েছে; যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

#### ৫.১.১ আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ প্রকল্প

দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দেশে খাদ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে খাদ্য মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য “আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ” প্রকল্পের আওতায় দেশের ৮টি কৌশলগত স্থানে [চট্টগাম, আশুগঞ্জ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মধুপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল এবং খুলনা (মহেশ্বরপাশা)] মোট ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫ শত মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার ৭টি আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণ কাজ চলমান আছে। অবশিষ্ট ০১টি সাইলোর নির্মাণ কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। চলমান ০৭টি সাইলো নির্মাণ কাজের গড় অগ্রগতি ৪৩.৫৬%। প্রকল্পের মেয়াদ অক্টোবর/২০২৩ পর্যন্ত বলবৎ আছে।

#### ৫.১.২ সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ

‘সারাদেশে পুরাতন গুদাম মেরামত ও পুনর্বাসন এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ’ প্রকল্পের আওতায় ৩,২১,২৫০ মে.টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন মোট ৫৫০টি গুদাম মেরামত, ১২টি অফিস, ৬টি বাসা, ১টি ডরমেটরি এবং ১টি রেস্ট হাউজ নতুন নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১৯৮টি গুদাম মেরামত করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে ১১৪টি গুদাম মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

### ৫.১.৩ খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রিমিক্স কার্নেল মেশিন ও ল্যাবরেটরী স্থাপন এবং অবকাঠামো নির্মাণ

সামাজিক নিরাপত্তা বেটনীর বিভিন্ন চ্যানেলে পুষ্টি চাল বিতরণের লক্ষ্যে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কার্নেল উৎপাদনের জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জ সাইলো ক্যাম্পাসে ৬ টি মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট (ভিটামিন-এ, বি-১, বি-১২, আয়রন, জিংক ও ফোলিক এসিড) সমৃদ্ধ কার্নেল উৎপাদনের জন্য ঘণ্টায় ৪০০ কেজি ক্ষমতাসম্পন্ন একটি প্রিমিক্স কার্নেল মেশিন স্থাপন করা হবে। ল্যাব ইকুপমেন্ট সরবরাহের জন্য ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস এর অনুকূলে জুন/২০২১ মাসে NOA প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া অফিস ভবন কাম-ল্যাবরেটরী, ফ্যাক্টরী ভবন ও গুদাম নির্মাণের জন্য ২৪/০৬/২০২১ তারিখে e-GP-তে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদকাল জানুয়ারি/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২২ পর্যন্ত নির্ধারিত আছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৬৭৭.৮০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে)।

### ৫.১.৪ দেশের বিভিন্ন স্থানে ধান শুকানো, সংরক্ষণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ আধুনিক ধানের সাইলো নির্মাণ (প্রথম ৩০টি সাইলো নির্মাণ পাইলট প্রকল্প)

সরাসরি কৃষকদের নিকট হতে ধান ক্রয়ের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে ধান শুকানো ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাসহ প্রতিটি ৫০০০ মে.টন ধারণক্ষমতার পাইলটিং আকারে ৩০টি সাইলো নির্মাণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে কনসালটিং ফার্ম নিয়োগের কাজ চলমান আছে। প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত।

### ৫.১.৫ দেশের বিভিন্ন স্থানে বসবাসরত দরিদ্র, অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনগোষ্ঠীর নিরাপদ খাদ্য সংরক্ষণের জন্য হাউজহোল্ড সাইলো সরবরাহ

প্রকল্পের আওতায় দেশের ২৩টি জেলার ৫৫টি উপজেলায় ৩.০০ লক্ষ হাউজহোল্ড সাইলো বিতরণ করা হয়েছে। প্রতিটি সাইলোতে দুর্যোগকালীন ৪০ কেজি ধান কিংবা ৫৬ কেজি চাল অথবা ৭০ লিটার খাবার পানি সংরক্ষণ করা যাবে। জুন/২০২২ মাসের মধ্যে সকল সাইলো সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

### ৫.১.৬ অননুমোদিত নতুন (পাইপলাইন) প্রকল্প

২০২১-২২ অর্থ বছরে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত অননুমোদিত নতুন (পাইপলাইন) প্রকল্প নিম্নরূপঃ

#### ৫.১.৭ দেশের বিভিন্ন কৌশলগত স্থানে নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ

(ক) প্রস্তাবিত প্রকল্পে আধুনিক সুবিধাদি (Automatic Airtight Godown Door, Exhaust Fan, Moisture Stabilizer, CC Camera) সংযোজনপূর্বক ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান আছে।

(খ) খাদ্য অধিদপ্তরের আওতায় “সারাদেশের পুরাতন খাদ্য গুদাম এবং আনুষঙ্গিক অবকাঠামোসমূহের সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ” শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের Feasibility Study এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(গ) খুলনা ও মহেশ্বরপাশা নারায়ণগঞ্জ সিএসডি এবং কুমিল্লার ধর্মপুর এলএসডির গুদাম, অফিস ভবন, আবাসিক ভবন এবং আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ; শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের Feasibility Study এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

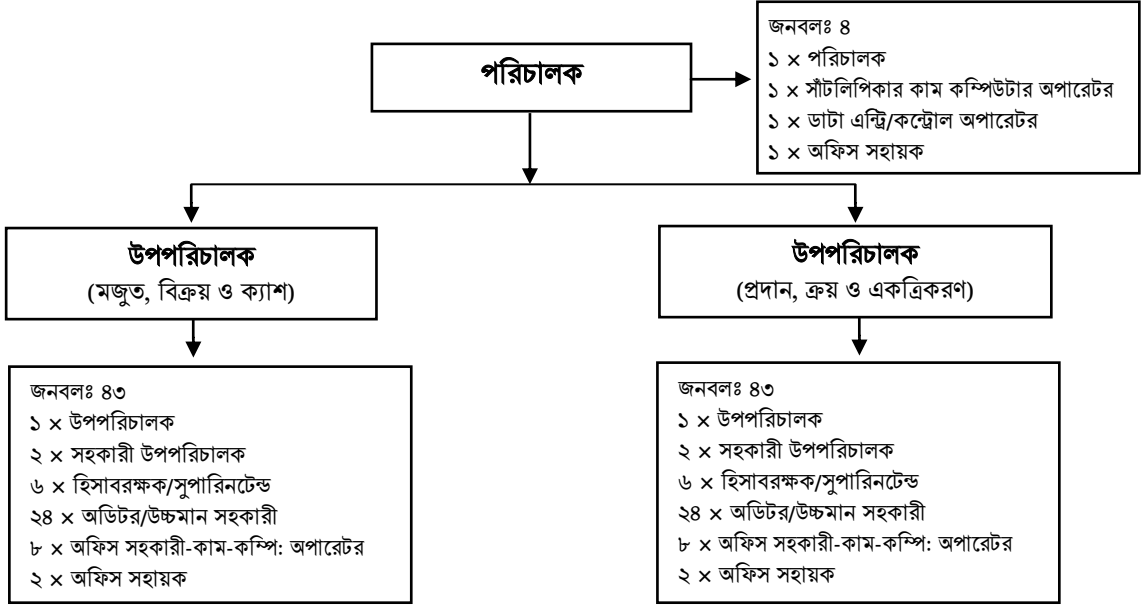
(ঘ) “সারাদেশে খাদ্য বিভাগের বিভিন্ন স্থাপনায় নতুন অফিস এবং বাসভবন ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ” শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের Feasibility Study এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(ঙ) জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরাধীন সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় জরাজীর্ণ খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক অবকাঠামোসমূহের উন্নয়ন; শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের Feasibility Study এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(চ) রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলায় ৪৮,০০০ মে.টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণ প্রকল্প (প্রস্তাবিত)

## ৬.০ হিসাব ও অর্থ বিভাগ

### ৬.১ অর্গানোগ্রাম



### ৬.২ বাজেট ব্যবস্থাপনা

সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরকে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (Medium Term Budget Framework, MTBF) পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে। এমটিবিএফ পদ্ধতি প্রবর্তনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো বাজেট ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের সক্ষমতা (Capacity) বৃদ্ধি করা এবং অধিকতর কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব নিয়ে সরকারের নীতি, পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী বাজেট প্রণয়ন করা। দক্ষতার সাথে বাজেট বাস্তবায়ন এবং পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন মনিটরিং, উল্লুত পরিস্থিতি মোকাবেলা করা ও প্রয়োজন মাফিক তা সংশোধন করা এর অন্যতম প্রধান কাজ।

#### ৬.২.১ খাদ্য অধিদপ্তরের ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট সার-সংক্ষেপ

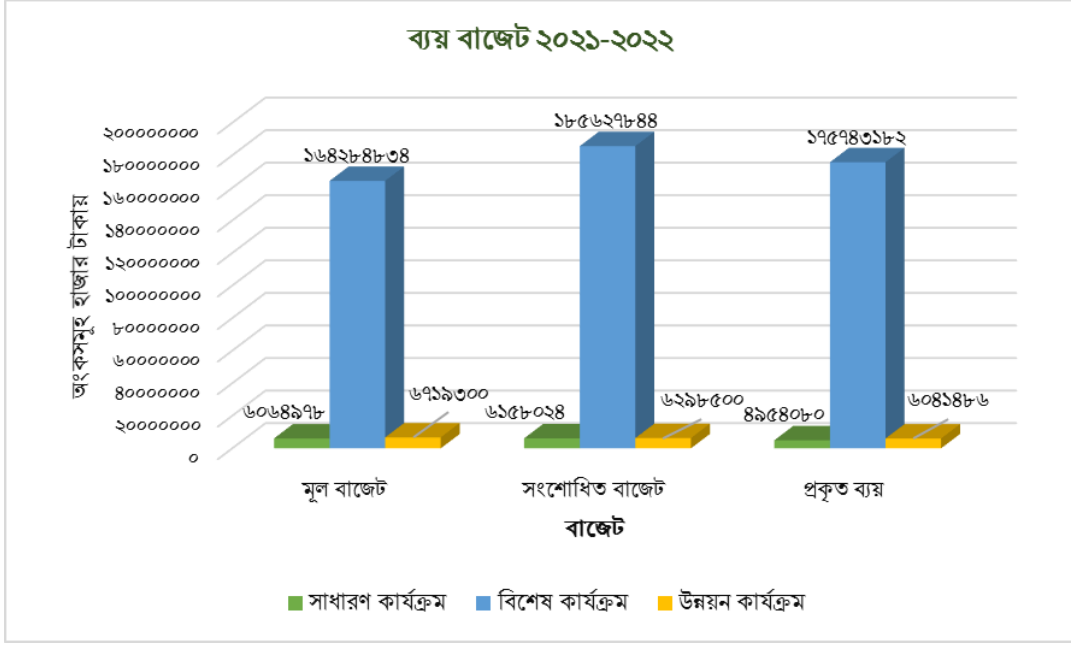
খাদ্য অধিদপ্তরের প্রতিবেদনাধীন ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট ও ব্যয়ের সার-সংক্ষেপ নিচে দেওয়া হলোঃ

##### সারণিঃ ১৭: ব্যয় বাজেট (২০২১-২২)

(হাজার টাকায়)

খাতের বিবরণ	২০২১-২২		
	মূল বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত ব্যয়
খাদ্য অধিদপ্তর			
সাধারণ কার্যক্রম	৬০৬,৪৯,৭৮	৬১৫,৮০,২৪	৪৯৫,৪০,৮০
বিশেষ কার্যক্রম	১৬৪২৮,৪৮,৩৪	১৮৫৬২,৭৮,৪৪	১৭৫৭৪,৩১,৮২
মোট পরিচালন ব্যয়ঃ	১৭০৩৪,৯৮,১২	১৯১৭৮,৫৮,৬৮	১৮০৬৯,৭২,৬২
উন্নয়ন কার্যক্রম	৬৭১,৯৩,০০	৬২৯,৮৫,০০	৬০৪,১৪,৮৬
মোট পরিচালন ও উন্নয়ন কার্যক্রমঃ	১৭৭০৬,৯১,১২	১৯৮০৮,৪৩,৬৮	১৮৬৭৩,৮৭,৪৮

উৎসঃ হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা



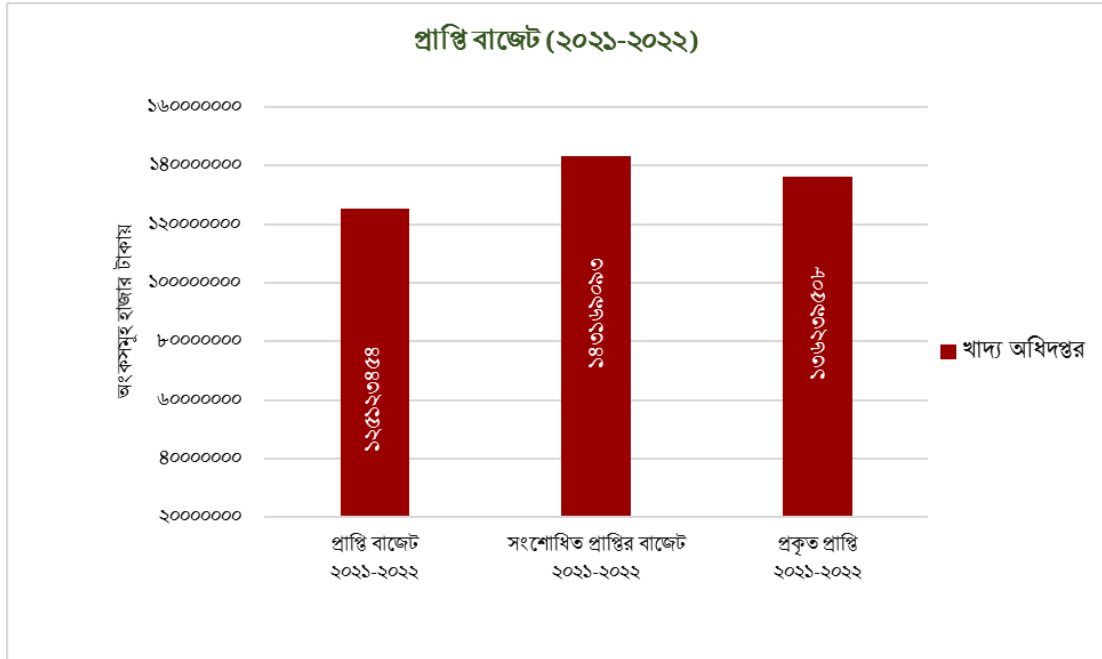
লেখচিত্র ২২: ব্যয় বাজেটের তুলনামূলক চিত্র

## সারণিঃ ১৮: প্রাপ্তি বাজেট (২০২১-২০২২)

(হাজার টাকায়)

অধিদপ্তর/সংস্থা/অপারেশন ইউনিট	প্রাপ্তি বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত প্রাপ্তির বাজেট ২০২১-২২	প্রকৃত প্রাপ্তি ২০২১-২২
১	২	৩	৪
খাদ্য অধিদপ্তর	১২৫১২,৩৪,৫৪	১৪৩১৬,৯০,৯৩	১৩৬২৩,৯৫,০৮

উৎসঃ হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।



লেখচিত্র ২৩: প্রাপ্তি বাজেটের তুলনামূলক চিত্র

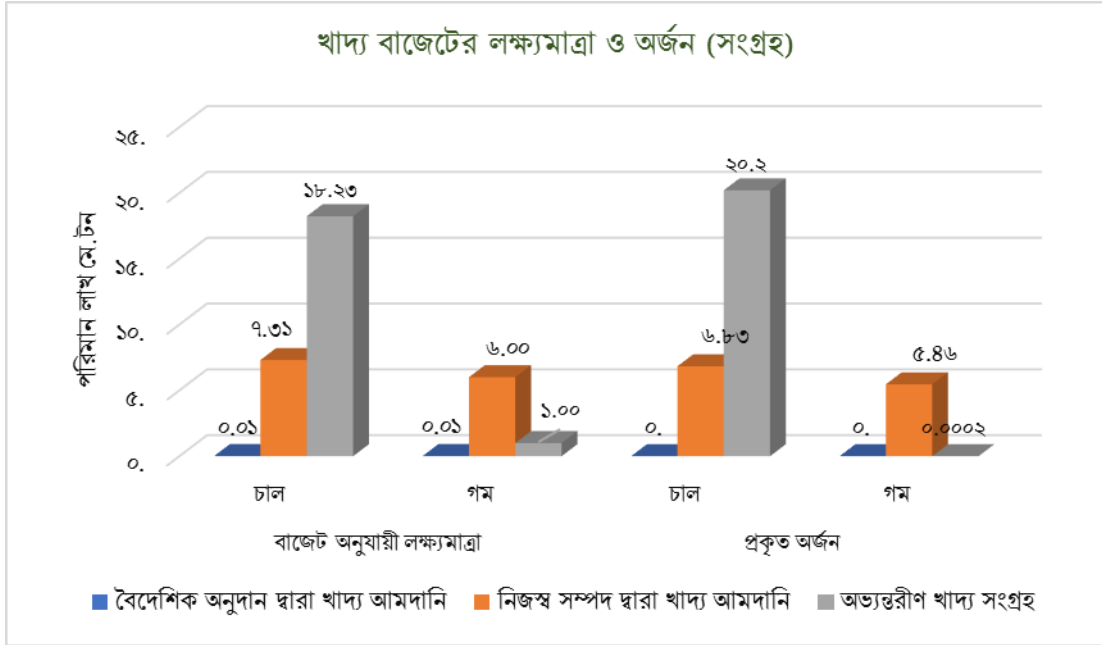
### ৬.২.২ খাদ্য বাজেটের আওতায় খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণ/বিপণন, লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

প্রতি অর্থবছরের ন্যায় প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০২১-২০২২) খাদ্য বাজেটের আওতায় সরকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে খাদ্যশস্য (চাল ও গম) সংগ্রহ করেছে এবং পিএফডিএস এর আওতায় তা বিতরণ করেছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাজেট অনুযায়ী খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বিতরণে ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জনের বিবরণ নিম্নরূপঃ

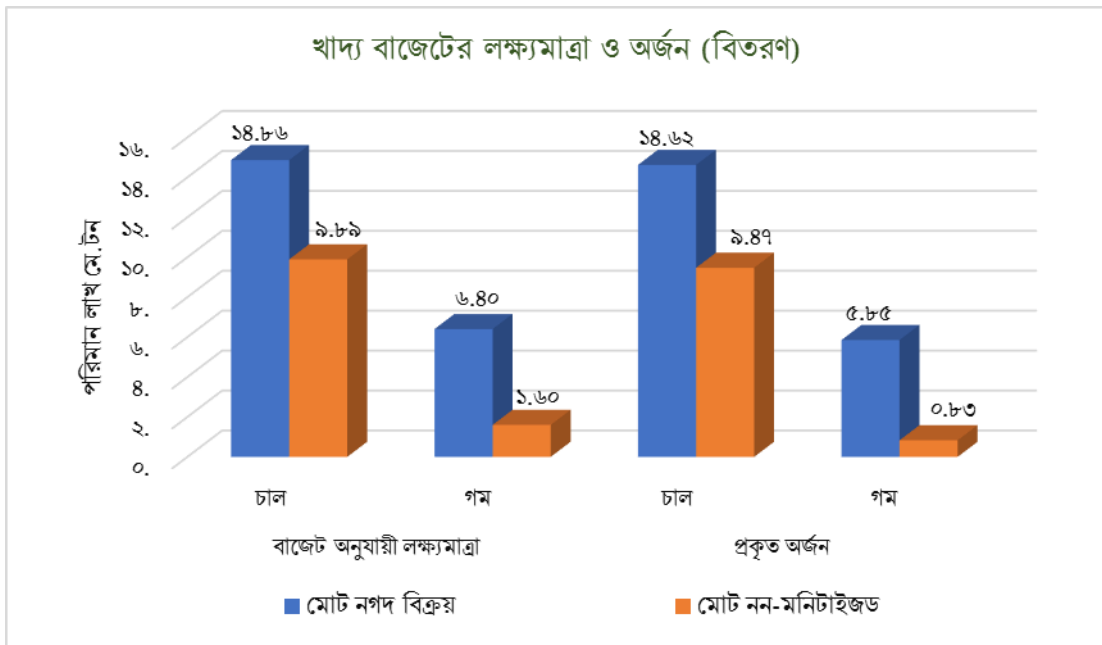
#### সারণি-১৯ : খাদ্য বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জন (২০২১-২০২২)

খাতের বিবরণ	বাজেট অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অর্জন		
	সংগ্রহ	পরিমাণ (লাখ মে. টনে)	মূল্য (কোটি টাকায়)	পরিমাণ (লাখ মে. টনে)	মূল্য পরিশোধ (কোটি টাকায়)
খোলাবাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় বাবদ ভর্তুকি (FFP সহ)		০	৪৭৬০.৩০	০	৪৬৪০.৫২
বৈদেশিক ঋণ দ্বারা খাদ্য আমদানি	০.০২ (চাল-০.০১ গম-০.০১)		৩.৯৫	০	০
নিজস্ব সম্পদ দ্বারা খাদ্য আমদানি	১৩.৩১ (চাল-৭.৩১ গম-৬.০০)		৪৭৬৯.৮৫	১২.২৯ (চাল-৬.৮৩ গম-৫.৪৬)	৪২৪৪.৫৩
অভ্যন্তরীণ খাদ্য সংগ্রহ	১৯.২৩ (চাল-১৮.২৩ গম-১.০০)		৭৬৭৬.১২	২০.২০০২০ (চাল-২০.২০ গম-০.০০০২০)	৭২৯৮.৯১
খাদ্য পরিচালন ব্যয়	০		১৩৫২.৫৬	০	১৩৯০.৩৬
মোট বিশেষ কার্যক্রমঃ			১৮৫৬২.৭৮		১৭৫৭৪.৩২
সাধারণ কার্যক্রমঃ	০		৬১৫.৮০	০	৪৯৫.৪১
মোট পরিচালন কার্যক্রমঃ	৩২.৫৬ (চাল-২৫.৫৫ গম-৭.০১)		১৯১৭৮.৫৮	৩২.৪৯০২০ (চাল-২৭.০৩ গম-৫.৪৬০২০)	১৮০৬৯.৭৩
<b>বিতরণ</b>					
নগদ বিক্রয় (ওএমএস, খাদ্যবান্ধব, শ্রমবহুল প্রতিষ্ঠান, ইপি, ওপি ইত্যাদিসহ)					
চাল		১৪.৮৬	২১০২.০০	১৪.৬২	২০৭৪.৩৫
গম		৬.৪০	৭১৬.০০	৫.৮৫	৬৫৬.৫৩
মোট নগদ বিক্রয়ঃ		২১.২৬	২৮১৮.০০	২০.৪৭	২৭৩০.৮৮
নন মনিটাইজড (কাবিখা, ভিজিএফ/ভিডব্লিউবি/টিআর/জিআর/পার্বত্য চট্ট: বিষয়ক কার্যাদি ইত্যাদি)					
চাল		৯.৮৯	৪৫৩১.০০	৯.৪৭	৪৩৩৬.৪০
গম		১.৬০	৫৮৯.০০	০.৮৩	৩০৭.৩৮
মোট নন-মনিটাইজডঃ		১১.৪৯	৫১২০.০০	১০.৩০	৪৬৪৩.৭৮
ভর্তুকি		০	৬৩৪৫.০০	০	৬২১৪.৭৭
সর্বমোটঃ		৩২.৭৫	১৪২৮৩.০০	৩০.৭৭	১৩৫৮৯.৪৩

উৎস: হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।



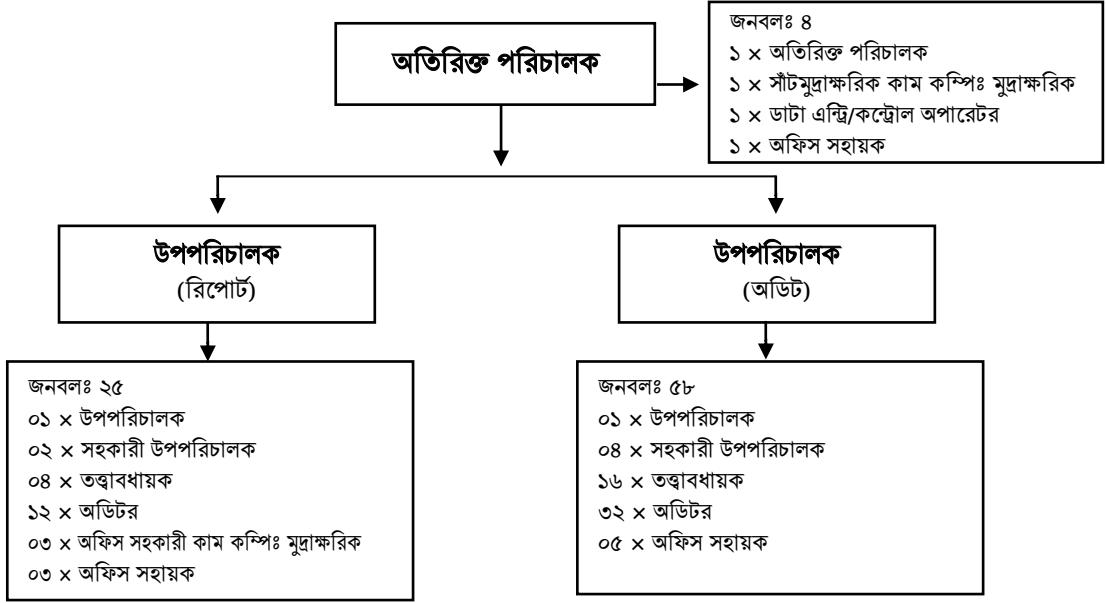
লেখচিত্র ২৪: খাদ্য বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন (সংগ্রহ)



লেখচিত্র ২৫: খাদ্য বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন (বিতরণ)

## ৭.০ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ

### ৭.১ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের অর্গানোগ্রাম



### ৭.২ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের কার্যক্রম

সফল ও সমন্বিত খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের জন্য সকল সময়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের অধীন মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তর কর্তৃক কার্যসম্পাদন করা হয়ে থাকে। সরকারের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত জনগুরুত্বপূর্ণ উক্ত দপ্তরসমূহের সার্বিক কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, মিতব্যয়িতা, যথাযোগ্যতা ও ফলপ্রসূতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত আছে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ একজন অতিরিক্ত পরিচালকের অধীনে সরাসরি মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন। সরকারি আইনকানুন, নীতিমালা, বিধিবিধান যথাযথভাবে বাস্তবায়ন, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, হিসাব রক্ষণ পদ্ধতির সঠিকতা যাচাই, পদ্ধতিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়মিতভাবে উদ্ঘাটন ও সংশোধন, সরকারি ব্যয় মিতব্যয়িতা, যথাযোগ্যতা ও ফলপ্রসূতা সহকারে নির্বাহ করার লক্ষ্যে সরকারি অর্থ ও খাদ্যশস্য/সামগ্রী লেনদেনের উপর সংরক্ষিত হিসাবের খতিয়ানসমূহের যথার্থতা যাচাই এবং ক্ষয়ক্ষতির তথ্য উদ্ঘাটন করাই অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের প্রধান কাজ। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের কাজ বর্তমানে দুই ভাবে পরিচালিত হয় যথা- বাৎসরিক নিরীক্ষা এবং বিশেষ নিরীক্ষা।

### ৭.৩ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের জনবল ও নিরীক্ষা দল গঠন

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগে মঞ্জুরিকৃত জনবল সংখ্যা ৮৮ জন। কিন্তু বর্তমানে কর্মরত আছে ৪২ জন। জনবল সংকটের কারণে খাদ্য অধিদপ্তরে মাঠমর্যায়ের ১১৭৬টি স্থাপনা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরীক্ষা সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। সুপারিনটেনডেন্ট ১ (এক) জন ও ২(দুই) জন অডিটর সমন্বয়ে নিরীক্ষা দল গঠন করার বিধান রয়েছে। পদায়কৃত ২০ জন সুপারিনটেনডেন্ট এর মধ্যে ৭ জন সুপারিনটেনডেন্ট অন্য দপ্তরে সংযুক্তি ও ৩২ জন অডিটরের পদে কোন লোকবল না থাকায় প্রত্যাশিত মানের নিরীক্ষা দল গঠন ব্যাহত হচ্ছে। লোকবল সংকটের কারণে নিরীক্ষা দলকে অত্যন্ত স্বল্পসময়ের মধ্যে নিরীক্ষা সম্পন্ন করতে হচ্ছে।

### সারণি-২০ : ২০২১-২০২২ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত নিরীক্ষা কার্যক্রম

অর্থ বছর	মোট জেলার সংখ্যা	প্রেরিত নিরীক্ষা দলের সংখ্যা	নিরীক্ষা দল কর্তৃক নিরীক্ষা সম্পাদিত জেলার সংখ্যা	নিরীক্ষা দল কর্তৃক নিরীক্ষা সম্পাদিত সংস্থাপনার সংখ্যা	নিরীক্ষা দল কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	উত্থাপিত আপত্তিতে জড়িত টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
২০২১-২২	৬৪	০৮	২৮	৫৩৪	১৭৪০	২৫.৫৩



## সারণি-২১ : অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের কার্যাবলীর বার্ষিক প্রতিবেদন

(টাকার অংক কোটি টাকায়)

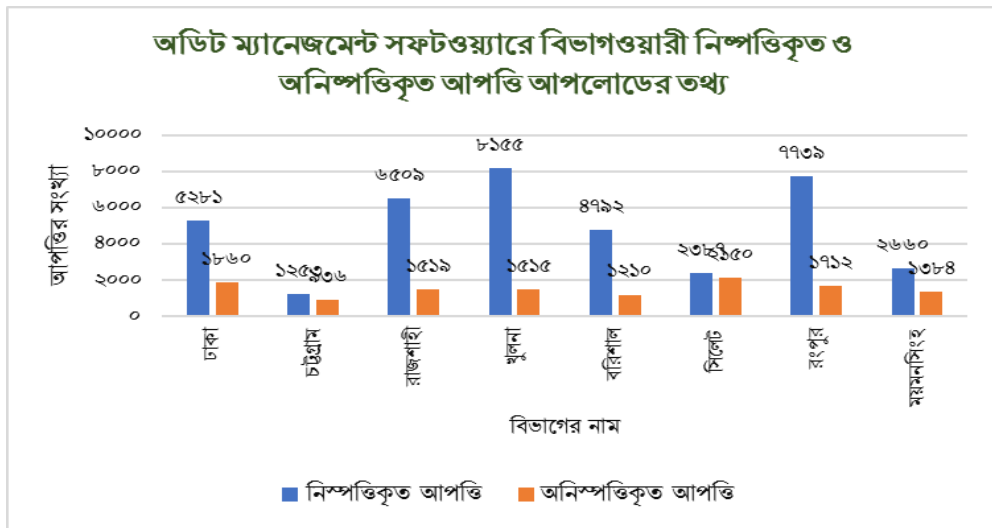
অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা আপত্তি		রডসীটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত নিরীক্ষা আপত্তি		অনিষ্পন্ন নিরীক্ষা আপত্তি	
সংখ্যা	টাকার পরিমাণ		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
পূর্ববর্তী বৎসরের জের ( জুলাই /২১) = ৩৯৬৯৬	১১১৫.৭৫	৪৮৯	৪২৬	০.৭৮৭	৪১০৭৬	১০৯০.৯০
২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরের সংযোজন = ১৭৪০	২৫.৫৩					
মোট = ৪১৪৩৬	১১৪১.২৮	৪৮৯	৪২৬	০.৭৮৭	৪১০৭৬	১০৯০.৯০

## ৭.৪ অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার তৈরি

রূপকল্প'২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা জরিপে প্রাপ্ত তথ্যাদি তথ্যভান্ডারে সংরক্ষণ, নিরীক্ষার অন্যান্য সকল প্রকার তথ্যাদি হালনাগাদকরণ, চলমান নিরীক্ষা কার্যক্রম ডিজিটলাইজডকরণ, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবসরলগ্নে অনাপত্তি সনদ প্রাপ্তি সহজলভ্যকরণ, ঠিকাদারদের চূড়ান্ত বিল পরিশোধে দেনা-পাওনা সমন্বয়করণ এবং সর্বোপরি যথাসময়ে নিরীক্ষা আপত্তি জবাব প্রদান ও নিষ্পত্তিকরণ ইত্যাদির লক্ষ্যে Audit Management System (AMS) সফটওয়্যার তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ডাটা এন্ট্রি সম্পনের কাজ চলছে। Audit Management (AMS) সফটওয়্যারে ২০২১-২২ অর্থ বছরে মোটঃ ৫১,০৬২ টি আপত্তি আপলোড সম্পন্ন হয়েছে।

## সারণি-২২ : অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারে বিভাগওয়ারী আপলোডের তথ্য নিয়ে দেয়া হলো

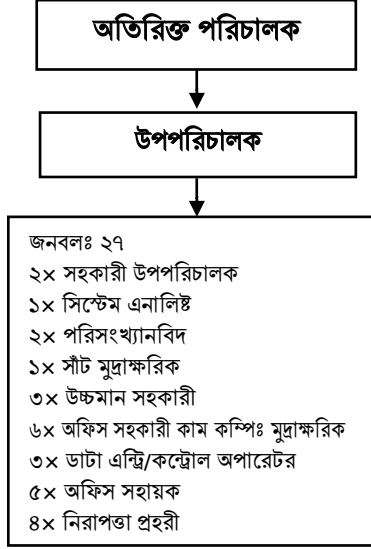
ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	আপলোড		আপলোডকৃত মোট আপত্তি
		নিষ্পত্তিকৃত আপত্তি	অনিষ্পত্তিকৃত আপত্তি	
০১	ঢাকা	৫২৮১	১৮৬০	৭১৪১
০২	চট্টগ্রাম	১২৫৩	৯৩৬	২১৮৯
০৩	রাজশাহী	৬৫০৯	১৫১৯	৮০২৮
০৪	খুলনা	৮১৫৫	১৫১৫	৯৬৭০
০৫	বরিশাল	৪৭৯২	১২১০	৬০০২
০৬	সিলেট	২৩৮৭	২১৫০	৪৫৩৭
০৭	রংপুর	৭৭৩৯	১৭১২	৯৪৫১
০৮	ময়মনসিংহ	২৬৬০	১৩৮৪	৪০৪৪
	মোট=	৩৮৭৭৬	১২২৮৬	৫১০৬২



লেখচিত্র ২৬: অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারে বিভাগওয়ারী আপত্তি আপলোডের তথ্য

## ৮.০ এমআইএসএন্ডএম বিভাগ

### ৮.১ এমআইএসএন্ডএম বিভাগের অর্গানোগ্রাম



### ৮.২ এমআইএসএন্ডএম বিভাগের কার্যক্রম

খাদ্য বিভাগের মাঠ পর্যায়ে খাদ্যশস্য সংগ্রহ, বিতরণ, মজুত, ধান ছাঁটাই, আমদানি, রপ্তানি, ওএমএস, বাজারদর প্রভৃতি সংক্রান্ত যে সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে তার তথ্য রিপোর্ট আকারে প্রথমে উপজেলা থেকে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরে প্রেরিত হয়। এর পর জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর সমূহ প্রাপ্ত সকল প্রতিবেদন একত্রিত করে সমন্বিত রিপোর্ট আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরে প্রেরণ করে থাকে। আবার আঞ্চলিক দপ্তরসমূহ তার অধিনস্ত সকল জেলা থেকে প্রাপ্ত তথ্য একত্রিত করে সমন্বিত রিপোর্ট অত্র এমআইএসএন্ডএম বিভাগে প্রেরণ করে থাকে। এমআইএসএন্ডএম বিভাগ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জাতীয় প্রতিবেদন প্রস্তুত করে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে প্রেরণ করে থাকে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে খাদ্যশস্য সম্পর্কিত জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ/নীতি নির্ধারণ করে থাকে। সেজন্য এই প্রতিবেদন খাদ্য বিভাগের কার্যক্রম পরিচালনায় অনেক গুরুত্ব বহন করে।

এমআইএসএন্ডএম (Management Information System & Monitoring) বিভাগ নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকেঃ

- (১) দৈনিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ
- (২) সাপ্তাহিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ
- (৩) মাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন
- (৪) আমদানি প্রতিবেদন
- (৫) বিশেষ প্রতিবেদন প্রণয়ন
- (৬) কেন্দ্রীয় গ্রহণ ও প্রেরণ শাখার কার্যক্রম তদারকি করণ
- (৭) খাদ্য বিভাগীয় কল্যাণ তহবিল পরিচালনা
- (৮) কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

#### ৮.২.১ দৈনিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ

মাঠ পর্যায়ে খাদ্যশস্য সংগ্রহ, বিতরণ, মজুত, আমদানি, রপ্তানি, ওএমএস, বাজারদর প্রভৃতি সংক্রান্ত দৈনিক কার্যক্রমের তথ্য উপজেলা থেকে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরের মাধ্যমে সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৮টার মধ্যে অত্র বিভাগে প্রাপ্ত হয়ে রাতে জাতীয় দৈনিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয় এবং পরের দিন সকাল ৯.৩০ ঘটিকার মধ্যে এর সঠিকতা যাচাই করে দৈনিক প্রতিবেদন প্রকাশ তথা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, দৈনিক প্রতিবেদন ই-নথির মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, সচিব এর নিকট প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

## ৮.২.২ সাপ্তাহিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ

খাদ্যশস্য সংগ্রহ, বিভিন্ন খাতে বিতরণ, মজুত, আমদানি, রপ্তানি, ওএমএস, বাজারদর প্রভৃতি সংক্রান্ত সাপ্তাহিক কার্যক্রমের তথ্য জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরের মাধ্যমে সপ্তাহান্তে অত্র বিভাগ প্রাপ্ত হয়ে প্রতি রবিবার/সোমবার জাতীয় সাপ্তাহিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে তা এফপিএমইউ সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করা হয়।

## ৮.২.৩ মাসিক প্রতিবেদন

সাপ্তাহিক প্রতিবেদনের সমন্বয়ে ৩ (তিন) টি মাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। তন্মধ্যে একটি প্রতিবেদন মন্ত্রীপরিষদ বিভাগে প্রেরণের লক্ষ্যে প্রশাসন বিভাগের পিপিটি শাখায় প্রেরণ করা হয় এবং অন্য ২টি এফপিএমইউতে প্রেরণ করা হয়।

## ৮.২.৪ আমদানি প্রতিবেদন

খাদ্য অধিদপ্তর খাদ্যশস্যের চাহিদা অনুযায়ী জি টু জি এবং বেসরকারিভাবে খাদ্যশস্য (চাল ও গম) আমদানি করে থাকে। নিম্নে খাদ্যশস্য আমদানির বিভিন্ন দিক উল্লেখ করা হলো।

### ৮.২.৪.১ সরকারি চাল ও গম আমদানি

চলাচল সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক দপ্তর চট্টগ্রাম ও খুলনা থেকে চাল ও গম আমদানির দৈনিক কার্যক্রমের তথ্য অত্র বিভাগ প্রাপ্ত হয়। সঠিকতা যাচাই করে সমন্বিত প্রতিবেদন দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক এবং বাৎসরিক ভিত্তিতে প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করা হয়।

### ৮.২.৪.২ এলসির মাধ্যমে (নন বাসমতি) চাল আমদানি

২০২১-২০২২ অর্থবছর হতে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী বেসরকারি পর্যায়ে চাল (নন-বাসমতি) আমদানি শুরু হয়েছে। চাল আমদানির এই প্রক্রিয়ায় খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্বাচিত আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। আমদানিকারকগণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণপত্র খোলার মাধ্যমে চাল আমদানিপূর্বক খাদ্য বিভাগকে সরবরাহ করে থাকে। উক্ত আমদানিকৃত চালের বন্দরভিত্তিক, বিভাগভিত্তিক এবং আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানভিত্তিক তথ্য নির্ধারিত ছকে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর হতে অত্র বিভাগে প্রাপ্ত হয়ে সমন্বিত প্রতিবেদন দৈনিকভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়। প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন খাদ্য মন্ত্রণালয়সহ খাদ্য অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়।

### ৮.২.৪.৩ বেসরকারি চাল ও গম আমদানির তথ্য সংরক্ষণ

আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট এবং খুলনার স্থল ও সমুদ্র বন্দরের মাধ্যমে বেসরকারিভাবে আমদানির তথ্য এমআইএসঅ্যান্ডএম বিভাগ সংরক্ষণ করে এবং প্রকাশ করে থাকে।

## ৮.২.৫ বিশেষ প্রতিবেদন

উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক অত্র বিভাগ সময়ে সময়ে বিশেষ প্রতিবেদন প্রণয়ন করে থাকে। যেমন, সংগ্রহ বিভাগ অত্র বিভাগ হতে সংগ্রহ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে ঐ বিভাগের তথ্যের সাথে মিলিকরণ করে সঠিকতা যাচাই করে। আবার হিসাব ও অর্থ বিভাগ, সরবরাহ বন্টন ও বিপণন বিভাগ চাহিদা অনুযায়ী তথ্য অত্র বিভাগ হতে সংগ্রহ করে থাকে।

উল্লেখ করা যাচ্ছে যে, বর্তমানে করোনা পরিস্থিতির শুরু থেকে কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী একটি বিশেষ প্রতিবেদন নিয়মিত প্রকাশ করে আসছে। উক্ত প্রতিবেদনে খাদ্যশস্যের হালনাগাদ মজুত, চ্যানেল ওয়াইজ বিতরণের তথ্য, সরকারি আমদানি, পরিবহন, সংগ্রহের সর্বশেষ পরিস্থিতি, খাদ্য বিভাগীয় কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের এবং স্টেক হোল্ডারদের (মিলার, ডিলার, পরিবহন ঠিকাদার ইত্যাদি) করোনায় আক্রান্তের তথ্য সন্নিবেশিত থাকে।

## ৮.২.৬ কেন্দ্রীয় পত্র গ্রহণ ও প্রেরণ শাখা

খাদ্য অধিদপ্তরাধীন সকল চিঠিপত্র গ্রহণ ও প্রেরণের কাজ সিডিইউ করে থাকে যা অত্র বিভাগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। চিঠিপত্রে ব্যবহৃত সার্ভিস স্ট্যাম্প ব্যবহারের হিসাব রক্ষণের কাজ ও এর ব্যবস্থাপনা এ দপ্তর করে থাকে। একজন সিস্টেম এনালিস্ট/সমমান কর্মকর্তা এই শাখার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

## ৮.২.৭ খাদ্য বিভাগীয় কল্যাণ তহবিল

খাদ্য অধিদপ্তরে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় একটি কল্যাণ তহবিল চালু আছে যা অত্র এমআইএসঅ্যান্ডএম বিভাগ পরিচালনা করে থাকে। উক্ত তহবিল খাদ্য বিভাগীয় প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিকট থেকে এক দিনের মূল বেতনের অর্ধেক পরিমাণ অর্থ বাৎসরিক চাঁদা হিসেবে গ্রহণ করে তহবিলের নিজস্ব ব্যাংক হিসাবে জমা রাখে। পদাধিকারবলে মহাপরিচালক (খাদ্য) উক্ত তহবিলের সভাপতি এবং পরিচালক, হিসাব ও অর্থ তহবিলের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত থাকেন। চিকিৎসা, শিক্ষা ও অন্যান্য জরুরী প্রয়োজনে আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত ফরম পূরণ ও প্রমানপত্রসহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হয়। আবেদনের গুরুত্ব বিবেচনায় কর্তৃপক্ষ সহায়তার পরিমাণ ও অন্যান্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।

## ৮.২.৮ কন্ট্রোল রুম

দেশের সংকটময় অবস্থায় (বন্যা, করোনা, ঘূর্ণিঝড়) প্রশাসনিক নির্দেশে কন্ট্রোল রুম চালু করা হয় যা অত্র বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত পরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। উক্ত কন্ট্রোল রুম শিফট আকারে কখনো ২৪ ঘন্টা, কখনো ১৬ ঘন্টা চালু থাকে। সারাদেশে কন্ট্রোল রুমের ফোন নম্বর দেয়া থাকে যাতে করে মাঠ পর্যায় থেকে জরুরী ভিত্তিতে তথ্য কন্ট্রোল রুমে থেকে জানাতে পারে। কন্ট্রোল রুমে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ প্রাপ্ত তথ্য প্রতিবেদন আকারে কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করে থাকে।

## ৯.০ বাণিজ্যিক হিসাব নিরীক্ষা শাখা

### ৯.১ বাণিজ্যিক নিরীক্ষার কার্যক্রম

খাদ্য অধিদপ্তরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অধীন সামাজিক নিরাপত্তা অডিট অধিদপ্তর মুখ্য দায়িত্ব পালন করে থাকে। সামাজিক নিরাপত্তা অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তি অনুযায়ী অর্থ আদায়, অবলোপন ইত্যাদিসহ সামগ্রিকভাবে আপত্তি নিষ্পত্তির দায়িত্ব খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট ও নিরীক্ষা অনুবিভাগ এর অধীন অধিশাখা ও অডিট-১, অডিট-২ এবং অডিট-৩ শাখার উপর ন্যস্ত। আর্থিক অনিয়মের গুরুত্ব বিবেচনা করে বাণিজ্যিক অডিট আপত্তিসমূহ সাধারণ, অগ্রিম, খসড়া ও সংকলন হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়। সাধারণ শ্রেণির আপত্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক দপ্তরের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে নিষ্পত্তি করা হয়। গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে বিবেচিত অগ্রিম, খসড়া ও সংকলন শ্রেণিভুক্ত অডিট আপত্তিসমূহের জবাব মাঠ পর্যায় হতে আণয়ন করে খাদ্য অধিদপ্তরে প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাইয়ের পর মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। সংকলনভুক্ত অডিট আপত্তিসমূহ পাবলিক একাউন্টস কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়।

### সারণি-২৩ : ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রম

সংস্থা/দপ্তর	নিরীক্ষার ধরণ	পূর্ববর্তী বছরের জের (০১/০৭/২১ এর প্রারম্ভিক স্থিতি)		২০২১-২০২২ অর্থ বছরের নিরীক্ষার তথ্য				সমাপনী জের (৩০/০৬/২২ এর সমাপনী স্থিতি)	
		আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	আপত্তি নিষ্পত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)
খাদ্য অধিদপ্তর	বাণিজ্যিক নিরীক্ষা	১৭,৯৭৮	৫৪০০.৭৫	১,০০৬	১৭৪.৫৩	১২৭৯৪	৬৮৫.০৪	৬,১৯০	৪৮৯০.২৪

## ৯.২ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ও অডিট কার্যক্রম সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম

দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত প্রায় চল্লিশ হাজার অডিট আপত্তি খাদ্য অধিদপ্তরের জন্য একটা মস্ত বড় বোঝা তৈরী করেছিল। কিন্তু অধিদপ্তরের অডিট অনু-বিভাগের নিরলস প্রচেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রমের ফলে প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে অডিট আপত্তির সংখ্যা নেমে আসে প্রায় ছয় হাজার। এই প্রায় ছয় হাজার আপত্তির ভেতরে সাধারণ, অগ্রিম, খসড়া ও সংকলন শ্রেণিভুক্ত আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অডিট অনু-বিভাগ নিম্নলিখিত কাজ করে যাচ্ছে।

- দ্বি-পক্ষীয় সভার সংখ্যা বৃদ্ধি
- ত্রি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমে আপত্তি নিষ্পত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি
- মাঠ পর্যায়ে সচেতনতামূলক ও জবাব লিখনের জন্য সভা আয়োজন
- প্রশিক্ষণ বিভাগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান
- অডিট অধিদপ্তরের সাথে মত বিনিময় সভা আয়োজন

## ৯.৩ দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি

### দ্বিপক্ষীয় সভা

খাদ্য অধিদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন স্থাপনার বিপরীতে বর্তমানে অনিষ্পন্ন ছয় হাজার একশত নব্বইটি আপত্তির মধ্যে ২,১৩৪টি আপত্তিই সাধারণ শ্রেণিভুক্ত। এধরনের আপত্তিসমূহ ব্রডশীট জবাবের মাধ্যমে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তির পাশাপাশি দ্বিপক্ষীয় সভার মাধ্যমে নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার উপর সর্বোচ্চ জোর দেয়া হয়েছে। তথাপি সামাজিক নিরাপত্তা অডিট অধিদপ্তর তাদের লোকবলের অভাবে দ্বিপক্ষীয় সভা আয়োজনে উপযুক্ত প্রতিনিধি দিতে সক্ষম হয়নি। বর্তমানে ৮টি বিভাগে ৮ জন আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নেতৃত্বে দ্বিপক্ষীয় অডিট কমিটি নিয়মিতভাবে সভা আয়োজন করে সাধারণ অনুচ্ছেদভুক্ত নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রাখছে।

সারণি-২৪ : খাদ্য অধিদপ্তরের দ্বিপক্ষীয় সভায় ২০২০-২০২১ ও ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের তুলনামূলক বিবরণী

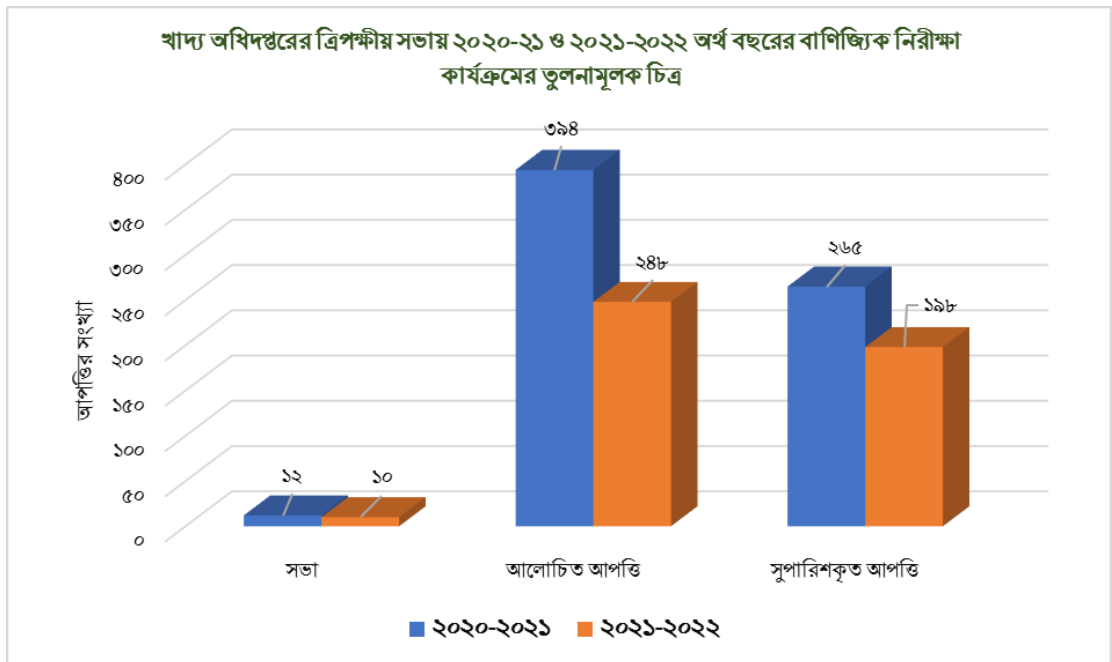
সংস্থা/দপ্তর	নিরীক্ষার ধরণ	দ্বিপক্ষীয় সভার তথ্য					
		২০২০-২১ অর্থবছরের সভা	২০২১-২২ অর্থবছরের সভা	২০২০-২১ আলোচিত আপত্তি	২০২১-২২ আলোচিত আপত্তি	২০২০-২১ সুপারিশকৃত আপত্তি	২০২১-২২ সুপারিশকৃত আপত্তি
খাদ্য অধিদপ্তর	বাণিজ্যিক নিরীক্ষা	০	০	০	০	০	০

ত্রিপক্ষীয় সভা

গুরুতর আর্থিক অনিয়ম সংশ্লিষ্ট অগ্রিম ও খসড়া শ্রেণিভুক্ত আপত্তিসমূহ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় (ব্রডশীট জবাবের মাধ্যমে) নিষ্পত্তির পাশাপাশি ত্রি-পক্ষীয় অডিট কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার জোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিরীক্ষা আপত্তি (অগ্রিম ও খসড়া) নিষ্পত্তির কার্যক্রম এগিয়ে যাচ্ছে।

সারণি-২৫ : খাদ্য অধিদপ্তরের ত্রিপক্ষীয় সভায় ২০২০-২১ ও ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের তুলনামূলক বিবরণী

সংস্থা/দপ্তর	নিরীক্ষার ধরণ	ত্রিপক্ষীয় সভার তথ্য					
		২০২০-২১ অর্থবছরের সভা	২০২১-২২ অর্থবছরের সভা	২০২০-২১ আলোচিত আপত্তি	২০২১-২২ আলোচিত আপত্তি	২০২০-২১ সুপারিশকৃত আপত্তি	২০২১-২২ সুপারিশকৃত আপত্তি
খাদ্য অধিদপ্তর	বাণিজ্যিক নিরীক্ষা	১২	১০	৩৯৪	২৪৮	২৬৫	১৯৮



লেখচিত্র ২৭: ত্রিপক্ষীয় সভায় ২০২০-২১ ও ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের তুলনামূলক চিত্র

## ৯.৪ এক্সটার্নাল অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার (EAMS):

"সামাজিক নিরাপত্তা অডিট অধিদপ্তর" এর আওতাধীন অডিট আপত্তিসমূহের তথ্য সংরক্ষণ/জবাব প্রদান/নিষ্পত্তি/রিপোর্টিং/সভার তথ্য উপস্থাপনসহ অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য এক্সটার্নাল অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার (EAMS) তৈরি করা হয়। এক্সটার্নাল অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার (EAMS)-এ অডিট আপত্তিসমূহের তথ্য আপলোডকরণসহ আপত্তির বিভিন্ন ধাপে জবাব প্রদান ও নিষ্পত্তির জন্য সম্যক জ্ঞান লাভে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের সকল স্থাপনার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে এক্সটার্নাল অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার (EAMS) এর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বর্তমানে জুন/২০২২ মাস পর্যন্ত ৬,১৯০ টি আপত্তির মধ্যে এক্সটার্নাল অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার (EAMS)-এ ৬,০০১ টি আপত্তির তথ্য আপলোড সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া জবাব প্রদানে এক্সটার্নাল অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারটির (EAMS) কার্যপোষোগীকরণের প্রক্রিয়া সফটওয়্যার নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চলমান রয়েছে। নিম্নে অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার (EAMS) এর কয়েকটি interface এবং খাদ্য বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের কয়েকটি চিত্র তুলে ধরা হলোঃ



চিত্র-১: এক্সটার্নাল অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারের (EAMS) লগইন পেইজ

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	মোট আপত্তির সংখ্যা	চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকৃত অনুচ্ছেদ সংখ্যা	অবশিষ্ট আপত্তির সংখ্যা
১	খাদ্য অধিদপ্তর	১৭	০	১৭

চিত্র-২: এক্সটার্নাল অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারের (EAMS) ড্যাশবোর্ডের চিত্র

অডিট অফিসের সারক নং (AIR)	আপত্তির শিরোনাম	অফিস	অডিটের ধরন	সফটওয়্যারের পরিমাণ	অডিট অফিসের তারিখ	অডিটের অবস্থা	অডিটের অবস্থান	অবশ্য প্রাপ্তি তারিখ	পদক্ষেপ
১০.০১.০০০০.১০০.১৮.৯৫৫.২০.০০	স্বাক্ষর/স্বাক্ষর অক্ষিপ...	সেগোন্দহাট সিএসটি, চট্টগ্রাম	সাধারণ অনুচ্ছেদ	০.০০	১৯ অক্টোবর, ২০২০	নতুন	নতুন (সেগোন্দহাট সিএসটি, চট্টগ্রাম)		পদক্ষেপ
১০.০১.০০০০.১০০.১৮.৯৫৫.২০.০০	স্বাক্ষর/স্বাক্ষর অক্ষিপ...	সেগোন্দহাট সিএসটি, চট্টগ্রাম	সাধারণ অনুচ্ছেদ	০.০০	১৯ অক্টোবর, ২০২০	নতুন	নতুন (সেগোন্দহাট সিএসটি, চট্টগ্রাম)		পদক্ষেপ
১০.০১.০০০০.১০০.১৮.৯৫৫.২০.০০		সেগোন্দহাট সিএসটি, চট্টগ্রাম	সাধারণ অনুচ্ছেদ	২৮৫৭০.৬৯	১৯ অক্টোবর, ২০২০	নতুন	নতুন (সেগোন্দহাট সিএসটি, চট্টগ্রাম)		পদক্ষেপ
১০.০১.০০০০.১০০.১৮.৯৫৫.২০.০০	২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ ...	সেগোন্দহাট সিএসটি, চট্টগ্রাম	সাধারণ অনুচ্ছেদ	১০৪৯৫২৫৪.০০	১৯ অক্টোবর, ২০২০	নতুন	নতুন (সেগোন্দহাট সিএসটি, চট্টগ্রাম)		পদক্ষেপ
১০.০১.০০০০.১০০.১৮.৯৫৫.২০.০০		সেগোন্দহাট সিএসটি, চট্টগ্রাম	সাধারণ অনুচ্ছেদ	১১১৬০৮৯২.০০	১৯ অক্টোবর, ২০২০	নতুন	নতুন (সেগোন্দহাট সিএসটি, চট্টগ্রাম)		পদক্ষেপ
৮২.২২.০০০০.০১০.১৭.০০১.২১.০২		সাক্ষাহার সাইলো	সাধারণ অনুচ্ছেদ	২৫০৭৭৫.০০	২০ জুন, ২০২২	নতুন	নতুন (সাক্ষাহার সাইলো)		পদক্ষেপ
৮২.২২.০০০০.০১০.১৭.০০১.২১.০২	শ্রমিক মজুরীর মান্...	সাক্ষাহার সাইলো	সাধারণ অনুচ্ছেদ	১৭৪০৭৬০৫.০০	২০ জুন, ২০২২	নতুন	নতুন (সাক্ষাহার সাইলো)		পদক্ষেপ

চিত্র-৩: এক্সটার্নাল অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারে (EAMS) প্রদর্শিত আপত্তির তালিকা



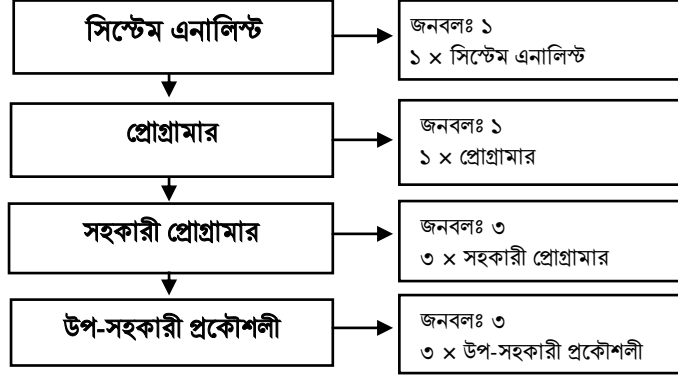
চিত্র-৪: এক্সটার্নাল অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার (EAMS) বিষয়ে চলমান প্রশিক্ষণ কোর্সের চিত্র



চিত্র-৫: এক্সটার্নাল অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার (EAMS) বিষয়ে প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদ বিতরণ

## ১০.০ আইসিটি কার্যক্রম

### ১০.১ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিটের অর্গানোগ্রাম



### ১০.২ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের খাদ্য অধিদপ্তরের কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট কর্তৃক নিম্নে বর্ণিত আইসিটি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ঃ

#### বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ

খাদ্য অধিদপ্তরে আধুনিক খাদ্যশস্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ প্রকল্প হতে আইসিটি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ জনবল তৈরী করার লক্ষ্যে ৮টি বিভাগে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে মোট ৭৭৩জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

#### কৃষকের অ্যাপের মাধ্যমে কৃষকের নিকট হতে ধান সংগ্রহ

“কৃষকের অ্যাপ” এর মাধ্যমে বোরো’২০২১-২২ মৌসুমে ২৫৬টি উপজেলায় কৃষকের নিকট হতে ধান সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

#### ডিজিটাল চাল সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা

বোরো ২০২১-২২ মৌসুমে মোট ৫৩ টি উপজেলায় পাইলটিং কার্যক্রমের আওতায় চাল সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

#### চালকলের মিলিং ক্ষমতা নির্ণয়

বোরো ২০২১-২০২২ মৌসুমে মোট ৫৩ টি উপজেলায় পাইলটিং কার্যক্রমের আওতায় ডিজিটাল চাল সংগ্রহ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চাল সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ঐ সকল উপজেলায় চালকলের মিলিং ক্ষমতা নির্ণয় সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে।

#### অডিট ব্যবস্থাপনা (অভ্যন্তরীণ)

খাদ্য অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম শক্তিশালী করার জন্য অন-লাইন অডিট ব্যবস্থাপনা সিস্টেম প্রস্তুত করা হয়েছে যা অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ এবং মাঠ-পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। জুন/২০২২ পর্যন্ত অডিট (অভ্যন্তরীণ) সফটওয়্যারে সর্বমোট ৯৭,৫৪৯ টি আপত্তির মধ্যে ৭২,৭৪৩টি আপত্তি এন্ড্রি করা হয়েছে।

#### অডিট ব্যবস্থাপনা (বানিজ্যিক)

জুন/২০২২ পর্যন্ত অডিট (বানিজ্যিক) সফটওয়্যারে সর্বমোট ৬,১৯০ টি আপত্তির মধ্যে ৬,০০২টি আপত্তি এন্ড্রি করা হয়েছে।



## তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর খাদ্য ব্যবস্থাপনা

তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে খাদ্য বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। খাদ্য ব্যবস্থাপনা আরো গতিশীল, সুদৃঢ়, স্বচ্ছ ও জবাবদিহির আওতায় আনার নিমিত্ত খাদ্য বিভাগের সকল স্থাপনায় কম্পিউটার ও নেটওয়ার্ক স্থাপন; তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার উপযোগী জনবল গড়ে তোলা; খাদ্য ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমসমূহকে সফটওয়্যারে রূপান্তর; দ্রুত সেবা প্রদান; দ্রুততম সময়ের মধ্যে তথ্য সরবরাহ প্রভৃতি। ইতোমধ্যে কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ সরবরাহ করা হয়েছে এবং নেটওয়ার্ক স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

## Movement Programming Software

খাদ্য অধিদপ্তরের চসসা বিভাগের আওতায় Movement Programming Software প্রণয়ন করা হয়। উক্ত সফটওয়্যারটি মাঠ-পর্যায়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত ৫৭১ টি স্থাপনায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

## খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট

খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট অর্থাৎ [www.dgfood.gov.bd](http://www.dgfood.gov.bd) জাতীয় ওয়েব-পোর্টালের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি বিশেষতঃ আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ দরপত্র, খাদ্য শস্য সংগ্রহ ও বিলি-বিতরণ, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ, NOC ইত্যাদি তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগের সেবা বক্তের মাধ্যমে সহজেই সেবা প্রদান করা হয় এবং নিয়মিত তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ করা হয়ে থাকে।

চিত্র-৬: খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট

## ১০.৩ ইনোভেশন কার্যক্রম

খাদ্য অধিদপ্তর সেবা প্রদান পদ্ধতিকে সহজতর ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আর এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সেবা গ্রহীতার প্রকৃত অবস্থা, সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ, সৃজনশীল সমাধান পরিকল্পনা, পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা ও দলীয় উদ্যোগ গ্রহণের লক্ষ্যে ইনোভেশন টিম কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

**খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত এবং চলমান উদ্যোগসমূহের তালিকা**

ক্র:নং	উদ্যোগ সমূহ	মন্তব্য
১.	সরকারি গুদামে বিক্রিত ধানের মূল্য পরিশোধ (EFT) সেবা সহজীকরণ	সেবাটি শতভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে। আইডিয়াটি অভ্যন্তরীণ আমন সংগ্রহ ২০২১-২২ মৌসুমে কিশোরগঞ্জ সদর ও দিনাজপুর সদর উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে।
২.	স্টিল স্ট্রাকচার ম্যাকানিক্যাল ট্রাক স্কেল আধুনিকায়ন।	ইনোভেশন আইডিয়াটি জামালপুর জেলার সিংহজানী এলএসডি-তে বাস্তবায়িত হয়েছে। আইডিয়াটি দেশব্যাপী রেপ্লিকেশনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।
৩.	এলএসডি/সিএসডি'র খামাল ব্যবস্থাপনা মনিটরিং	সফটওয়্যার প্রস্তুত সম্পন্ন হয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর এলএসডি, ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে সফটওয়্যারটি পাইলটিং কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সরকারি খাদ্য গুদামের খামাল ব্যবস্থাপনা মনিটরিং সফটওয়্যারের লিংক: <a href="http://khamal.dgfood.gov.bd/">http://khamal.dgfood.gov.bd/</a>
৪.	Customized Truck Loader & Unloader স্থাপনের মাধ্যমে এলএসডি ও সিএসডিসমূহে খামাল গঠনে সার্বিক বৃদ্ধি এবং শ্রমিক নির্ভরতা হ্রাসকরণ বিষয়ক উদ্ভাবনী আইডিয়া।	Customized Truck Loader & Unloader তেজগাঁও সিএসডি-তে স্থাপন করা হয়েছে। সিএসডির ৩ নং গোডাউনে মেশিনটির পরীক্ষামূলক ব্যবহার শুরু করা হয়েছে।
৫.	সরকারি খাদ্য গুদামে বিনির্দেশসম্মত পাটের বস্তা গ্রহণ ও বিতরণ সহজিকরণ।	বস্তার আর্দ্রতা ও ওজন পরিমাপ করে আর্দ্রতার তারতম্যের জন্য বস্তার ওজন হ্রাস-বৃদ্ধির সঠিক ডাটা এনালাইসিস করার জন্য নওগাঁ, বগুড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ৩টি এলএসডি'র জন্য ৩টি ময়েশচার মিটার সরবরাহ করা হয়েছে। পটকা বিভাগ হতে প্রথম ধাপের রেপ্লিকেশনের উদ্দেশ্যে ১২০টি আর্দ্রতামাপক যন্ত্র ক্রয়ের জন্য ০৪/০৭/২০২২ তারিখে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

## ১১.০ খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নধীন আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নধীন Modern Food Storage Facilities শীর্ষক প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে খাদ্য শস্যের মজুদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫ লাখ ৩৫ হাজার ৫শ' মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার ৮টি আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণ; বন্যা, সাইক্লোন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় খাদ্যশস্যের নিরাপদ মজুদ নিশ্চিতকরণ; খাদ্যশস্যের গুণগতমান ও পুষ্টিমান বজায় রাখার লক্ষ্যে সবচেয়ে উপযুক্ত প্রযুক্তির অভিযোজন এবং সর্বোপরি পরিমাণ ও গুণগত মজুদ ঘাটতি হ্রাস করা ও খাদ্য ব্যবস্থাপনায় সুসামান নিশ্চিতকরণ। প্রকল্পটি সর্বমোট ৩৫৬৮.৯৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী/২০১৪ হতে অক্টোবর/২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্পগুলোর মধ্যে অন্যতম।

সারণি-২৬ : ২০২১-২০২২ অর্থবছরে আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ প্রকল্পে এডিপি বরাদ্দ, ব্যয় বিবরণী ও অগ্রগতির সারসংক্ষেপ

(অংক সমূহ কোটি টাকায়)

মোট প্রকল্প ব্যয়	২০২১-২০২২ বাজেট বরাদ্দ (জিওবি)	২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ADP বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জুলাই ২০২১ হতে জুন'২০২২ পর্যন্ত )			জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (%)		
		মোট ব্যয় (%)	জিওবি (%)	আরপিএ (%)	মোট ব্যয় (%)	জিওবি (%)	আরপিএ (%)
৩৫৬৮.৯৪ (৬৫.০০)	৩৭৯.০৪ (১০.৮৫)	৩৫৯.৭৩ (৯৪.৯১)	৮.৩২ (৭৬.৬৮)	৩৫১.৪১ (৯৫.৪৪)	১৪৪১.৬৯ (৪০.৩৯)	১১.৪৫ (১৭.৬১)	১৪৩০.২৪ (৪০.৮৬)

## ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কাজগুলো নিম্নরূপঃ

### (১) ৮টি সাইলো নির্মাণ

ডিপিপি অনুযায়ী আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্পের ৮টি অঞ্জের মধ্যে প্রধান অঞ্জ হচ্ছে দেশের ৮টি ভৌগোলিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৮টি সাইলো নির্মাণ। ডিপিপি অনুযায়ী ৮টি সাইলো ৬টি প্যাকেজে নির্মাণ করা হবে। নিম্নে প্যাকেজ ভিত্তিক কাজের অগ্রগতি দেয়া হলোঃ

প্যাকেজ W3 এর আওতায় ময়মনসিংহ, মধুপুর ও আশুগঞ্জ রাইস সাইলো নির্মাণ কাজ চলছে। এ প্যাকেজের আওতায় ৩টি রাইস সাইলো নির্মাণের জন্য গত ০৪/০৪/২০১৮ তারিখে TCCL-FRAME JV এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ প্যাকেজের মোট চুক্তি মূল্য ৯৬০.০৩ কোটি টাকা। এ পর্যন্ত মোট ব্যয় ৫৫৩.০০ কোটি টাকা। ভৌত অগ্রগতি ৮০% আর্থিক অগ্রগতি ৫৭.৬০%।

### ময়মনসিংহ রাইস সাইলো

এ সাইটটি ময়মনসিংহ সিএসডি'র অভ্যন্তরে একটি অব্যবহৃত ভূমি উন্নয়ন করে নির্মাণ উপযোগী করা হয়েছে। তাছাড়া প্রকল্প এলাকার উন্নয়ন ও প্রারম্ভিক সকল কাজ সম্পন্ন করে ইতোমধ্যে তিনতলা বিশিষ্ট একটি সাইলো অফিস নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে ময়মনসিংহ সিএসডি'র অভ্যন্তরে প্যাকেজ W-3 এর আওতায় ৪৮,০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতার রাইস সাইলো নির্মাণের কাজ চলছে। ময়মনসিংহ রাইস সাইলোর নির্মাণ কাজের ভৌত অগ্রগতি ৮৬.৭৫% ও আর্থিক অগ্রগতি ৬৫.৫০%।



ময়মনসিংহ রাইস সাইলো

## মধুপুর রাইস সাইলো

মধুপুর সাইলো নির্মাণের জন্য ৫ একর খাস জমি খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক ক্রয় করা হয়েছে। ক্রয়কৃত জমির রেজিস্ট্রেশন এবং খাদ্য অধিদপ্তরের অনুকূলে নামজারী সম্পন্ন হয়েছে। সমগ্র এলাকা মাটি ভরাট করে সাইলো নির্মাণের উপযোগী করা হয়েছে। সাইলো এলাকার চারিদিকে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং তিনতলা বিশিষ্ট একটি সাইলো অফিস নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে মধুপুরে প্যাকেজ W-3 এর আওতায় ৪৮,০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতার রাইস সাইলো নির্মাণের কাজ চলছে। মধুপুর রাইস সাইলোর নির্মাণ কাজের ভৌত অগ্রগতি ৮৬.৭০ % ও আর্থিক অগ্রগতি ৭০.৭১ %।



মধুপুর রাইস সাইলো

## আশুগঞ্জ রাইস সাইলো

এ সাইটটি বিদ্যমান আশুগঞ্জ কনক্রিট সাইলোর ভাটিতে মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত। প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ১৬ একর নীচু ভূমি উন্নয়ন করা হয়েছে। সমগ্র এলাকায় সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে এবং তিনতলা বিশিষ্ট একটি সাইলো অফিস নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া মেঘনা নদীর Foreshore এলাকায় RCC Pile ও RCC Wall সহ নদী শাসনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে আশুগঞ্জে প্যাকেজ W-3 এর আওতায় ১,০৫,০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতার রাইস সাইলো নির্মাণের কাজ চলছে। আশুগঞ্জ রাইস সাইলোর নির্মাণ কাজের ভৌত অগ্রগতি ৭৪.৮০% ও আর্থিক অগ্রগতি ৪৯.৪৩%।



আশুগঞ্জ রাইস সাইলো

## বরিশাল রাইস সাইলো (প্যাকেজ W21)

প্যাকেজ W-21 এর আওতায় বরিশাল শহরের কীর্তনখোলা নদীর তীরে ২৬ একর জমির উপর বিদ্যমান খাদ্য অধিদপ্তরের সিএসডি'র অভ্যন্তরে ৪৮,০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতার বরিশাল রাইস সাইলো নির্মাণের জন্য গত ২২/০৬/২০২১ তারিখে CIL-GSIJV এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বর্তমানে উক্ত রাইস সাইলো নির্মাণ কাজ চলছে। এ প্যাকেজের মোট চুক্তি মূল্য ৩৩০.৮৬ কোটি টাকা। এ পর্যন্ত মোট ব্যয় ৮৩.৫৭ কোটি টাকা। ভৌত অগ্রগতি ৪৪.৪৮% আর্থিক অগ্রগতি ২৫.২৬%।



বরিশাল রাইস সাইলো

### প্রতিস্থাপিত ঢাকা রাইস সাইলো (W-22, প্রস্তাবিত নওগাঁ রাইস সাইলো)

২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত মাসিক আন্ত: মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ঢাকা সাইটের নির্মিতব্য ৪৮,০০০ মেঃটন ধারণ ক্ষমতার রাইস সাইলোটি নওগাঁ জেলায় স্থানান্তরের কার্যক্রম চলছে। ইতোমধ্যে নওগাঁ জেলার মহাদেবপুরে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে খাদ্য অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেট হতে উক্ত সাইটে ভূমি উন্নয়নের কাজ চলছে। ভূমি উন্নয়নের কাজের অগ্রগতি ৬৫%। এ ছাড়া রাস্তা হতে সাইটে প্রবেশের জন্য ব্রীজ সহ সাইলো ডিজাইনের কাজ চলমান আছে।

### নারায়ণগঞ্জ রাইস সাইলো (প্যাকেজ W-23)

প্যাকেজ W-23 এর আওতায় খাদ্য অধিদপ্তরের বিদ্যমান নারায়ণগঞ্জ সিএসডি'র মোট ১৭ একর জায়গা থেকে ৬ একর ভূমির উন্নয়ন করে ৪৮,০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতার নারায়ণগঞ্জ রাইস সাইলো নির্মাণের জন্য গত ১৪/০৯/২০২১ তারিখে CIL-GSI JV এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বর্তমানে উক্ত রাইস সাইলো নির্মাণ কাজ চলছে। এ প্যাকেজের মোট চুক্তি মূল্য ৩২০.২৩ কোটি টাকা। এ পর্যন্ত মোট ব্যয় ২৬.৪৪ কোটি টাকা। ভৌত অগ্রগতি ২৬.৩৪% আর্থিক অগ্রগতি ৮.২৬%।



নারায়ণগঞ্জ রাইস সাইলো

### চট্টগ্রাম গমের সাইলো (প্যাকেজ W24)

প্যাকেজ W-24 এর আওতায় চট্টগ্রাম কনক্রিট সাইলো এলাকার ৫ একর নীচু ভূমির উন্নয়ন করে ১,১৪,৩০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতার চট্টগ্রাম গমের সাইলো নির্মাণের জন্য গত ০৭/০৪/২০২২ তারিখে CIL-GSI JV এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বর্তমানে উক্ত গমের সাইলোর নির্মাণ কাজ চলছে। এ প্যাকেজের মোট চুক্তি মূল্য ৫৩৭.৫৭ কোটি টাকা। চুক্তিপত্রের শর্ত মোতাবেক চুক্তি মূল্যের ১০% অগ্রিম পরিশোধ করা হয়েছে। ভৌত অগ্রগতি ৬.১৬%।



চট্টগ্রাম গমের ষ্টীল সাইলো

### মহেশ্বরপাশা গমের সাইলো (প্যাকেজ W-25)

প্যাকেজ W-25 এর আওতায় খুলনার মহেশ্বরপাশা সিএসডি'র অভ্যন্তরে ৭৬,২০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতার গমের সাইলোটি নির্মাণের জন্য গত ১২/০১/২০২২ তারিখে ALTUNTAS-MIL JV এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বর্তমানে উক্ত সাইলোর নির্মাণ কাজ চলছে। এ প্যাকেজের মোট চুক্তি মূল্য ৩৫৫.৯১ কোটি টাকা। এ পর্যন্ত মোট ব্যয় ৭.৯৫ কোটি টাকা। ভৌত অগ্রগতি ১০% আর্থিক অগ্রগতি ০.২০%।



মহেশ্বরপাশা গমের ষ্টীল সাইলো

## (২) Digital পদ্ধতিতে খাদ্য মজুদ ও বাজার মনিটরিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন

Digital পদ্ধতিতে খাদ্যের মজুদ, সংরক্ষণ ও বাজার মনিটরিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ কাজ বাস্তবায়নের জন্য ICT পরামর্শক হিসেবে Pricewaterhouse Coopers Pvt. Ltd. এবং বুয়েট পরামর্শক হিসেবে কাজ করছে। এ কাজ নিম্নবর্ণিত ২টি প্যাকেজে (GD-26 এবং GD-27) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

GD-26 এর আওতায় খাদ্য অধিদপ্তরসহ খাদ্য অধিদপ্তরাধীন LSD/CSD/Silo ও বিভিন্ন পর্যায়ের দপ্তরসহ মোট ১৬৪০টি স্থাপনায় Active Directory সহ ICT যন্ত্রপাতি (১৭৫৮ টি ডেক্সটপ কম্পিউটার, ১৬০৩টি প্রিন্টার, ৭০০টি অন লাইন ইউপিএস, ৯৭৫টি অফ লাইন ইউপিএস এবং ৭০০টি রাউটার), Windows server, ৭৬১ সেট কম্পিউটার টেবিল-চেয়ার ইত্যাদি সরবরাহ ও স্থাপন করার জন্য Smart Technologies (BD) Ltd. এর সাথে চুক্তি হয়। চুক্তির আলোকে খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্থাপনায় ১৭৫৮ টি ডেক্সটপ কম্পিউটার, ১৬০৩টি প্রিন্টার, ৭০০টি অন লাইন ইউপিএস, ৯৭৫টি অফ লাইন ইউপিএস এবং ৭০০ টি রাউটার সরবরাহ সম্পন্ন হয়েছে, এ ছাড়া ১৪০টি ব্যাচে ৩৩৪৬ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে Basic Computer Training দেয়া হয়েছে।

GD-27এর আওতায় Software development, Networking, Connectivity, Training, DC & DR স্থাপনের জন্য গত ২৮/০৬/২০২১ তারিখের Beximco Computer Ltd, Bangladesh (Lead)-Bangladesh Export Import Company Ltd, Bangladesh- Tech Mahindra Ltd, India- Tech Vally Networks Ltd, Bangladesh- Consortium এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তির আলোকে জেডি প্রতিষ্ঠানকর্তৃক প্রণীত SRS (System Requirement Specification) টি খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী'র সভাপতিত্বে বিগত ১৫/০৩/২০২২ তারিখে Workshop এ প্রাপ্ত সুপারিশ অনুযায়ী SRS চূড়ান্ত করা হরা হয়েছে এবং FDD (Functionality Demo Document) গত ২৮/০৬/২০২২ তারিখে চূড়ান্ত করা হয়েছে। বর্তমানে Software customization এবং হার্ডওয়্যার Installation এর কাজ চলছে। এছাড়া চুক্তি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সকল ইকুইপমেন্টের এলসি খোলা হয়েছে যা আগামী ২/৩ মাসের মধ্যে দেশে পৌঁছাবে। সারাদেশে এ অনলাইন ফুডস্টক মার্কেট মনিটরিং আগামী অক্টোবর/২০২৩ মাসে চালু হবে।

## (৩) সমন্বিত খাদ্যনীতি গবেষণা কার্যক্রম

গবেষণা প্রতিষ্ঠান (IFPRI, University of Illinois, USA এবং BIDS) কর্তৃক ২০ টি ডেলিভারেবল দাখিল করার ব্যবস্থা চুক্তিপত্র রয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৭টি, ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫টি এবং ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ১টি চূড়ান্ত ডেলিভারেবল চূড়ান্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ৭টি ডেলিভারেবল এর কাজ চলছে।

## (৪) Food Testing Laboratory নির্মাণ কার্যক্রম

খাদ্য অধিদপ্তরের ৬টি আঞ্চলিক অফিসে খাদ্যের গুণগতমান পরীক্ষার জন্য আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্পের আওতায় ৬টি বিভাগীয় শহর বরিশাল, খুলনা, সিলেট, রংপুর, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে ১টি করে মোট ৬টি Food Testing Laboratory বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।



চট্টগ্রাম ল্যাব বিল্ডিং



রংপুর ল্যাব বিল্ডিং



বরিশাল ল্যাব বিল্ডিং

## ১২.০ “সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ (২য় সংশোধিত)” প্রকল্প এর হালনাগাদ অগ্রগতি

খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক “সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ” প্রকল্পটি সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ৩৯২.৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে প্রকল্পটি সমগ্র দেশব্যাপী বাস্তবায়নধীন আছে। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ৬৯,৫০০ মে.টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ১১৪টি খাদ্য গুদাম, ১৪০টি আবাসিক ও অনাবাসিক ভবন, ৪৭,৪৮৩ বঃমিঃ অভ্যন্তরীণ আরসিসি রাস্তা পুনঃনির্মাণ, ২৭,৭৬৩ রানিং মিটার সীমানা প্রাচীর মেরামত এবং ১৪টি আবাসিক ও অনাবাসিক ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও খাদ্য গুদাম ও স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় খাদ্য অধিদপ্তরের ৩৫৯টি স্থাপনায় সিসি ক্যামেরা ও ৪৫৮টি স্থাপনায় সোলার প্যানেল (সৌর বিদ্যুৎ) স্থাপন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৮৫% ও আর্থিক অগ্রগতি ৮০%। প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কাজের স্থির চিত্র দেয়া হলোঃ



চিত্র-৭: অফিস ভবন নির্মাণ, ময়মনসিংহ সিএসডি, ময়মনসিংহ



চিত্র-৮: সাইলো ভবন মেরামত, নারায়ণগঞ্জ সাইলো, নারায়ণগঞ্জ



চিত্র-৯: অভ্যন্তরীণ আরসিসি রাস্তা নির্মাণ, মুলাডুলি সিএসডি, পাবনা



চিত্র-১০: খাদ্য গুদাম মেরামত, টেকেরহাট এলএসডি, মাদারীপুর



চিত্র-১১: অফিস ভবন নির্মাণ, হাতিয়া এলএসডি, নোয়াখালী





চিত্র-১২: আরসিসি রাস্তা ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, কানাইঘাট এলএসডি, সিলেট



চিত্র-১৩: ড্রাই ইয়ার্ড নির্মাণ, রুহিয়া এলএসডি, ঠাকুরগাঁও



চিত্র-১৪: অফিস ভবন নির্মাণ, মুলাডুলি সিএসডি, পাবনা

## ১৩.০ খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রিমিক্স কার্নেল মেশিন ও ল্যাবরেটরী স্থাপন এবং অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প এর হালনাগাদ অগ্রগতি

প্রকল্পের নামঃ “খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রিমিক্স কার্নেল মেশিন ও ল্যাবরেটরী স্থাপন এবং অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প”

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ দারিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান নিশ্চিত করা

### ১৩.১ কেন এই প্রকল্পঃ

দেশের দারিদ্র জনসাধারণের জন্য খাদ্য সহায়তা ও পুষ্টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থায় ২০১৭ সালে “খাদ্য বান্ধব কর্মসূচী নীতিমালা ২০১৭” প্রণয়ন করা হয়। বর্তমানে বছরের কর্মসূচীকালীন ৫ (পাঁচ) মাস দেশের ৫০ (পঞ্চাশ) লাখ হতদরিদ্র পরিবারকে কার্ড প্রতি মাসে ৩০ কেজি চাল পনের টাকা দরে বিতরণ করা হচ্ছে। এছাড়া, ভিজিডি কর্মসূচিতে সারা বছর ১০ লাখ পরিবারকে কার্ডপ্রতি বিনামূল্যে ৩০ কেজি করে চাল দেওয়া হচ্ছে। হতদরিদ্র ও দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণকৃত এই চাল সাধারণভাবে তাদের ক্ষুধা নিবারণক্রমে খাদ্য নিরাপত্তা দিলেও পুষ্টি সমস্যা নিরসন হচ্ছে না। এসডিজি-২ অনুযায়ী খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি পুষ্টি সমস্যাও দূরীভূত করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ফলে খাদ্য মন্ত্রণালয় খাদ্য বান্ধব ও ভিজিডি খাতের বিতরণকৃত চালসমূহকে পর্যায়ক্রমে পুষ্টি সমৃদ্ধ (Fortified) করে বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। পুষ্টিচাল বিতরণের মাধ্যমে সরকার ৬ (ছয়টি) পুষ্টি উপাদান (Micronutrient: Vitamin A, B1, B12, Folic Acid, Iron & Zinc) নিশ্চিত করতে চায়।

খাদ্য অধিদপ্তরের নিজস্ব কোন Premix Kernal উৎপাদন ব্যবস্থা নেই বিধায় পুষ্টিচাল বিতরণের জন্য উল্লিখিত দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে খাদ্য অধিদপ্তরকে ফর্টিফাইড কার্নেল সংগ্রহ করতে হয়। এই জন্য খাদ্য অধিদপ্তরকে ইগলু, মাসাফি ও নারিশ থেকে ফর্টিফাইড কার্নেল সংগ্রহ করতে হয়। সম্প্রতি স্কুল শিল নীতিমালা ২০১৯ অনুমোদিত হওয়ায় দেশে স্কুল মিল চালু হয়েছে। ফলে স্কুলের শিক্ষার্থীদের পুষ্টি নিশ্চিত করণার্থে মিলের জন্য প্রাথমিক ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় খাদ্য সন্ত্রণালয়ের নিকট পুষ্টিচাল সরবরাহের জন্য পত্র প্রেরণ করে। এর প্রেক্ষিতে খাদ্য অধিদপ্তরকে প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান হতে কার্নেল সংগ্রহ করতে হয় এবং এত সরকারের প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। খাদ্য অধিদপ্তরের নিজস্ব Premix Kernal উৎপাদন ব্যবস্থা না থাকায় হতদরিদ্র ও অপুষ্টিতে আক্রান্ত পরিবারের মধ্যে পুষ্টিচাল বিতরণ কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এর প্রেক্ষিতে খাদ্য মন্ত্রণালয় ঘন্টায় ৪০০ কেজি কার্নেল উৎপাদনক্ষম ফ্যাক্টরী স্থাপনের জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করে।

### ১৩.২ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা

- ঘন্টায় ৪০০ কেজি ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি Premix Kernal Production Machine স্থাপন করা;
- সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় হতদরিদ্র মানুষের মধ্যে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যের সহজলভ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গুণগতমানসম্পন্ন পুষ্টিচাল উৎপাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- Kernal Production Machine এর মাধ্যমে ২(দুই) শিফট করে বছরে মোট ১৯২০ মে.টন কার্নেল উৎপাদন করা;
- ভবিষ্যতে ১১১০০ মে.টন কার্নেল উৎপাদনের লক্ষ্যে ১:১০০ অনুপাতে পর্যায়ক্রমে বছরে ১১১০০০০ মে.টন রাইস ফর্টিফিকেশন করা।

প্রকল্পের ব্যয়ঃ	৭৬২৯.৭২ লক্ষ টাকা (জিওবি ফান্ড)
প্রকল্পের এলাকাঃ	নারায়নগঞ্জ সাইলো, নারায়নগঞ্জ
প্রকল্প শুরুর তারিখঃ	জানুয়ারি ২০২০ খ্রি.
প্রকল্প সমাপ্তির তারিখঃ	ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি.

### ১৩.৩ প্রকল্পের অধীন বাস্তবায়িত প্রধান অঙ্গসমূহ ও বাস্তব অগ্রগতি

১. ঘন্টায় ৪০০ কেজি ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি Kernal Production Machine ক্রয় ও স্থাপন	কার্নেল ফ্যাক্টরীর জন্য চায়নাস্থ Buhler Factory হতে সংগৃহীত মেশিনারিজ ও ইকুইপমেন্টসমূহ নারায়নগঞ্জ সাইলো ক্যাম্পাসে রক্ষিত আছে। শীঘ্রই মেশিনারিজ ইকুইপমেন্ট স্থাপনের কাজ শুরু হবে;
২. ল্যাব ইকুইপমেন্ট ক্রয় ও স্থাপন	পুষ্টির গুণগতমান পরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরী ইকুইপমেন্টসমূহ নারায়নগঞ্জ সাইলো ক্যাম্পাসে রক্ষিত আছে। শীঘ্রই ল্যাব ইকুইপমেন্ট স্থাপনের কাজ শুরু হবে;
৩. প্রিমিক্স কার্নেল ফ্যাক্টরী ভবন নির্মাণ	নারায়নগঞ্জ সাইলো ক্যাম্পাসে ৫২ ফিট উচ্চতা বিশিষ্ট প্রিমিক্স কার্নেল ফ্যাক্টরী ভবন নির্মাণাধীন। ৮৮টি পাইলিং, পাইল ক্যাপ, গ্রেড বীম, কলাম, Top Roof, ৭টি স্লাবের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ব্রিক ওয়ালের কাজ চলমান। বাস্তব অগ্রগতি ৭৫%;
৪. ৩ তলা বিশিষ্ট ১টি অফিস কাম ল্যাবরেটরী ভবন নির্মাণ	নারায়নগঞ্জ সাইলো ক্যাম্পাসে ৩ তলা বিশিষ্ট অফিস কাম ল্যাবরেটরী ভবন নির্মাণাধীন। ভবনের ৬৫টি পাইলিং, পাইল ক্যাপ, গ্রেড বীম, কলাম, লিস্ট কোর ও ১ম, ২য় ও ৩য় তলা

	পর্যন্ত সিঁড়ির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ১ম, ২য় ও ৩য় তলার ছাদ সম্পন্ন। বর্তমানে প্লাস্টারের কাজ চলমান। বাস্তব অগ্রগতি ৮০%;
৫. ৪০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার ১ টি ওয়্যার হাউজ নির্মাণ	নারায়নগঞ্জ সাইলো ক্যাম্পাসে ৪০০ মে.টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ১টি ওয়্যার হাউজ (গুদাম) নির্মাণাধীন। ওয়্যার হাউজের ৩২টি পাইলিং, পাইল ক্যাপ, গ্রেড বীম, কলাম ও ফ্লোর ঢালাই, ছাদ ঢালাই এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে প্লাস্টার এর কাজ চলমান। বাস্তব অগ্রগতি ৮০%;
৬. ১০০০ কেভিএ সাবস্টেশন নির্মাণ	সাব-স্টেশন হাউজের ছাদ ঢালাই, ব্রীক ওয়াল ও প্লাস্টার এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ১০০০ কেভিএ সাব-স্টেশনের সরঞ্জাম স্থাপন কাজ চলমান। বাস্তব অগ্রগতি ৮০%;

### ১৩.৪ কার্নেল তৈরীর কারিগরী পদ্ধতি

প্রথমে ভাঙ্গা চাল প্রেষণ করা হয়। এরপর প্রিমিক্স উপাদান ওজন পূর্বক এতে পুষ্টি উপাদান (Micronutrient: Vitamin A, B1, B12, Folic Acid, Iron & Zinc) মিশ্রিত করার পর ৭০-৮০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় প্রিকন্ডিশনিং এবং মিক্সিং করা হয়। পরবর্তীতে Screw Conveyor এর সাহায্যে পরিবাহিত হয়ে Hot Extruder এ ৩০ সেকেন্স যাবৎ ৮০-১১০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করার পর Roller Dryer ও Final Drying Section এ পরিবাহিত হয়। এরপর মেটাল ডিটেস্টার এর মাধ্যমে পরীক্ষান্তে Cooling Room এ নিয়ে যাওয়া হয় এবং পলিব্যাগে ভর্তি করা হয়। অতঃপর ১০০:১ অনুপাতে সাধারণ চালের সাথে ফটিফাইড কার্নেল মিশ্রিত করে ফটিফাইড রাইস ব্যাগিংপূর্বক শুল্ক ও ঠান্ডা স্থানে রাখা হয়।

উৎপাদিত কার্নেলে ৬(ছয়টি) পুষ্টি উপাদান (Micronutrient: Vitamin A, B1, B12, Folic Acid, Iron & Zinc) যথাযথ ভাবে বিদ্যমান রয়েছে কিনা তা পরীক্ষার জন্য অত্র প্রকল্পের অধীনে একটি ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হচ্ছে।

প্রিমিক্স কার্নেল প্রকল্পটি সমাপনান্তে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার জন্য মোট ২৫ ক্যাটাগরির ৫৩টি পদ সৃষ্ণের প্রস্তাব খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	পদের শ্রেণি	গ্রেড	জাতীয় বেতন স্কেল জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫ অনুযায়ী)
১	জেনারেল ম্যানেজার	১	১ম শ্রেণি বিসিএস (খাদ্য)-কারিগরী	৫	৪৩০০০-৬৯৮৫০/-
২	রক্ষণ প্রকৌশলী	১	ঐ	৬	৩৫৫০০-৬৭০১০/-
৩	সহকারী রক্ষণ প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)	১	ঐ	৯	২২০০০-৫৩০৬০/-
৪	সহকারী রক্ষণ প্রকৌশলী (তড়িৎ)	১	ঐ	৯	২২০০০-৫৩০৬০/-
৫	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১	ঐ	৯	২২০০০-৫৩০৬০/-
৬	সহকারী রসায়নবিদ	১	১ম শ্রেণি (নন-ক্যাডার)	৯	২২০০০-৫৩০৬০/-
৭	সুপারভাইজার	২	২য় শ্রেণি	১০	১৬০০০-৩৮৬৪০/-
৮	প্রধান সহকারী	১	৩য় শ্রেণি	১৩	১১০০০-২৬৫৯০/-
৯	হিসাবরক্ষক	১	ঐ	১৩	১১০০০-২৬৫৯০/-
১০	হিসাবরক্ষক-কাম-ক্যাশিয়ার	১	ঐ	১৪	১০২০০-২৪৬৮০/-
১১	ল্যাবরেটরী টেকনিশিয়ান	২	ঐ	১৪	১০২০০-২৪৬৮০/-
১২	ইলেকট্রিক্যাল ফোরম্যান	১	ঐ	১৪	১০২০০-২৪৬৮০/-
১৩	মেকানিক্যাল ফোরম্যান	১	ঐ	১৪	১০২০০-২৪৬৮০/-
১৪	ইলেকট্রিশিয়ান	২	ঐ	১৫	৯৭০০-২৩৪৯০/-
১৫	সহকারী ফোরম্যান	২	ঐ	১৫	৯৭০০-২৩৪৯০/-
১৬	অপারেটর	২	ঐ	১৫	৯৭০০-২৩৪৯০/-
১৭	স্টোরকিপার	১	ঐ	১৫	৯৭০০-২৩৪৯০/-
১৮	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৩	ঐ	১৬	৯৩০০-২২৪৯০/-
১৯	সহকারী অপারেটর	২	ঐ	১৬	৯৩০০-২২৪৯০/-
২০	ল্যাবরেটরী সহকারী	২	ঐ	১৬	৯৩০০-২২৪৯০/-
২১	মিল অপারেটিভ	১৫	ঐ	১৬	৯৩০০-২২৪৯০/-
২২	ড্রাইভার	১	ঐ	১৬	৯৩০০-২২৪৯০/-
২৩	অফিস সহায়ক	২	৪র্থ শ্রেণি	২০	৮২৫০-২০০১০/-
২৪	নিরাপত্তা প্রহরী	৪	ঐ	২০	৮২৫০-২০০১০/-

২৫	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	২	ত্রি	২০	৮২৫০-২০০১০/-
	মোট =	৫৩			

উপরোক্ত পদগুলোসহ ২০তম গ্রেড পর্যন্ত মোট ২৫ ক্যাটাগরির ৫৩টি পদ খাদ্য অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে সংযুক্ত হবে যারা কার্নেল প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করবেন।

চীনে অবস্থিত **Buhler** ফ্যাক্টরীর কার্নেল মেশিন ও ইকুইপমেন্টসমূহ নারায়ণগঞ্জ সাইলোতে স্থাপিত কার্নেল ফ্যাক্টরী ভবনে স্থাপনের কার্যক্রম চলছে। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত **Buhler** ফ্যাক্টরীর কার্নেল মেশিন সরকারী বা বেসরকারী পর্যায়ে স্থাপন করা হয়নি। **Buhler** ফ্যাক্টরীর কার্নেল মেশিন সেটআপ হচ্ছে ভার্টিক্যাল ও সম্পূর্ণ অটোমেটিক। চাল চূর্ণকরণ থেকে ফাইনাল প্রোডাক্ট স্টেজ পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়া অটোমেটিক।

### কার্নেল উৎপাদনে মিশ্রন অনুপাত

ভাঙ্গা চাল: মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট	৯৬ কেজি : ৪ কেজি
----------------------------------	------------------

### রাইস ফর্টিফিকেশনে কার্নেলের মিশ্রন অনুপাত

সাধারণ চাল : কার্নেল	৯৯ : ১
----------------------	--------

### প্রকল্প এলাকায় কাজের কিছু স্থির চিত্র



চিত্র-১৫: কার্নেল ফ্যাক্টরী ভবন (১)



চিত্র-১৬: কার্নেল ফ্যাক্টরী ভবন (২)



চিত্র-১৭: কার্নেল ফ্যাক্টরী ভবন (৩)

## ১৪.০ Smart Bangladesh and Food security

**Md. Selimul Azam**  
**Additional Director**  
**Internal Audit Division**  
**Directorate General of Food**



Food is the basic need for all living organisms to continue their life cycles. Without it no one can live a single day. Proper meal with nutrition is a common need for the people of Bangladesh. The government is trying to mitigate the demand of quality food for the people of our country. To achieve SDG's second goal 'zero hunger', the government has taken some fruitful initiatives. Within 2030 everybody will get food, no one will remain hunger and Bangladesh will be an upper middle-income country. In 2041, we will enter into the era of smart Bangladesh. There will be smart citizen, smart economy, smart government and smart society. Bangladesh will be a hunger free happy and prosperous country. Ministry of Food has a lot of responsibilities to make the vision-2041 come true. Directorate of Food is rendering a lot of services to mitigate the food crisis of Bangladesh through a proper distribution channel. Now the time is to prepare ourselves to be competent and cope up with coming situation.

Food security achievement is the key development priority for all developing countries such as Bangladesh. The production of domestic food has been increased since our government has been taking multidimensional initiatives with the ongoing increase of population after our Liberation. In recent years, though there are no deficiencies of food for the total population, the interest and demand for safe and nutritious food has been increased at a greater extent.

The number of people affected by hunger globally rose to as many as **828 million** in 2021, an increase of about **46 million** since 2020 and **150 million** since the outbreak of the COVID-19 pandemic, according to a United Nations report that provides fresh evidence that the world is moving further away from its goal of ending hunger, food insecurity and malnutrition in all its forms by 2030. Moreover, the hidden type of hunger that is caused by deficiencies in micronutrients such as iron, Vitamin A, and Zinc affects two billion people worldwide (FAO).

Based on the 1996 World Food Summit, food security is defined when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. The government of Bangladesh has worked out an action plan for 2022-23 fiscal for the agricultural sector to ensure food security as the world faces pressure in food production due to Covid-19 pandemic and Russia-Ukraine war. The plan has been worked out in line with the National Agriculture Policy 2018, Agricultural Extension Policy 2020 and 8th Five Year Plan. The main aspects of this action plan are to ensure the country's food security through increased production of all types of crops including paddy and maize; innovate adverse environment-tolerant crop variety and technology and to roll it out quickly, and develop and enhance the quality of their seeds using biotechnology.

In recent days various types of smart technologies have been inventing and expanding to mitigate the demand of safe and nutritious food over the world. Smart vertical farming is one of the mentionable technologies among them. Through this technology, the smart citizens of the country will produce almost all of their necessary foods by themselves. The difference between traditional rooftop cultivation and this technology is- through smart vertical farming all necessary foods will be cultivated in safe and standard ways. On the other hand, vegetables and seasonal fruits are produced in the rooftop garden to fulfill our own demand partially. A greater part of food and nutrition for the future smart people will be fulfilled by producing food in laboratory using artificial light. Meanwhile, hamburger and poultry produced in laboratory have curiosity among the people. 3D food printing is another easier source for the smart people. Any sort of food can be presented by processing through 3D printer instead of cooking. These foods can be circulated to the consumers without the touch of hand as AI and digital technology are used to produce foods. Through using these technology, the sustainable development goals will be achieved. These technologies will be important tools for building future prosperous smart Bangladesh. Our country will be the long cherished dreamt golden smart Bangladesh.

## ٤.٥ Climate Change and Food Security

**Sanallah**  
**Inspector of Food**  
**Computer Network Unit**  
**Directorate General of Food**



Climate change has been found to have an impact on food security, particularly on the four main elements of food security, i.e., availability, stability, utilization, and access. The Food and Agriculture Organization (FAO) defines food security as a “situation that exists when all people, at all times, have physical, social, and economic access to sufficient, safe, and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life”. This definition comprises four key dimensions of food supplies: availability, stability, access, and utilization. The first dimension relates to the availability of sufficient food, i.e., to the overall ability of the agricultural system to meet food demand. Its subdimensions include the agro-climatic fundamentals of crop and pasture production and the entire range of socio-economic and cultural factors that determine where and how farmers perform in response to markets. The second dimension, stability, relates to individuals who are at high risk of temporarily or permanently losing their access to the resources needed to consume adequate food, either because these individuals cannot ensure against income shocks or they lack enough “reserves” to smooth consumption or both. An important cause of unstable access is climate variability, e.g., landless agricultural laborers, who almost wholly depend on agricultural wages in a region of erratic rainfall and have few savings, would be at high risk of losing their access to food. However, there can be individuals with unstable access to food even in agricultural communities where there is no climate variability, e.g., landless agricultural laborers who fall sick and cannot earn their daily wages would lack stable access to food if, for example, they cannot take out insurance against illness. The third dimension, access, covers access by individuals to adequate resources (entitlements) to acquire appropriate foods for a nutritious diet. Finally, utilization encompasses all food safety and quality aspects of nutrition; its subdimensions are therefore related to health, including the sanitary conditions across the entire food chain. It is not enough that someone is getting what appears to be an adequate quantity of food if that person is unable to make use of the food because he or she is always falling sick.

Climate change affects agriculture and food production in complex ways. It affects food production directly through changes in agro-ecological conditions and indirectly by affecting growth and distribution of incomes, and thus demand for agricultural produce. Changes in temperature and precipitation associated with continued emissions of greenhouse gases will bring changes in land suitability and crop yields. In particular, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) considers four families of socio-economic development and associated emission scenarios, known as Special Report on Emissions Scenarios (SRES) A2, B2, A1, and B1. Of relevance to this review, of the SRES scenarios, A1, the “business-as-usual scenario,” corresponds to the highest emissions, and B1 corresponds to the lowest. The other scenarios are intermediate between these two. Importantly for agriculture and world food supply, SRES A2 assumes the highest projected population growth of the four (United Nations high projection) and is thus associated to the highest food demand. Depending on the SRES emission scenario and climate models considered, global mean surface temperature is projected to rise in a range from 1.8°C (with a range from 1.1°C to 2.9°C for SRES B1) to 4.0°C (with a range from 2.4°C to 6.4°C for A1) by 2100. Temperature rise will also expand the range of many agricultural pests and increase the ability of pest populations to survive the winter and attack spring crops. A number of recent studies have estimated the likely changes in land suitability, potential yields, and agricultural production on the current suite of crops and cultivars available today. Therefore, these estimates implicitly include adaptation using available management techniques and crops, but excluding new cultivars from breeding or biotechnology. These studies are in essence based on the FAO/International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) agro-ecological zone (AEZ) methodology. For instance, pioneering work suggested that total land and total prime land would remain virtually unchanged at the current levels of 2,600 million and 2,000 million hectares (ha), respectively. An even more pronounced shift within the quality of cropland is predicted in developing countries. The net decline of 110 million ha is the result of a massive decline in agricultural prime land of ≈135 million ha, which is offset by an increase in moderately suitable land of >20 million ha. This quality shift is also reflected in the shift in land suitable for multiple cropping. In sub-Saharan Africa alone, land for double cropping would decline by between 10 million and 20 million ha, and land suitable for triple cropping would decline by 5 million to 10 million ha. At a regional level, similar approaches indicate that under climate change, the biggest losses in suitable cropland are likely to be in Africa, whereas the largest expansion of suitable cropland is in the Russian Federation and Central Asia.

Global and regional weather conditions are also expected to become more variable than at present, with increases in the frequency and severity of extreme events such as cyclones, floods, hailstorms, and droughts. By bringing greater fluctuations in crop yields and local food supplies and higher risks of landslides and erosion damage, they can adversely affect the stability of food supplies and thus food security.

Neither climate change nor short-term climate variability and associated adaptation are new phenomena in agriculture, of course. As shown, for instance, some important agricultural areas of the world like the Midwest of the United States, the northeast of Argentina, southern Africa, or southeast Australia have traditionally experienced higher climate variability than other regions such as central Africa or Europe. They also show that the extent of short-term fluctuations has changed over longer periods of time. In developed countries, for instance, short-term climate variability increased from 1931 to 1960 as compared with 1901 to 1930, but decreased strongly in the period from 1961 to 1990. What is new, however, is the fact that the areas subject to high climate variability are likely to expand, whereas the extent of short-term climate variability is likely to increase across all regions. Furthermore, the rates and levels of projected warming may exceed in some regions the historical experience.

If climate fluctuations become more pronounced and more widespread, droughts and floods, the dominant causes of short-term fluctuations in food production in semiarid and sub humid areas, will become more severe and more frequent. In semiarid areas, droughts can dramatically reduce crop yields and livestock numbers and productivity. Again, most of this land is in sub-Saharan Africa and parts of South Asia, meaning that the poorest regions with the highest level of chronic undernourishment will also be exposed to the highest degree of instability in food production. How strongly these impacts will be felt will crucially depend on whether such fluctuations can be countered by investments in irrigation, better storage facilities, or higher food imports. In addition, a policy environment that fosters freer trade and promotes investments in transportation, communications, and irrigation infrastructure can help address these challenges early on. Climate change will also affect the ability of individuals to use food effectively by altering the conditions for food safety and changing the disease pressure from vector, water, and food-borne diseases. The IPCC Working Group II provides a detailed account of the health impacts of climate change in chapter 8 of its fourth assessment report. It examines how the various forms of diseases, including vector-borne diseases such as malaria, are likely to spread or recede with climate change. This article focuses on a narrow selection of diseases that affect food safety directly, i.e., food and water-borne diseases.

The main concern about climate change and food security is that changing climatic conditions can initiate a vicious circle where infectious disease causes or compounds hunger, which, in turn, makes the affected populations more susceptible to infectious disease. The result can be a substantial decline in labor productivity and an increase in poverty and even mortality. Essentially all manifestations of climate change, be they drought, higher temperatures, or heavy rainfalls have an impact on the disease pressure, and there is growing evidence that these changes affect food safety and food security. The recent IPCC report also emphasizes that increases in daily temperatures will increase the frequency of food poisoning, particularly in temperate regions. Warmer seas may contribute to increased cases of human shell fish and reef-fish poisoning (ciguatera) in tropical regions and a poleward expansion of the disease. However, there is little new evidence that climate change significantly alters the prevalence of these diseases. Several studies have confirmed and quantified the effects of temperature on common forms of food poisoning, such as salmonellosis. These studies show an approximately linear increase in reported cases for each degree increase in weekly temperature. Moreover, there is evidence that temperature variability affects the incidence of diarrheal disease. A number of studies found that rising temperatures were strongly associated with increased episodes of diarrheal disease in adults and children. Extreme rainfall events can increase the risk of outbreaks of water-borne diseases particularly where traditional water management systems are insufficient to handle the new extremes. Likewise, the impacts of flooding will be felt most strongly in environmentally degraded areas, and where basic public infrastructure, including sanitation and hygiene, is lacking. This will raise the number of people exposed to water-borne diseases (e.g., cholera) and thus lower their capacity to effectively use food. Access to food refers to the ability of individuals, communities, and countries to purchase sufficient quantities and qualities of food. Over the last 30 years, falling real prices for food and rising real incomes have led to substantial improvements in access to food in many developing countries. Increased purchasing power has allowed a growing number of people to purchase not only more food but also more nutritious food with more protein, micronutrients, and vitamins. By coupling agro-ecologic and economic models, others have gauged the impact of climate change on agricultural gross domestic product (GDP) and prices. At the global level, the impacts of climate change are likely to be very small; under a range of SRES and associated climate-change scenarios, the estimates range from a decline of -1.5% to an increase of +2.6% by 2080. At the regional level, the importance of agriculture as a source of income can be much more important. The economic output from agriculture itself (over and above subsistence food production) will be an important contributor to food security. The strongest impact of climate change on the economic output of agriculture is expected for sub-Saharan Africa, which means that the poorest and already most food-insecure region is also expected to suffer the largest contraction of agricultural incomes. For the region, the losses in agricultural GDP, compared with no climate change, range from 2% to 8%. Where income levels are low and shares of food expenditures are high, higher prices for food may create or exacerbate a possible food security problem. The share of agriculture in total GDP in many developing countries has rapidly declined over the last decades; it is worth noting that in the high-income Organization for Economic Cooperation and Development countries today, the share of agriculture in GDP is <2%. There are a number of studies that have ventured to measure the likely impacts of climate



change on food prices. The finding that socio-economic development paths have an important bearing on future food security.

Climate change will affect all four dimensions of food security, namely food availability (i.e., production and trade), access to food, stability of food supplies, and food utilization. The importance of the various dimensions and the overall impact of climate change on food security will differ across regions and over time and, most importantly, will depend on the overall socio-economic status that a country has accomplished as the effects of climate change set in. Climate change will increase the dependency of developing countries on imports and accentuate existing focus of food insecurity on sub-Saharan Africa and to a lesser extent on South Asia. Within the developing world, the adverse impacts of climate change will fall disproportionately on the poor.

How strong the impacts of climate change will be felt over all decades will crucially depend on the future policy environment for the poor. Freer trade can help to improve access to international supplies; investments in transportation and communication infrastructure will help provide secure and timely local deliveries; irrigation, a promotion of sustainable agricultural practices, and continued technological progress can play a crucial role in providing steady local and international supplies under climate change.

## ১৬.০ শব্দ সংক্ষেপ (Abbreviations)

ADB	Asian Development Bank
BCIP	Bangladesh Country Investment Plan
BCS	Bangladesh Civil Service
BDHS	Bangladesh Demographic & Health Survey
BIDS	Bangladesh Institute of Development Studies
BELA	Bangladesh Environment Lawyers Association
BBS	Bangladesh Bureau of Statistics
BPATC	Bangladesh Public Administration Training Center
CARE	Cooperation for American Relief Everywhere
CIP	Country Investment Plan
CPTU	Central Procurement Technical Unit
CRTC	Central Road Transport Contractor
CSD	Central Storage Depot
DBCC	Divisional Boat Carrying Contractor
DoE	Department of Environment
DPM	Direct Procuring Method
DRTC	Divisional Road Transport Contractor
EOI	Expression of Interest
FAO	Food & Agriculture Organization
FAQ	Fair Average Quality
FFW	Food for Work
FIMA	Financial Institute of Management and Accounting
FOB	Free on Board
FPC	Fair Price Card
FPMC	Food Planning & Monitoring Committee
FPMU	Food Planning & Monitoring Unit
FSNIS	Food Security and Nutrition Information System
HIES	Household Income & Expenditure Survey
IBCC	Internal Boat Carrying Contractors
IDA	International Development Agency
IDTS	Inspection, Development & Technical Services
INFS	Institute of Nutrition & Food Science

IPCC	The Intergovernmental Panel on Climate Changes
IRTC	Internal Road Transport Contractor
JDCF	Japan Debt Cancellation Fund
LICT	Leveraging ICT
LSD	Local Supply Depot
MBF	Ministry Budgetary Framework
MIS&M	Management Information System & Monitoring
MoU	Memorandum of Understanding
MTBF	Mid-Term Budgetary Framework
NAPD	National Academy of Planning and Development
NESS	National E-service System
NFP	National Food Policy
NFPCSP	National Food Policy Capacity Strengthening Program
NFPPOA	National Food Policy Plan of Action
NOA	Notification of Award
OMS	Open Market Sale
PFDS	Public Food Distribution System
PIMS	Personal Management Information System
PMC	Private Major Carrier
RPATC	Regional Public Administration Training Centre
SRW	Soft Red Wheat
SSNP	Social Safety Net Program
TCB	Trading Corporation of Bangladesh
TR	Test Relief
VGD	Vulnerable Group Development
VGf	Vulnerable Group Feeding
WFP	World Food Program

## জাতীয় শোক দিবস উদ্‌যাপন ২০২১



চিত্র-১৮: জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৬তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী, মাননীয় সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়



চিত্র-১৯: জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৬তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ



চিত্র-২০: জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৬তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে দরিদ্র জনতার মাঝে খাদ্য বিতরণ করছেন মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী

## মাল্টিস্টোরিড ওয়ারহাউস



চিত্র-২১: ২৫০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতাসমপন্ন মাল্টিস্টোরিড ওয়ারহাউস, সান্তাহার, বগুড়া (ফ্রন্ট ভিউ)



চিত্র-২২: ২৫০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতাসমপন্ন মাল্টিস্টোরিড ওয়ারহাউস, সান্তাহার, বগুড়া (সাইড ভিউ)



চিত্র-২৩: ২৫০০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতাসমপন্ন মাল্টিস্টোরিড ওয়ারহাউস, সান্তাহার, বগুড়া (টপ ভিউ)

## ওএমএস কার্যক্রম



চিত্র-২৪: সারাদেশে ওএমএস এবং প্যাকেট আটা বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার এমপি




চিত্র-২৫: ট্রাকসেলের মাধ্যমে ওএমএস এর চাল বিতরণ




চিত্র-২৬: ওএমএস এর দোকান থেকে চাল নিতে ক্রেতাদের দীর্ঘ সারি

## ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটির সদস্যবৃন্দ

১।	জনাব মোঃ সেলিমুল আজম, অতিরিক্ত পরিচালক, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	আহ্বায়ক	
২।	জনাব মঞ্জুর আলম, সিস্টেম এনালিষ্ট, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য	
৩।	জনাব জসিম উদ্দিন, উপপরিচালক (উন্নয়ন), পরিদর্শন উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য	
৪।	জনাব সাইফুল কবির খান, উপপরিচালক, সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য	
৫।	জনাব মোঃ ফজলে রাকী হায়দার, উপ-পরিচালক (চলাচল), চলাচল সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য	
৬।	জনাব মাহমুদা আক্তার মৌসুমী, উপপরিচালক, বেতন, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ শাখা, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য	
৭।	জনাব মোঃ আফিফ-আল-মাহমুদ ভূঞা, উপপরিচালক, সরবরাহ শাখা, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য	
৮।	জনাব মোঃ সাহিদার রহমান, ইন্সট্রাক্টর, সংযুক্তি-উপপরিচালক, হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য	
৯।	জনাব মোঃ মুজিবুর রহমান খান, আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকর্তা, নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য	
১০।	জনাব শিরিন আক্তার, সহকারী উপপরিচালক, এমআইএসএন্ডএম বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য	
১১।	জনাব মোঃ নুরুজ্জামান, ইনস্ট্রাক্টর, প্রশিক্ষণ বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য সচিব	

### -: সহযোগিতায় :-

১।	জনাব এ.এস.এম শামীম আহসান, খাদ্য পরিদর্শক সংযুক্তিঃ এমআইএসএন্ডএম বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	কম্পিউটার মূদ্রণে	
২।	জনাব রতন কুমার ব্যানার্জী, অডিটর, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা সংযুক্তিঃ সরবরাহ বন্টন ও বিপণন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	প্রচ্ছদ অলংকরণে	